প্রকাশক
শ্রীকান্ত বসাক
৭৫, বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
রাষ্ট্রসঙ্ঘ দিবস
অক্টোবর ১৯৫৯—১৩৬৬

মুদ্রক
শ্যামল কুমার গরাই, এম. কম,
রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত
অমর শহীদ ও বীর সংগ্রামীদের
উদ্দেশ্যে

সংকলন সম্পর্কে

অবশেষে "শতদেশের কবিতা" মুক্তি পেল। এ মুক্তির অর্থ এই নয় যে কেউ একে আটকে রেখেছিল, আসলে আমাদের অক্ষমতার জন্যই আমরা একশো দেশের ফুলের ডালি সর্বসাধারণের হাতে এতদিনে পৌঁছে দিতে পারিনি। চেষ্টা শুরু হয়েছিল আজ থেকে দুবছর আগে। একটা বই প্রকাশে দুটি বছর যথেষ্ট নিঃসন্দেহে। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে "শতদেশের কবিতা" একটি নির্ভুল সর্বাংগসুন্দর গ্রন্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তেমন কোন বিশেষণ আমরা দাবী করছি না, দাবী করছি না কিংবা করতে পারছি না। আসলে দুটি বছরের মধ্যে ধীরেসুস্থে দুটি মাসও কাজ করার সময় পাই নি। আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ফলে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যে নিরলস কাব্যচর্চার সুযোগ পেয়েছি বড়ই অল্প। সেই সংগে আছে আর্থিক, যান্ত্রিক, মানসিক ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা। অবশ্যি এ সবই গতানুগতিক কথা। সেই কারণে আমাদের বক্তব্যকে অজুহাতের মতো শোনাতে পারে, তাই বই সংক্রান্ত সব দায়দায়িত্ব মেনে নিয়ে আমাদের নির্ভেজাল ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি।

ভিনদেশী কবিতা দেশী ভাষায় অনুবাদ করার প্রচেষ্টা বলাবাহুল্য এই প্রথম নয়। কিন্তু এক মলাটের মধ্যে একশো দেশের কবিতার অনুবাদ শুধু বাঙলা কেন, ভারতবর্ষের আর কোনও ভাষাতে হয়েছে বলে জানা নেই। এই একশো দেশের কবিতার মধ্যে বহু দেশের কবিতা মূল ভাষা থেকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অবশ্যই বেশীর ভাগ কবিতা ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ। ফলে অনেকের কাছে কবিতার স্বাদ হয়ত কিছুটা ক্ষুণ্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু মনে হয়

লজ্জার অবগুণ্ঠন খুলে কবিতার প্রিয় মুখ দেখতে আমরা সমর্থ হবো। গর্বের কথা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের কবিতাকে আর অনুবাদ করতে হয়নি—যদিও অলংকরণের স্বার্থে সংকলনে বাঙালী কবিদের নাম অনুবাদকের কলমে রাখা হয়েছে।

একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার কবিরা প্রায়শই দেশ পরিবর্তন করে থাকেন। তাই এঁদের কোনো কোনো সংকলনে বিশেষ দেশের বলে দেখান হয়েছে, তবে আমরা এই গ্রন্থে জন্মস্থান কবির দেশ বলে গণ্য করেছি।

যুদ্ধ আর কাব্য পরস্পরের শত্রু নয়। বোধহয় তাই রাজনীতির কঠিন কচ্‌কচানির মধ্যেও কবিতা লিখেছেন, এবং লিখছেন বহু রাজনীতিবিদ। হো চি মিন, দাগ হ্যামারশীল্ড, প্যাট্রিস লুমুম্বা, চে গুয়েভারা, মাও সে তুং, প্রিন্স নরোদম সিহানুক, প্রেসিডেন্ট লিও পোল্ড সেংঘর, রাজা মহেন্দ্র, প্রধানমন্ত্রী তানাকা প্রভৃতির মতো প্রথম সারির নেতাদের কবিতা আমাদের কাব্য সংকলনে সংকলিত করতে সমর্থ হয়েছি। এটা নিঃসন্দেহে পাঠক মহলে উৎসাহের সঞ্চার করবে।

কবিতা বাছাই-এর সময় আমরা মূলতঃ কবিতার প্রতিই নজর রেখেছি, সেই সংগে গুরুত্ব দিয়েছি সব দেশেরই তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবিদের প্রতি। অনুবাদকদের মধ্যেও প্রবীণ অপেক্ষা নবীনের সংখ্যা বেশী। এক কথায় আমাদের গ্রন্থে নবীনের প্রাধান্যই প্রবল।

ভারতের সব সমস্যার মতো ভারত থেকে কবিতা বাছাইও একটা বিরাট সমস্যা। সেই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে শুধু ভারতের আধুনিক কবিতা নিয়ে আর একটি অনুবাদ সংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা করেছি। এখানে শুধুমাত্র প্রখ্যাত কবি অমিয়, চক্রবর্তীর অনূদিত বিপ্লবী পাঞ্জাবী কবির একটি কবিতা নিয়েছি। এর পেছনে বিশেষ কোন অর্থ বা উদ্দেশ্যে নেই। আর আছে কিশোর কবি সুকান্তের কবিতা।

আমাদের অসতর্কতার জন্য আজার বাইজান, সিসিলি, বায়াফ্রা, ওকল্যাণ্ড, ডাকার কে পৃথক দেশ হিসেবে সংকলনে উল্লেখ করা হয়েছে, আসলে এই অংগরাজ্যগুলি যথাক্রমে রাশিয়া, ইতালী, নাইজেরিয়া, আমেরিকা, সেনেগাল-এর অন্তর্গত। এছাড়া অসাবধানতা বশত আরও কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে গেছে গ্রন্থের মধ্যে। এই সব অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। ভেনজুয়েলার স্থলে হবে কিউবা।

সভা সমিতির মতো বক্তব্য শেষে কৃতজ্ঞতা জানান একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। এই বই করতে গিয়ে বাঙলাদেশের সব মহলের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি দু-লাইনে "কৃতজ্ঞতা" জানাতে সত্যি নিজেদের বড় ছোট মনে হচ্ছে, তাই সেই নিছক সৌজন্য প্রকাশের পরিবর্তে তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, অবশ্যই কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বৃহৎ গ্রন্থাগার সমূহ ও বিদেশী দূতাবাসগুলির কাছে বিশেষ ভাবে আমরা ঋণী।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭২
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
(অসিতদার ঘর)

কুমারেশ চক্রবর্তী
অমিতাভ চক্রবর্তী
হারাধন বসাক

যাঁরা অনুবাদ করেছেন

অমিয় চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, দিনেশ দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমল চন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টো, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, আল মাহ্‌মুদ, শামসুর রহমান, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, হরপ্রসাদ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তিচট্টোপাধ্যায়, তরুণসান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আশিস্ সান্যাল, নিখিল সেন।

মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণধর, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বরুণ রায়, সমীর দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কবিতা সিংহ, লীলা রায়, প্রণতি মুখোপাধ্যায়, উশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, শুচিস্মিতা মিত্র, গীতশ্রী চৌধুরী, চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাতী চক্রবর্তী, সৈয়দকওসর জামাল, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যো, বার্ণিক রায়।

তারাদাস বন্দ্যো, ময়ূখ বসু, অরিজিৎ গঙ্গো, অজয় সেন, শংকর দাশগুপ্ত, গৌতম সেনগুপ্ত, শুভ বসু, পুলক চন্দ, জীবন সরকার, শিশির ভট্টাচার্য, শান্তনু দাস, রুদ্রেন্দু সরকার, দুর্গাদাস সরকার, অমিয় হাটি, জ্যোতির্ময় চট্টো, বিশ্বনাথ ঘোষ, সুগত মিত্র, উজ্জ্বল বন্দ্যো, রজত দত্ত, তরুণ সেন, অরুণাভ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, অনিলেন্দু চক্রবর্তী, পরেশ সাহা, মহম্মদ রাহাতুল্লাহ, দীপঙ্কর গুহ।

বেলাল চৌধুরী, প্রণবেন্দু দাসগুপ্ত, অনিলবরণ গঙ্গো, তুষার চৌধুরী, রণজিৎ দাস, মুকুল ভৌমিক, কমল চৌধুরী, মেজ বাহ খান, বিমল ভট্টা, জগদীশ বসাক, অসীম চট্টো, নির্মল দত্ত, অমিতা রায়, দেবপ্রসাদ লাহিড়ী, শিবশম্ভু পাল, প্রণব মাইতি, বিমান মিত্র, শেখর চট্টো, অমিতাভ আচার্য, কাম্‌রুদ্দীন আহমেদ, খাজিম আমেদ, আতাকরিম বার্কি, শংকর চট্টো, বেলা দত্তগুপ্ত, চন্দ্রশেখর চট্টো, বাঁধন সেনগুপ্ত, অলকেশ চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, আশিস্ দে, কানাই সামন্ত, শিবেন চট্টো, লোকনাথ ভট্টাচার্য, শংকর ভট্টাচার্য, সুব্রত

চট্টো, দেবাশিস বন্দ্যো, শ্যামশ্রী লাল, সুভাষ সরকার, বিজন সেন, তাপস মুখো, প্রণব মুখো, স্বরাজ মজুমদার, শ্যামসুন্দর দে, তুলসী মুখো, জয়ন্ত লাহিড়ী, নীলাদ্রিশেখর বসু, সুবিমল বসাক, পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী, হারাধন বসাক, অমিতাভ চক্রবর্তী ও কুমারেশ চক্রবর্তী।

যে সব দেশের কবিতা

এশিয়া—ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপাল, সিংহল, মালয়, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন্স, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, কম্বোডিয়া, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, ইরাণ, ইরাক, আরব, সিঙ্গাপুর, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন। (২৫)

অষ্ট্রেলিয়া—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, নিউগিনি (৩)

আমেরিকা (উত্তর ও দক্ষিণ)—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রেজিল, মেক্সিকো পানামা, ইকুয়াডর, কিউবা, বার্বাডোজ, গিয়ানা, ত্রিনিদাদ, চিলি, পেরু, কলম্বিয়া, হাইতি, ডোমিনিকা নিকারগুয়া, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, পূয়ার্তারিকা, জ্যামাইকা, (২০)

ইউরোপ—বৃটেন, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিন্‌ল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, যুগাশ্লাভিয়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আলবেনিয়া, আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, জার্মানী তুরস্ক, সাইপ্রাস, ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল বুলগরিয়া গ্রীস (২৫)

আফ্রিকা—সেনেগাল, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, জাম্বিয়া, সুদান, ক্যামারুন, সিয়েরা লিওন, মালাগাছি প্রজাতন্ত্র, মালাউ. এ্যাঙ্গোলা, মারিতানিয়া, রোডেশিয়া, আইভরি কোস্ট, মোজাম্বিক, মিশর, উগাণ্ডা, কেনিয়া, লিবিয়া, ইথিওপিয়া, কঙ্গো, ঘানা, লাইবেরিয়া, সোমালিয়া, মরক্কো, জাঞ্জিবার, আলজিরিয়া, ডাহোমি। (২৭)

বিঃ দ্রঃ—পৃঃ ১৯২ জাম্বিয়ার কবির নাম অজ্ঞাত।

পৃ-১৯৬ অনুবাদকের নাম হবে অলকেশ চক্রবর্তী।

সেনেগাল

সারাটা দিন ধরে লেওপোল্ড সেডার সেংঘর

অনুবাদ—লীলা রায়

সারাটা দিন ধরে দীর্ঘ ঋজু রেলপথের ওপর দিয়ে
অন্তহীন বালুকার ওপর অনড় সংকল্পের মতো
শুকনো কায়োর ও বাওল পেরিয়ে
যেখানে বাবলা গাছগুলো যন্ত্রণায় হাত মোচড়ায়—

সারাটা দিন ধরে রেলপথের দুধারে
পরিচিত ছোট ছোট একই ষ্টেশনগুলির পাশ দিয়ে
যেখানে কালো মেয়েরা স্কুলের গেটে
পাখিদের মতো কোলাহল করে—

সারাটা দিন ধরে লৌহ ট্রেনের ঝাঁকানিতে ব্যথিত
ধুলিমাখা শরীরে কর্কশ স্বরে
সীনের চারণ ভূমিতে ইউরোপকে ভুলবার চেষ্টায় রত আমি,
—আমায় দেখ !

নাইজিরিয়া

সূচনা

মাইকেল একার নো

অনুবাদ—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

উঁচু ছাদের দিকে ফেরাল তারা চোখের দৃষ্টি।
মুখে ফুটেছে তাদের দুশ্চিন্তাজনিত অবসাদের ছাপ।
অপেক্ষা করছে তারা এঞ্জেলাসের জন্যে,
জ্বলছে মোমবাতির শিখা···
নিশ্চল গ্রীষ্মের আবহাওয়ায়।

কেউ চেঁচিয়ে গান ধরল,
বাঁচাও বাঁচাও আমাদের
এই বঞ্চনা থেকে,
আমাদের তারুণ্যের এই যন্ত্রণা থেকে।

কেউ কেউ বা গাইল ঃ
স্বাগত, স্বাগত হে শুভ দিন।
বৈদ্যেরা বিদায় হও।
আমাদের ক্ষতগুলো যন্ত্রণা দেবে হয়ত
আমাদের হাতে, ভোর না হওয়া পর্যন্ত,
তারপরই সূর্যের সমুজ্জ্বল দ্যুতি কিন্তু
আপাদমস্তক ধুইয়ে দেবে আমাদের।

দূর থেকে শুনতে লাগলাম আমরা
রকমারি কোলাহল।

আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এল
নিষ্প্রভ আলোর শিখাগুলো···
এবং হিসাব নিকাশ সুরু হয়ে গেল
একটি ক্ষণজীবী প্রজন্মের।

দক্ষিণ আফ্রিকা

কল্পনার পতনের পর   ম্যাজিসি ক্যুনেন

অনুবাদ—পুলক চন্দ

আর আমার হাতকে তুমি আশ্রয় কর
যতক্ষণ না নক্ষত্রপুঞ্জ স্পর্শ কর উচ্চতায়,
সেখানে অপেক্ষায় থাক সূর্যের
প্রভাতের আগুন ছিটিয়ে যা আসে আমার জন্যে,
সেখানে ওষ্ঠ হিম শীতল।
বজ্রের ক্ষমতাকে গিলে ফেলে
দিগন্তের চূড়া ছাড়িয়েও ভালবাসতে তুমি বাধ্য।
আর শেষ কর পাথরের ওপর তোমার চিরকালীন ভোজ,
আমাকে বা আমার প্রিয়জনদের
মেঘের ভিতরের উন্মত্ততা ভুলতে না দিয়ে।
কল্পনার পতনের পর এই একমাত্র সত্য
যা টিঁকে থাকে—
পৃথিবীর বিশাল বিস্তৃত এক
দৃশ্যমান আলিঙ্গন।

জাম্বিয়া

আমরা ঘরে ফিরে এসেছি হেনরি পেটার্স

অনুবাদ—শেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্বেতযুদ্ধ থেকে
ভারি হৃদয় নিয়ে
আমরা ফিরে এসেছি ঘরে
বুটের শব্দে উদ্ধত গর্ব-
আত্মার যথার্থ হত্যায়
যখন আমরা প্রশ্ন করেছি
এর অর্থ কি
ভালবাসা এবং নিঃসঙ্গতা ?

আমরা ঘরে ফিরে এসেছি
প্রতিজ্ঞা নিয়ে
প্রতিফলিত রামধনুর রঙে
আকাশের বুকে।
কিন্তু গতকালের অপরাধের জন্যে
মালা পরাবার মুহূর্ত এখন নয়
রাত্রি শাসায়
সময় অনন্ত-সত্তা
এবং কালকের সঙ্গে কোন পরিচয় নেই

গুড়গুড় করা ড্রামের শব্দে
তারার প্রতিধ্বনি
বনমহলে আর্তনাদ
এবং বৃক্ষদের নিবিড়তা চিরে
কালো সূর্যের মুখ।

দুই

অন্য ভূমির গান গাইতে গাইতে
আমরা ঘরে ফিরে এসেছি
যখন ইতস্তত ঊষা
মৃত্যুপথ-যাত্রা কালকে অস্বীকার করে
আমাদের সমস্ত ভালোবাসা এবং অশ্রুর
মূল্যায়ন দুর্নীত মুদ্রায় জেনে।
আমরা ঘরে ফিরে এসেছি
সবুজ পাহাড়তলিতে
পাখীদের স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ গান ভরে নিতে
ও সমুদ্রসৈকতে
যেখান থেকে নৌকাচলার লক্ষ্য সমুদ্র
ঢেউয়ের বুকে নিয়ত আঘাতে
আর হয়রান-করা ডুবন্ত
সমান্তরাল পাখীর ঝাঁক চুম্বন করে ঢেউগুলোকে
আমরা ঘরে ফিরে এসেছি
যেখানে বিদ্যুতের ঝলকে
বজ্রবৃষ্টির উপস্থিতিতে
সংক্রামক রোগ এবং শুষ্কতা
আচ্ছন্ন চেতনা

বালিপথে অস্তিত্ব রাখে
স্বীকার করে নিয়ে মাংসের ভগ্নাংশকে
সেই চেতনা
যা পৃথিবীর কোন করুণা চায় না
কেবল মর্যাদা-প্রত্যাশী।

সুদান

নব-বর্ষের গান

মহম্মদ্-এচ্-ইয়েতুরী
অনুবাদ—অপূর্ব কর

এমন করে গোঙানী আর নয়,
অন্ধকার কোটরে জ্বলে নীল চোখ।
যৌবন শেষ হল কবে।
অথবা সে আসেনি এখনো সান্ধ্য-উদ্যানে !

আমরা বসে আছি, নব-বর্ষের অপেক্ষায় ;
পুরাতন বাঁধনগুলি ছিঁড়ে যায় একে-একে।

পূবের আকাশ তিন টুক্‌রো আজ
বুকের যন্ত্রণায় ;
দীর্ঘ মেরুদণ্ড এইবার
সোজা করে-ই, সুদূর সাহারার
পথ-হাঁটা !!

ক্যামারুন

ভালবাসা মেবেলো-সোনে-দীপোকা

অনুবাদ—অরুন্ধতি সেনগুপ্ত

বহু দূরে চলে গেলেও
আমাদের ভালবাসা
আগুনের ফুলকির মত প্রজ্জ্বলিত রবে।
দুর্বোধ্য ইঙ্গিত দিয়ে বেতারের তরঙ্গ—
রাত্রির কালো পর্দায় অনেক সংকেত দেবে।
আমরা সেই খবরের অন্তরঙ্গ কথাগুলো
সঞ্চয় করবো বুকের গভীরে
আসন্ন বিচ্ছেদের যোগসূত্র করে।

তারপর……
তোমার বিচ্ছেদে
অনুচ্চারিত রাত্রির প্রহর শেষ হবে।
প্রত্যূষের সুনীল আলো বুকে করে,
ডাকের অপেক্ষায় কেটে যাবে ক্ষণিক সময়।
আটটার ডাক চলে গেলে
জানবো, পৃথিবীর কোন কথা
আনেনি বয়ে আমার প্রাঙ্গণে।
তবুও সন্ধ্যায় ডাক ব্যর্থ প্রয়াসে
নাম না জানা পাখীর ডানায়

দিয়ে যাবে কিছু সুগন্ধি সময়,
আমাদের স্বপ্নের সৌধ রাত্রির প্রার্থনামালা
অব্যক্ত কথার তরঙ্গ প্রদীপের শিখার কম্পন
প্রজ্জ্বলিত স্বপ্নের ভালবাসা।
হয়তো তখন অনেক দূরে
তোমার দু'ফোঁটা জল
আমাকে রিক্ত করে দেবে
মনে হবে আমি বেঁচে নেই।
বেড়ে ওঠা খেয়ালী দাঁড়ির মত
দিনগুলো জমা হবে নিষ্ফল সঞ্চয়ে,
আর রাত্রি শোনাবে ভালবাসার নিঃশব্দ সঙ্গীত।

তোমার প্রত্যাশী চিঠি
অতীতের অনবদ্য স্মৃতি স্বাক্ষর
যদিও তোমার কাছে অতীত মৃত
তবুও আমাকে দূর থেকে পাঠিও
মৃত অতীতের স্মৃতির পরশ
চুম্বনের শুদ্ধ ছোঁয়া দিয়ে
আমার উষ্ণ দুটি ঠোঁটে।

সিয়েরা-লিওন

পিয়ানোর চাবি   গ্যাস্টন বার্ট উইলিয়ামস্

অনুবাদ—নীলাদ্রিশেখর বসু

তোমার সাদা দেহ আমার কালো, দেহ
মেলায় হাতে হাত ছন্দে ছন্দে ;
তোমার সাদা দেহ আমার কালো দেহ
বাতাস ভরে দেয় সুর আনন্দে।
নিখিল চরাচরে সজাগ শ্রবণে
প্রকৃতি পুরুষের মিলিত রঙ্গে
তোমার সাদা দেহে বরফ সাদা চাবি
আমার কালো দেহে নিকষ কালো চাবি
মিলন ছোঁয়া দেয় সুর তরঙ্গে।

তোমার সাদা দেহ আমার কালো দেহ
দেয়ালের বুকে দোলে একই ছায়ায়
তোমার সাদা দেহ আমার কালো দেহ
আনন্দ ভয়ের কাছে
সময়ের তূলামূল্যে নির্ভয়ে দাঁড়ায়।
তাইতো নিস্পন্দ চোখে আমাদের দিকে
অবাক বিস্ময়ে আজ পৃথিবী তাকায়
তোমারও কালো ছায়া আমারও কালো ছায়া
মিলনের প্রতিমূর্তি গড়ে দিয়ে যায়।

মালাগাছি

বংশীবাদক জঁা, যোসেফ বাবোরি ভেলো

অনুবাদ—নচিকেতা ভরদ্বাজ

বাঁশীটি তোমার ঃ
বলিষ্ঠ বৃষভের শক্ত পা-র হাড় থেকে বাঁকিয়ে নিয়েছ
এবং সূর্যদগ্ধ বন্ধ্যা পাহাড়ে তাকে ঘষে মেজে
সুচিক্কণ মসৃণ করেছ ॥

আর বাঁশী তার ঃ
হাওয়ায় কাঁপা কাঁপা সোনালী বেনুবনে
একটি কেটে গাঁট বাঁকিয়ে নিয়েছ যে
এবং ছোট ছোট ছিদ্র বানিয়েছ
যেখানে নদী বয়—পাহাড়ী নদী তার ঢেউয়ের নিঃস্বনে
অবাক গান গায়—মদির জ্যোৎস্নার
স্বপ্ন পান করে।

ত্বজনে একসঙ্গে ঃ
শেষ বিকেলের নরম হাওয়ায় গান বাজিয়েছ
আহা যেন ধরে ফিরিয়ে আনতে গোল নৌকার
—দূর দিগন্তে আকাশের ঘরে
অতি আসন্ন নিমজ্জনের
ত্বর্ভাগ্যের দায়ভাগ থেকে ঃ কিন্তু তোমার

দুঃখের এই বিলাপী মন্ত্র তবু যে কী করে
বিশ্রুত হল হাওয়া-দেবতার
পৃথিবী এবং বনদেবীদের, বোবা বালুকার ?

তোমার বাঁশীটি :

তোমার বাঁশীটি একটি টুকরো ছুঁড়েছে কখন
ক্রোধোদীপ্ত ষাঁড়ের মতন যেন তার গতি
কী যে দুরন্ত—মরুভূর পিছে
কিন্তু সে ফের ফিরেছে ধাবিত,
ক্ষুধা তৃষ্ণায় দগ্ধ, শরীরে ক্লান্তির অতি
পরাজিত নোনা,—ছায়াহীন এক বৃক্ষের নীচে
পাতা নেই, যার ফল নেই, নেই কিছু যার নেই
শুভ পরিচিত।

বাঁশীটি তার :

বাঁশীটি তার যেন গুল্মগুচ্ছটি পাখীর পদভরে
আনত হয়ে যায়—মুক্ত পাখীটির
চলার দ্রুত বেগে, কিন্তু পাখীটি
শিশুর হাতে ধৃত বন্দী যে রয়েছে যত্নে ও আদরে
নরম ডানা যার সোহাগ কম্পিত , সে নয়, সে পাখীর
কেউ না—কিছু না যে—আহা যে পাখীটি
ভ্রষ্ট দলছাড়া—আপন ছায়া দেখে
খুঁজছে শান্তি যে—বহতা ধারা জলে
দুচোখে নীল মেখে।

তোমার বাঁশী এবং বাঁশী তার
দুঃখ করে আপন আপন জন্ম যন্ত্রণার
তোমার শোকগাথার অন্তরালে ॥

মালাউ

মুবেনডের জাত্নকরী গাছ ডেভিড রুবাডিন

অনুবাদ—এ-এফ-কামারুদ্দীন আহমদ

সেই যাতুকরী গাছ
গোলাকৃতি, বয়সের ভারে কিছু লুব্ধ
বছর বছর শুধু একই অনিয়ম
ক্রুশচিহ্ন বুকে আঁকা,
ক্যামেরার শাটারে হাত দিলে-ই
মুখ ফুটে কথা হয় নিমেষে এখন।
সুন্দর-সরল নিষ্কলুষ
সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল
পাশাপাশি
তুই-যাতুকরী,
আমি দেখেছি
প্রিজমের লেন্সের ভিতর
নতুন আর পুরাতন
আমার কাছে সে যেন
মুবেনডের সেই যাতুকরী গাছ॥

এসঙ্গোলা

এক আফ্রিকান কবির ঘোষণায় অ্যাগস্টিন্‌হো নেতো

অনুবাদ—প্রণব মুখোপাধ্যায়

মা আমার—
    (কালো মায়েরা, যাদের পুত্রেরা কবে চলে গেছে)
    তুমিই তো বলেছিলে বিশ্বাস রেখো
        আশা রেখো হতাশার পাঁকে ডুবে যেতে
    যেমনটি হয়েছিল তোমাদের জীবনের
        অন্ধকারের পথ পেরিয়ে যেতে
কিন্তু আমি তো দেখি
        সে আশা সে বিশ্বাসের গান
    ধূলো করে চলে গেছে বৈশাখের প্রচণ্ড নিদাঘ
    কবেই তো ভুলে গেছি গান শোনো অপেক্ষায় বিশ্বাসে
    এখন আমরা শুধু অপেক্ষিত অমল আশ্বাসে।

    কিন্তু তবুও আমরা আন্দোলিত হই
        বিস্মিত প্রত্যয়ে
    অমৃতস্য পুত্রাঃ কবে খুঁজে নেবে
        সোনালী শস্যের আলো সূর্যের গানে
    আকণ্ঠ প্রার্থিত হবে সঙ্গীতে
        যে সঙ্গীত মালা হয়ে দুলে যায়
                    প্রাণ থেকে প্রাণে।

ফেরা—লিওনেল আতুলি

নাচিকেতা ভরদ্বাজ

এবং সে কথা বলল, কথা বলল এবং কথা বলল।
বাইরে তখন বরফ পড়ছিল এবং ভীষণ ঠাণ্ডা।
সত্যি বড় দুঃখের যে তারা তোমাকে এটুকুও
দিতে পারে না—
মাথা গুঁজবার মত সামান্য এই আশ্রয়টুকু পর্যন্ত,
তাদের সভ্যতার অন্য সব কিছুর কথা ছেড়েই দিলাম।
উদ্যত কাঁচুলীর এবং দুর্লভ অন্তর্বাসের সঙ্গে
মোজা বাঁধার ফিতা আর উজ্জ্বল কোমরবন্ধ,
আর কেতাদুরস্ত ফিট্‌ফাট আর বোধহীন আত্মতৃপ্তি,—
আর নিপুণ অজ্ঞানতা—
আর অসহায় অসমান মৈত্রীর মিথ্যাচার,
আর কিছু অচেনা শব্দাবলী—
আর আনুষঙ্গিক একালের আরো কিছু কিছু।
আর তার পরিবর্তে ওরা নিয়ে গেছে তোমাদের
কোমল নমনীয় ধাতব কঠিন তীর্থ-তনু,
তোমাদের নৈঃশব্দ্যের আত্মাভিমানী মর্যাদা,
আর স্ফুর্তির উপহার হিসাবে
তোমাদের পবিত্র জরায়ু—সমগ্র মানবতার
শেষতম ভবিষ্যৎ।

আমি আবার ফিরেছি আমার অস্তির অহংকার,
আমার প্রতিষ্ঠা, তোমার বাঁধের উজ্জ্বল বিজয়ী প্রতিভায়,
তোমার পূর্ণ পবিত্র ঐ উদ্ধত স্তনের অন্তরালে
সত্যি যে যুগ্মরক্ষ—একটি পুরুষের মাথার
ভার বহনে সম্পন্ন সক্ষম,
একটি মানুষের হৃদয়ের শান্তির পিপাসা
যে মিটিয়ে দিতে পারে, দেয়,—
যে পূর্ণ করে দিতে পারে, দেয় মানুষের
শাশ্বত আনন্দের ক্ষুধাকে
সামান্যতম বিশ্বাসভঙ্গ না করে
সামান্যতম ছলনার অভিনয়ে না ভুলিয়ে।

রোডেশিয়া

মহা প্লাবন ফিলিপ্পা বার্লিন

অনুবাদ—প্রণব মাইতি

দাঁড়াও, প্রতীক্ষা করো-তুচোখে পরিবর্তনীয় দৃষ্টি মেলে দিয়ে
ও শ্বেত মুখমণ্ডলে শুধু পরাজিত প্রবেশ টাঙিয়ে,
মানুষের পায়ে পায়ে—ধূলায় আগামী ধূলোময়
ক্রুদ্ধ, কালো, পরাজিত, মানুষের ত্রস্ত কিছু পায়ে'।

আদিবাসী মানুষের মুখশ্রীরা জনতার ভিড়ে,
যে কালো মানুষেরা মারে—মানুষকে, প্রার্থিত সমরে,
চিনেছ কি মুখ কারও শব্দের উত্তাল কলস্রোতে
ভোরের আলোয় ভীতি ঝরে যায়, একা একা ঝরে?

একবার, পারো যদি বেঁচে নাও ভয় 'বুকে পুষে'
ডুবন্ত রং এর কাছে—করুণ ওদের চোখ ভাসে
সেকি আজও জন্ম নেয়, তোমার জন্মের মত
জানো না তোমার ভাগ্য, জীবনকে কত ভালোবাসে?

বস্তুতঃ অনুপলব্ধি তোমায় দোলাক বারবার
কালো মানুষের ঈপ্সা, কালোয় কালোয় অন্ধকার।

আইভোরী কোষ্ঠ

প্রকাণ্ড আমার মাথা   চার্লস গোকান

অনুবাদ ঃ—সনৎ বন্দোপাধ্যায়

প্রকাণ্ড আমার মাথা
কটকটে ব্যাঙের চোখ
খাড়া শিঙ্ গ্রীবাসন্ধি জুড়ে,
সঙ্গীতের যাদু তবু
উচ্ছ্বসিত আমার অন্তরে।
কোন বৃক্ষ এমন দুর্লভ
সুগন্ধি নিঃশ্বাসে যার বয় ?
কৃষ্ণ সুন্দর, কি করে উঠবে তুমি পঙ্ককুণ্ড
ভেকের আবাস থেকে ?
বহমান রইবে কি করে
কুৎসিত নির্জনতায় ?

আমাকে তোমরা দেখছো খাড়া, তোমরা তো ভাব
আমার যন্ত্রের সুরে
এসেছে আমার স্বাধীনতা,
আমি যেন তরলিত, চিন্তাগুলি যেন সব
ক্রমে যাচ্ছে উড়ে।
না, না, অন্তরে আমার কিছু নেই, আছে শুধু
একটি বিষাদের মজা ডোবা।

মোজাম্বিক

কালো মাঝির গান   জোসে ক্রাভেইরিনা

অনুবাদ—পুলক চন্দ্র

আমার মৃত্যু যদি তুমি দেখে থাক,
কোটি কোটিবার আমার জন্মও হয়েছে
আমার কান্না তুমি যদি শুনে থাক
আমি হেসেছিও কোটি কোটিবার
আমার চীৎকায় কখনও যদি শুনে থাক
কোটি কোটি সময় আমি নীরবও ছিলাম।
যদি আমাকে কখনও গাইতে দেখে থাক
আমি মারা গেছি কোটি কোটিবার
এবং রক্তপাত।
আমার সাদা চামড়ার ভাই, তোমাকেই বলছি,

তোমারও জন্ম হ'ত
তুমিও কাঁদতে
গাইতে তুমিও
চীৎকার করে উঠতে
এবং মারা যেতে
রক্ত স্রোতে
কোটি কোটিবার আমারই মতন।

বিয়াফ্রা

গায়িকারা   মাইকেল এচেরুও

অনুবাদ—পৃথ্বিন্দ্র চক্রবর্তী

॥ মা ॥

ব্যর্থ করছি রে মাঘের কনকনে
বরফ ঝড়
এবং ঠেকিয়েছি হঠাৎ দাউ দাউ
শুকনো খড় ॥

॥ মেয়ে ॥

রম্য ঝাঁপি খোলে রঙিন ফাল্গুন
পাখিরা ঠোকরায় শুকনো আঁঠি
কিন্তু পাতা-ঝরা মাঘেই ছ্যাখো আমি
ফসল তুলবার শপথ আঁটি।
মজাই উৎসব, এখনো হয়নিকো
পক্ক বর্তুল কন্দমূল
দিনের তাপ আজ রম্য সুপুরুষ
রাত্রিভর চলে হুলুস্থুল ॥

॥ মা ॥

মলয় এসেছিলো সুদূর সাগরের
অঙ্গ সুশীতল মলয় পবন
মলয় সহচর শমন এসেছিল
ঘুচিয়ে সন্তান দুঃখ দহন ॥

নাইজেরিয়া

জন্মের কান্না   জন পেপার ক্লার্ক

অনুবাদ—গৌরাঙ্গ ভৌমিক

পৃথিবীর ওপরে সান্ধ্য ছায়ার মতো
আমার সামনে বৃত্তায়িত শৈশবের প্রতিধ্বনি,
তিক্ত স্মৃতির মধ্যে ঘিরে যাওয়া
আমার জন্মের তীব্র চিৎকার।
জন্মস্থানের বিশাল অন্ধকার গুহার বাইরে একটি কণ্ঠস্বর,
আমি চিনিনি নিজের বলে।
ভেবেছিলাম, শৈশবের সঙ্গে আশ্রয় পাবো
অচেনার তীক্ষ্ণতায় ফিরে এসে।

হতভাগ্য জাহাজ ডুবো মানুষগুলি
এই অন্ধকার উপকূলে
অনন্ত সমুদ্রের আড়ালে বাতিল।
আর, অন্ধ, আমরা ধরা পড়েছি প্রতিবিম্বের আতঙ্কে;
হঠাৎ এক পলকের দৃষ্টি, আমার দেখার অপরাধঃ

জড়ত্বে নিমজ্জিত মানুষের আত্মাগুলি,
এই অরণ্যদ্বীপের ভাড়াটেরা
ঘুমোয়। তার তীব্র দুঃস্বপ্নে বিস্মৃতিপরায়ণ
আমাদের বক্ষ বিপর্যস্ত করে
অনিয়ন্ত্রিত গতিতে।

সারারাত, কৃষ্ণাঙ্গ আমি ভ্রমণ করি লো-এর মতো
তার দীর্ঘপথের মধ্য দিয়ে, ভেতরে-বাইরে
বিস্ময়কর আবেগে জড়িত হয়ে।
আর, ডাঁশ মাছিদের জন্যে রয়েছে আমার পিঠ,
যন্ত্রণা আর ক্ষতস্থানের চিৎকার যেন বেরিয়ে আসে
আদিমতা থেকে, অশ্রান্তভাবে,
সমুদ্রের অস্পষ্ট গভীরতায় মিশে।
তার নৈরাশ্য এবং পীড়নের প্রতিধ্বনি
আমাকে এগিয়ে দেয়
একটি ছায়ার মতো, দিগন্তের দিকে।

মিশর

প্রেমের স্বরূপ   আব্বাস আলমেহমুদ

অনুবাদ—চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তাকে বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত করেছি,
নিজেকে সত্যের সঙ্গে প্রতারিত করেছি,
তার ভালবাসা নির্ভেজাল, নীরব ও কোমল।
আমি ভীরুর মতন সহস্রবার চেষ্টা করেছি,
অতীতের রুগ্ন দেহ ফেলে রেখে পলায়ন—
হা অদৃষ্ট, অদৃশ্য চুম্বকে আবদ্ধ সত্বা আমার,
সে এই সহজতম সুযোগে আমাকে জয় করেছে,
পরাজিত নায়কের মতন সাম্রাজ্ঞী আমি আজ তোমার।

উগাণ্ডা

এমন কিছু মানুষ   রজত নিয়োগী

অনুবাদ—অমিতাভ আচার্য

সেথায় কিছু মানুষ আছে জেনো
যাদের
কিছু আছে।

যারা
দাঁড়ায় সিংহদ্বারে
এক চুল নড়ে না
এক পাও নড়ে না
        নড়ে না একটু-ও।

এরা সব বজ্রাহত
এরা সব শিলীভূত, স্তব্ধনিথর
সিংহদরোজায়
চুতুষ্কোণের স্তব্ধ সংকেতে
সেথায় এক শোধনযোগ্য আগুন
দরোজার দুই কোণেতে
রয়েছে দুই পথ
        আসা এবং যাওয়া।
এরা এক চুল নড়ে না
যতক্ষণে না মাকড়সার দল
বিষাদঘন লীলায় বোনে বাসা

ওরা কেউ বোঝে না
কোথাও কিছু নেই
না দরজা না ঘর
না কোনও এক শূন্যতা
তারা পথ চলে
তারা পথ চলে
কোথায় পথের শেষ ?
রয়েছে বিষাদ তাদের ছাড়পত্র
এবং আছে বিষম অপমানের
গূঢ়তম দাবী
······কোথায় উত্তর ?
······মেলেনি উত্তর

কেনিয়া

জোয়ার-সম্মুখে   বেরেন্দা নারোন্‌হা

অনুবাদ—বিমান মিত্র

সাগর ঢেউয়ে বাহিত কাঠের টুকরোরমত
সৈকত ভূমিতে বসে আছি
প্রতীক্ষায় বসে আছি, অশ্রুজল তালুতে মুছে
তাড়িত ঝিনুক।
এইভাবে পোহাব সময় ততক্ষণ, যতক্ষণে
জেলেরা গুটাবে জাল, বুঝে নেবে দেনা ও পাওনা,
সমুদ্র পাখিরা হবেনা দৃশ্য দৃষ্টির চোখে
অপসৃত হবে আলো, যাবে মুছে গাঢ় তমসায়।
উর্মির কলরব যাবে শোনা, মৃদুমন্দ ধ্বনির কল্লোল
অথচ গাম্ভীর্য রবে নিজস্ব প্রতাপে।

সময় পেরিয়ে যাবে, এইভাবে প্রতীক্ষা প্রহরে
হাঁটুটি জড়ায়ে রব,
বালিতে ঢুকে যাবে পায়ের পাতারা
চুলেরা মাতিবে খেলায়, সমুদ্র বাতাস মাতিবে তাদের
সাথে নিয়ে।

সিক্ত হবে মুখমণ্ডল, আমি রব প্রতীক্ষায়
পোহাব প্রহর বসে বসে এই প্রশ্ন নিয়েঃ
কেন হয়, কেন হয়, এম্নি রকম?

সামুদ্রিক আচ্ছন্নতা নামিবে আমার সত্তায় সত্তায় তাড়াবে
সন্দেহ এবং ত্রাস্তভীতি, সঙ্কুচিত হবে তারা
স্বতঃস্ফুর্ত নম্র-স্বভাবে।
এইভাবে মহাশক্তির অসীমতার সম্মুখে হাঁটুমুড়ে
নতজানু হব ফলাফল হীনতার তরে।
ক্ষুদ্র বালুকনার মত অথবা তাড়িত বস্তু যেমন
জোয়ার প্লাবনের কাছে পায়না স্বীকার!
আমিও পাইনা স্বীকৃতি, করতলে রেখে ম্লান মুখ
বসে থাকি আমি আকাশ সমুদ্র এবং সজীব পৃথিবীতে।
নিঃস্ব আমি, সমুদ্র ঝিনুকের মতো শূন্য স্মৃতিটুকু।
কিছুই যাবেনা সব রবে, জমাট দানায় বাঁধে
সমুদ্রের নুন
আমার শরীর, লেগে থাকে শরীরে ত্বকে ত্বকে।

ডাকার

আফ্রিকা ডেভিড্ ডিপ্

অনুবাদ—সুভাষ সরকার

আফ্রিকা আমার আফ্রিকা
ইতিহাস-গর্বিত পিতৃপুরুষ বীর যোদ্ধাদের আফ্রিকা
আফ্রিকা যার সেই মাতামহী গান গাইছে
কোন এক দূরবর্ত্তী নদীর পারে বসে এখনো
আমি তোমাকে কিছুমাত্র চিনতে পারিনি
কিন্তু আমার শিরায় তোমার রক্ত প্রবাহিত
তোমার সুন্দর বিবর্ণ রক্ত ঝরে উর্বর হোয়েছে শস্যক্ষেত্র
তোমার পরিশ্রমের রক্ত
তোমার শ্রমের ঘাম
তোমার দাসত্বের শ্রম
তোমার সন্তানের দাসত্ব
আফ্রিকা আমাকে বল
এই কী তুমি তোমার নোয়ানো পিঠ
অপমানের আঘাতে ভঙ্গুর
এবং মধ্যাহ্ন সূর্যের নিচে চাবুকের কাছে নতি স্বীকার কোরে
রক্তিম ক্ষতচিহ্ন নিয়ে অসংখ্য কম্পমান এই পিঠ
কিন্তু একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমাকে উত্তর দিল ঐ গাছ
যে গাছটি অত্যুজ্জ্বল নির্জনে বিবর্ণ সাদা ফুলের মধ্যিখানে
দাঁড়িয়ে আছে

প্রবল শক্তিমান যুবক
এই সেই আফ্রিকা তোমার আফ্রিকা
আবার পুষ্ট হোচ্ছে শান্ত অনমণীয় ক্রমশ
এবং স্বাধীনতার প্রিয় আস্বাদ সমৃদ্ধ এই ফল
ধীরে ধীরে অর্জিত।

ব্রিটেন

ভাঙা ভাঙা ছবিতে   রবার্ট গ্রেভ্‌স্‌

অনুবাদ—হরপ্রসাদ মিত্র

তার মনে জাগে স্পস্ট ছবি, সে দ্রুত ভাবনায় রত ;
আমি মন্থর,—ভাঙা ভাঙা ছবি আমার চিত্তগত।

সে তো স্বাদহীন—স্পস্টতা-বিশ্বাসে ;
আমি চোখা হই টুক্‌রো টুক্‌রো ছবিতে অবিশ্বাসে।

আপন ছবিতে আস্থাগুণে সে প্রাসঙ্গিকতা মানে ;
নিজের ছবিতে সংশয়ে আমি বস্তুরই খুঁজি মানে।

প্রাসঙ্গিকতা মেনে সে হয়েছে তথ্যবশম্বদ ;
তৎপ্রসঙ্গ প্রতিবাদী আমি সন্দেহী তথ্যত !

বস্তুত ত্রুটি দেখলে সে হয় ইন্দ্রিয় সন্দেহী ;
আমি সে রকম ঘটলে নিজেরই ইন্দ্রিয়বোধে রহি।

স্বাদহীন যতো স্পস্ট ছবিরই চিত্রী সে থেকে যায় ;
আমি ধীরগতি আছি ভাঙা ভাঙা ছবির তীক্ষ্ণতায় !

তার মনে ঘটে বোধের নতুন শৃঙ্খলহারা ভাব ;
আমার মনের সংশয়ে দেখি নতুন অর্থপাত।

হল্যাণ্ড

জেরিকো গেরিট আকারবার্গ

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন মৃত্যু ও তার সঙ্গীরা আমার কাছ থেকে
দূরে সরে যায়,
আকাশ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল
আমারই আগুনের ধর্মযুদ্ধের শিখায় ঃ
ও আলোর বধূ, ওই আগুন
তোমার বসবাসের সাম্রাজ্য জয় করতে চায়।

অন্ধকার ছিঁড়ে সূর্য জেগে ওঠে,—
তোমার রক্তে রঙ্গীন—
তোমার শহরের চার পাশের উঁচু দেয়ালের বিরুদ্ধে
দুঃসাহস শব্দ বা ধ্বনিকে বেজে উঠতে সাহায্য করছে
যতক্ষণ না দেয়াল ধ্বসে যায়।

যুগোশ্লাভিয়া

অসমাপ্ত-তাসখেলা সেডোমির মিনডারোভিচ

অনুবাদ—তরুণ সান্যাল

তোমার বারান্দায়—খাটো ফণীমনসার বাগান
তোমার হৃদপিণ্ডে,—শর্তাধীন গিঁঠজড়ানো·পরগাছা লতায়
কেন না সকল সর্ত সাপেক্ষতা জট পাকানো
কিছু তিক্ত·হুইস্কিতে
কণ্ঠ বহে নামে
যায় চেতনায়
আগামী বছরগুলি
বিগত বছরগুলি ধরে

তবু খুলে ধরা ভালো হার্ট করে
কিন্তু ঐ হৃদপিণ্ডে নয়
ঐ সর্তাধীনতায় নয়
তবু খুলে ধরা ভালো সব তাস
সুন্দরী নারীরও জন্যে
এবং যেখানে নেই আমুদে জোকার
না যেখানে আমুদে জোকার নেই
খাটো ফণীমনসা পার হয়ে
গিঁঠ ওঠা হাজার পরগাছা লতা·পার হয়ে যেতে
বারান্দায়, যেতে

টেবিলের দিকে, যেতে
আপাত অনীহ এই আমার হাতের অঞ্জলিতে।

তবু কারো খুলে ধরা ভালো
পোতাশ্রয়
আমাদের সম্মুখের
কালহীন বারান্দার দৃষ্টির সম্মুখে
ঢের আগে যে সব গোটানো পাল।
বৃষ্টি পড়ে।
মৌসুমী বাতাস
কাল স্তব্ধ হয়ে আছে
কোনখানে শাদা তপ্ত হিমালয়ে পন্থহীনতায়
কোনখানে লাজুক সপ্তাহ শেষে—কারো সঙ্গে ছিল
এ সব কবিতা।

আবার হুইস্কি দাও এক

আবার হুইস্কি দাও একবার, কেন না আমুদে সেই
জোকার আসে না কোনোখানে

হুইস্কি
অশেষ বৃষ্টির
তপ্ততার জন্য
হুইস্কি
হারানো বন্দরে সব গোটানো পালের জন্য
হুইস্কি
সর্তময় পরগাছা লতার জন্য
হুইস্কি
কবিতাগুলির জন্য

হুইস্কি
সুন্দরী নারীর জন্যে
ওহ্,
কার যেন ছিল কিন্তু ছিল না রবে না
ঐ তাস খেলা
ও হৃদয়
খাটো ফণীমনসার বাগানে
শক্ত জরদ্গব ঐ পরগাছা লতায়, লিয়ানায়,
ওহ্,
যেন কার ছিল কিন্তু ছিল না রবে না
ঐ তাসখেলা
আমার আগামী সব বছরগুলির
আমার বিগত সব বছরগুলির
বৃষ্টি
বৃষ্টিধারা।

কোথাও জোকার নেই
হিমালয়ে শাদা তপ্ত পন্থহীনতায় কোথা আছে সে জোকার
আমার বাল্যের ফুটে ওঠা আকাশিয়া বৃক্ষতলে
কোথা আছে সে জোকার
ঠোঁটে তার মাউথ অর্গান
অথবা মন্‌স ফ্রাঙ্কোরাম পাহাড়ের খাঁজে আছে
ঠিক যেন আমি কতদিন আগে
বিপুল রহস্যময় মারগুয়েটা ফুল তুলছি, ফুল
জোকার কোথাও দূর বুলেভারে
চৌঘুড়ি গাড়িতে

রং বেরং আঙ্রাখায় পাউডার ছড়িয়ে
চলে যায় দোকানের জানলা পার হয়ে
জিপসী নাচা দেবশিশুদের সঙ্গে, যায়
সর্তাধীন কফিনগুলির সঙ্গে
সে জানে যা জানে।

ওহ্,
কেউ যেন না খুলে দেখায়
না খুলে দেখায় যেন তাসগুলি
হৃদয়ের উপরে, বা
সর্তসাপেক্ষতার উপরে, কিংবা
ফুটে ওঠা আকাশিয়া ফুলের ভিতরে, কিংবা
পাউডার ছড়ানো আঙরাখায়
আরো কক হুইস্কি, বন্ধু হে
আরো এক হুইস্কি লাগাও

তোমরা সবাই
চমৎকার বজ্রাহত উষ্ণীষ চৌদিকে ঘিরে যারা
আমুদে জোকার শুয়ে আছে ঠিক আমাদের এক ধাপ দূরে
বন্দরে
বৃষ্টিতে
নগ্ন পায়ে
জলে তার মাথা
ভগ্ন করোটিতে রয়
যে ছিল এবং আর নেই।

একক আমার শুধু জানতে হবে ঐ
আমুদে জোকারটিকে

পাউডারে আবৃত সর্তাধীন আঙ্ রাখা
তোমাদের হৃদপিণ্ড
আমাকে প্লাবিত করে বেড়ে ওঠা পাপড়িগুলি
বারান্দার ঊর্ধ্বে
বন্দরের ঊর্ধ্বে বৃষ্টিধারে
মৌসুমী বায়ুর ঊর্ধ্বে
হিমালয়ে তপ্ত শুভ্রতায় পন্থহীনতার ঊর্ধ্বে
জীবনের তাসখেলা—তারও ঊর্ধ্বে
একক আমারই শুধু জানতে হবে
সে যে ছিল আর আজ নেই।

স্পেন

শরতের গান রুবেন ডারিও

অনুবাদ—শিবেন চট্টোপাধ্যায়

যখন আমার ভাবনা ছুটে চলে তোমার পিছনে, ছড়ায় মধুর গন্ধ
তোমার আশ্চর্য চোখ আমার চিন্তাকে করে—গভীর—গভীর
তোমার নরম পায়ে এখনো ছড়ানো আছে সমুদ্রের ফেনা
তোমার ঠোঁটের কোনে পৃথিবীর সব সুখ স্নিগ্ধ সুনিবিড়।

যে প্রেম পিছনে স্তব্ধ : সেও এক রূপকথার যাদু
চিন্তার জলেতে আনে সুখ দুঃখ হাসির জোয়ার
কিছুক্ষণ আগে আমি লিখেছি একটি নাম তুষারের বুকে
আমার প্রেমের নামে রেখে গেছি বালুতটে দৃঢ়অঙ্গীকার।

জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে যুবক যুবতী দল যে সবুজপপলার বনে
বাতাসের রঙ মেখে সেখানে হলুদ পাতা ঝরে টুপটাপ
এবং মেঘলা মদে ভরে থাকা শরতের নীল পেয়ালায়
ছড়াবে গোলাপ ফুল, বসন্ত বাতাস পাপড়ি উজ্জ্বল আশায়।

গ্রীস

পৌরানিক কাহিনী থেকে জর্জ সেফেরিস

অনুবাদ—অরুণাভ দাশগুপ্ত

এই পাথুরে মাথা হাতে নিয়ে আমি জেগে উঠেছি,
কনুই ভেঙে পড়ছে ভারে, অথচ
একে যে কোথায় নামিয়ে রাখবো জানিনা।
ঠিক স্বপ্নভঙ্গের মুখেই
সে আরেক স্বপ্নের পায়ে পায়ে নেমে আসে
এই ঘোর আচ্ছন্নতাকে আমি এড়াতে চাই, কিন্তু পারি না।

আমি তার না-খোলা-না-বোজা চোখে চোখ রাখি,
তার অস্ফুট অথচ উদ্‌গ্রীব মুখে ছুঁড়ে দেই আমার সংলাপ,
তার গাল ছুঁতে না ছুঁতেই
সে আমার অস্তিত্ব জুড়ে নাড়া দেয়,
সর্বস্ব খুইয়ে দেখি,
আমার আপাত-অদৃশ্য হাত ক্ষত বিক্ষত হয়ে
আবার ফিরে এসেছে।

অষ্ট্রিয়া

সর্পিল ছোট·পথগুলি হ্যারিয়েট রোলাণ্ড হোস্ট

অনুবাদ—উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

আঁকাবাঁকা ছোট পথগুলি
জলাভূমি পার হয়ে হয়ে
ঠিকানা নির্দিষ্ট করে
হতভাগ্য মানুষের ঘর
মানুষেরই যত্নে গড়ে উঠে
যারা চির ব্যথার প্রতীক।

ক্ষুধিত ভেড়ার দল ঘোরেফেরে এই জলাভূমে
অথবা সবুজ শস্য
মৃদুমন্দ ঝর্ণার পাশে
এমন যে নবতর পথে
তারা সব চলে যেতে চায়
ক্লান্ত মেষপালক আর কুকুরের চোখে
নেমে আসে গাঢ়তর ঘুম !

ক্ষুধিত ভেড়ার মত এইসব নিঃস্ব মানুষেরা
আপন ঘরের কোনে নির্বাক স্বপ্ন গড়ে তোলে
রূদ্ধপথে ধাক্কা খেয়ে
প্রায়শঃই স্বপ্ন ভেঙে গেলে
দারিদ্র্যের অন্ধকারে

পথ ঘুরে ফিরে আসে শেষে।
এইসব বাসাগুলি এইসব ছোটো ছোটো পথ
চলে গেছে জলাভূমি ছেড়ে
বহুদূরে নতুন সে মাঠে
বড় আপনার সেই
দারিদ্র্যের পরিচিত ঘরে।

বিষণ্ণ নিষ্প্রাণ রিক্ত নির্বাক জলাভূমিগুলো
ক্রমশঃ মিলিয়ে গেছে
সুদূর সে সমুদ্রের মাঝে
এবং সমুদ্র ছেড়ে নিঃসীম নীলিমার পারে
চিরায়ত হতাশ্বাস ক্ষুব্ধ সে মানুষের মনে
মিশে গেছে গভীর আবেগে।

গ্রীস

একটি প্রেমের দুটি কবিতা ও ডিসিউস এলিটিস

অনুবাদ—কৃষ্ণ ধর

তোমাকে যখন দেখিনি, তুমি ছিলে আলো
প্রেম আসার আগে, তুমিই ছিলে প্রেম
আমার চুম্বন যখন আবিষ্ট করল তোমায়
তুমি হলে নারী

ভালোবাসা
দ্বীপ ঘেরা সমুদ্র
ফেনপুঞ্জের ওপর মাথা উঁচু করে আসে
তার স্বপ্নের সিন্ধু সারস
সব চেয়ে উঁচু মাস্তুলের ডগায়
একজন নাবিক
হাওয়ার মুখে উড়িয়ে দিল একটি গান।

ভালবাসা,
তার গান,
তার সমুদ্র যাত্রার দিগন্তরেখা
এবং ঘরে ফেরার আকুলতার প্রতিধ্বনি
একটি পাহাড় চূড়ায়, ভিজে-গায়ে
মেয়েটি
প্রতিক্ষা করছে একটি জাহাজের।
ভালবাসা

তার জাহাজ
এবং গ্রীষ্মদিনের খেয়ালী ঝড়
তার আশার ভেলার মতো
ঢেউভাঙার ক্ষীণ শব্দের ওপর একটি দ্বীপ,
একটি দ্বীপ
দোলা দিচ্ছে তার ঘরে ফেরার মুহূর্তগুলোকে

রুমানিয়া

স্বীকৃতি জিও ডুমিট্রেস্‌কিউ

অনুবাদ—নির্মল দত্ত

আমার হাত ধর,
পথ নির্দ্দেশ কর—
বিপদে হোক্ আমার সঞ্চার।
আবিল আমার দৃষ্টি
অসীমের মাঝে—
সন্দেহের সবুজের আনাগোনায়
আলো আধারের লুকোচুরি
এখন—এখন
ক্রমশঃ ফ্যাকাসে।
বিক্ষুব্ধ হৃদয়কন্দরে
আর্ত্তনাদ ওঠে লাঞ্ছিতের,
মাথা কোটে নিঃশব্দ যন্ত্রণা
ভেসে আসে অসির ঝঞ্ঝণা
বেদনার্ত্ত বিষুলার আকুলতা ......।
হতাশা বিধ্বস্ত এই জীবনের
সর্পিল ধুলিধূসরিত সোপান শ্রেণীর ধাপে ধাপে
অন্ধকারে উত্তরনে—
অসম অশ্রুকণা হৃদয় নিঃসৃত,
মুক্তির লগ্ন এনে দিল হাতের মুঠোয়

ঘোষিত হ'ল তোমার জয়বার্ত্তা।
সংকুচিত ললাটরেখায়
যেন অনুভূত হয়
হতভাগ্য আমি চিনি নি তোমায়
মহত্তর উপলব্ধি নিবিড় পরক্ষে
বলে ওঠে অবিশ্বস্ত ওই আলো
নেভাও নেভাও—
প্রতারনা বাজন্ত্বের শেষে
শান্তি আর ভালোবাসা দাও
বিশ্বাস গাঢ়তর হোক—
মানুষে মানুষে ॥

রাশিয়া

স্কুটার বেলা আখমাতুলিনা

অনুবাদ—মনীন্দ্র রায়

ছুটে যাচ্ছে স্কুটার, আমি দেখছি বসে ;
বুকের মধ্যে ঈর্ষাক্রমে জাগায় সাড়া !
তীব্র দুচোখ লাল হয়ে যায় কী আক্রোশে,
গ্রীষ্মদিনের বৃষ্টি যেন অশ্রুধারা।

তন্বী মেয়ে বিজয়িনীর হাস্যমুখে
চালকটিকে জড়িয়ে বসে পেছন থেকে।
আমার মতো স্লথগতির এ শম্বুকে
জরদ্গবের চিত্র সে কি যায় না দেখে।

বিদায় ! তবে যাও ছুটে ঐ চির শ্যামল
শিখর দেশের উজ্জ্বলতার পাল্লা দিতে,
অলজ্জ ঐ জানুতোমার হায় কী উতল
যমজ দুটি ইন্দ্রধনুর বর্ণালীতে।

জামার নিচে মঞ্জুরিত তনু তোমার
ফুলের ভারে উচ্ছলিত ফুলদানি সে।
কণ্ঠে আমার গুমরে ওঠে কোন হাহাকার,
বুকের থেকে উৎসারিত কোন গ্লানি সে।

হায় কি নরম সুর যে তুমি যাও ছড়িয়ে !
হায় কি সরল স্বতস্ফূর্ত ঐ আবেগ।

এই যে আমি দাঁড়িয়ে স্থাণু শরীর নিয়ে,
উল্টোপাকে বাঁধবে সে কি তোমার ও-বেগ

দোলনা তোমার উঁচুর দিকে চলছে ছুটে,
মাথা ঘোরার চিন্তা আমোল দিচ্ছে কে ?
অন্যদিকে দোলনা আমার পড়ছে লুটে
অংগ নিয়ে ঘরে ফেরার ইচ্ছে কি !

সকল রকম শব্দ যখন যায় মরে
দূরে তোমার গতিচ্ছন্দ যায় শোনা ।
ভারী পায়ের চলা আমার নড়বড়ে,
ডানায় তোমার স্বপ্ন শ্যামল জাল বোনা ।

বাড়াও গতি ! দাঁড়াই আমি প্রতীক্ষাতে ।
ইচ্ছা সুখে বাক্যঝরাও ! স্তব্ধ আমি
পুষিয়ে যাবে এই রকমেই আমার সাথে
ফুর্তিঝরা হয়তো তোমার ও পাগলামি ।

পোল্যাণ্ড

সে আমার ভাই   অ্যাণ্টনি স্লোনিমিস্‌কি

অনুবাদ—গৌতম সেনগুপ্ত

এই সে মানুষ যে ভুলেছে আপন পিতৃভূমি
যখন চেক রক্তের ঝর্ণা সে শুনেছে—
যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি ভ্রাতৃত্বের অনুভবে
নরওয়ের মানুষের বেদনার অংশে নিয়ে

যে ইহুদী মায়ের সাথে তার হাত পাকিয়েছে—
দুঃখে এবং আনত হয়েছে তাঁর উপরে তাঁর বিনষ্টে
যে রাশিয়াবাসী, রাশিয়ার পতনে ও রক্তপাতে
এবং উক্রাইনের জন্যে কান্নায় উক্রাইনবাসীদের সাথে

এই মানুষ যে সকল সহানুভূতির আত্মা
ফরাসী, যখন ফ্রান্স বন্দীদশায়—
এবং গ্রীক, যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত শীতে ও ক্ষুধায়
সে আমার ভাই—মানুষ। সে মানবতা।

সুইডেন

উন্মুখ   দাগ হ্যামারশীল্ড

অনুবাদ—জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

দুজন রক্ষীর মাঝে
সে এলো
রৌদ্র স্নানে কৃশতর
যেন একটু ঝুঁকে পড়েছে
নিজের সবলতার লজ্জায় ;
মুখ খানি সটান
কিন্তু তবু দেখাচ্ছে শান্ত।

উত্তরীয় খুলে
দেয়ালের গায়ে
সটান দাঁড়ায়
মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

সে আমাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি
নিজের মৃত্যুর সঙ্গে
তার মোকাবিলা
নির্ভয়ে।
আমার চিন্তা তার জন্য নয়।

আমার ভয় কি
আমার নিজের
এমনি করে ধ্বংস হবার
নির্মম প্রবৃত্তির জন্য ?
না কি আমার
অন্তরের গভীরে
আছে একজন
সে বন্দুকের
ঘোড়া টিপতে উন্মুখ

সিসিলি

বৃষ্টির রঙ   সালভাতোর কোয়াসিমোদো

অনুবাদ—তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি বলেছিলে ঃ মৃত্যু, নৈঃশব্দ, একাকীত্ব,
ভালোবাসার মতো, জীবনের মতো।   আমাদের
মস্তিষ্কপ্রসূত ছবির মতো।

প্রত্যেকদিন সকালে হালকা বাতাস ওঠে
সময়ের বুকে বৃষ্টি আর লোহার দাগ,
পথের বুকে
আছড়ে পরে আমাদের হতাশার গান।

সত্য এখনও বহুদূরে।

হে ক্রুশবিদ্ধ মানুষ, বলো,
হে রক্তাক্তহস্ত মানুষ, বলো,
এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবো ?

চোখে শেষ ঘুম নামবার আগে বলো।
ঝড় ওঠবার আগে বলো।
ফুল ঝরে যাবার আগে বলো॥

জার্মানী

শয়তান কবি গ্যুন্টের গ্রাস

অনুবাদ—কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

বিরাট এই গৃহ—
যেখানে নর্দমাসন্ধানী ইঁদুর,
আর আকাট স্পর্ধ কপোতদের বাস—
আমি থাকি, ভাবি থাকি।

রাত করে ফিরি,
দরজা খুলি চাবি দিয়ে
এবং লক্ষ্য করি,—যখন আমি চাবি হাতড়াই—
আমার একটি চাবির দরকার
নিজের বাড়িতে ঢুকবার জন্য।

আমি বেশ ক্ষুধার্ত থাকি, তাই
হাত দিয়ে, তৃপ্তি করে,
কিছু মুরগীর মাংস খাই
এবং লক্ষ্য করি,—যখন আমি খাই—
আমি একটি মুরগী খাচ্ছি
যেটি মৃত, সবে, ঠাণ্ডা।

তারপর কুজো হয়ে
জুতো খুলি
এবং লক্ষ্য করি,—যখন খুলি···

আমাদের জুতো খুলতে গেলে
কুঁজো হওয়া দরকার।

কোনাকুনি শুয়ে থাকি,
শেষ সিগারেটে টান মারি,
এবং অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারি
কে-যেন হাতের ডৌলে
ছাইদান বানাচ্ছে
আমার ঝাড়া ছাই লুফে নেবার জন্য।

রাত্রে শয়তান আসে
হাতের ডৌলে বানায় ছাইদান।
আমার ছাই দিয়ে সে দাঁত মাজে,—শয়তান
আমরা তার হাঁ-য়ে পা দেব কোনদিন।

রাশিয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইয়েভগেনি ভিনোকুরভ

অনুবাদ—বিমল চন্দ্র ঘোষ

॥ এক ॥

পৃথিবীতে অন্য এক সঙ্গীতের
সুরধ্বনি আছে
যে সুর ক্ষরিত হয় অভাবিত
উৎসলোক থেকে
তিনিই রবীন্দ্রনাথ—সন্ধানী হৃদয়
যাঁর চির-উন্মোচিত
আঙুল ছোঁয়ানো যাঁর সময়ের
স্পন্দিত নাড়িতে।
ধ্যানে যাঁর এ জগৎ সুশৃঙ্খল
শোভাযাত্রা যেন
কিন্তু সবই বস্তুসিদ্ধ গতিময়
পরিচ্ছিন্নাকার,
এবং প্রচণ্ড এই জাগতিক ঝড়ের
উচ্ছ্বাসে
পোশাক কুঞ্চনকম্প্র, মাথার বিস্রস্ত
কেশভার!

আমি দেখি—ছায়াচ্ছন্ন দূরপথে
অগ্রগামী তিনি
বিদায়কালীন শব্দ শিখায়িত
তাঁর দুই চোখে,
নগ্নপদে সুপ্রাচীনা এ পৃথিবী
পরিক্রমা শেষে
জ্যোতির মশাল যিনি রেখেছেন
স্মৃতিহীন দীপ্ত ঊর্দ্ধলোকে ॥

॥ দুই ॥

প্রকৃতি, হৃদয় থেকে তোমাকে কি
ফেলে দেবো দূরে,
অথবা মেশাবো আর জ্বালাবো কি
আমার এ সেতু ?
আমার অর্ধেক সত্তা তোমারই তো,
জানাই তোমাকে
অসীম অস্তিত্বে তুমি উপলব্ধি
করো এর হেতু।
প্রকৃতি, তোমার বুকে আমাকে
ফিরিয়ে নাও তুমি
এবং ধারণ করো, হে নিসর্গরমা,
পুনর্বার,
ঝরাও আমারি জন্য লবণাক্ত অশ্রু-
জল যেন
মনে হয় তুমি এক অসঙ্গতি
আপন সত্তার ॥

আমাকে দেখতে দাও শাড়ি পরা
অনিন্দ্য কুমারী
পায়ে হেঁটে পার হয় নদী। যার
অভ্রনীল জল,—
টোল পড়া জানু তার, যেন এক
সুপক্ক আপেল
দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত সচকিত
লাবণ্যে উচ্ছল।
কিন্তু এই অনন্ততে অবিরাম
চূর্ণ হতে হতে
হে রবীন্দ্র! কোনদিনও আমি কি
হবো না পূর্ণ আর
প্রকৃতিতে মিশে আছি, প্রকৃতির
নই আমি কেউ
এই দ্বৈত সীমানায় আত্মদ্বন্দ্ব
অশান্ত আমার।

চেকোশ্লাভাকিয়া

ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে অন্দ্রেজ প্লাভকা

অনুবাদ—দক্ষিণারঞ্জন বসু

এখনো কাতর চোখ, চঞ্চল উদ্যম
আর যত কম্প্র অনুভব,
বেদনায় ভেঙে-পড়া তরুণীর মতো
ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ নীরব।

এখনো শঙ্কিত আমি সেথা যেতে
সহকর্মী যেখানে শিকার,
সন্ত্রাসে আমায় ঘিরে পঙ্গু-ক্ষত
গবাদির ভয়ার্ত চিৎকার।

ধ্বংসস্তূপে ক্রমে যেই থেমে আসে
দস্যুদের বিকট গর্জন,
ধোঁয়া মিলে যায় আর ভগ্নশাখ
বৃক্ষতলে শান্তির বর্ষণ।

এখন সেখানে যাব তাদের জানতে
আমার মতোই যারা বেঁচে,
সেকালের নারীদের নারকীয় যন্ত্রণার
কথা মায়েরা যা বলে গেছে।

আমরা দু-তিনে মিলেই রেখে যাবো
মানুষের সত্য পরিচয়,

মুক্তির চারা বুনে লাঞ্ছিত এ জগৎ
করে যাবো চির-প্রাণময়।

খোলা ঘরে এ হৃদয় সহজ স্বাধীন—
সাথী হয়ে একত্রে সেখানে,
কঠিন দুঃখের সাথে মিলে পথ চলা
মৃত্যু ও প্রেম অনুষ্ঠানে।

আত্মারে নির্মল করে অশ্রু ধুয়ে মুছে
দস্যুতার ধুলোবালি যত,
যে সব হৃদয় নয় নির্মিত লোহার
জং থেকে থাকেই অক্ষত।

হাত খানি দাও বন্ধু, তার সাথে
অন্তরের সমস্ত উত্তাপ,
সোজা হয়ে বলো তুমি স্বর্গপথিক• কিংবা
টানে তোমা নরকের পাপ ?

গ্রেটব্রিটেন

দিবা-বিভাবরী স্টিফেন স্পেনডার

অনুবাদ—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমি অন্ধকার ভেঙে পাঞ্জল দিবসে চলে যাব,
এই এক প্রতিজ্ঞা আমার।
আমার শব্দেরা যেন নিশীথে চতুর মতো ; তারা
আলোর কেন্দ্রকে খুঁজে ফেরে।
আমার কর্মের সীমা দারুন আক্ষেপে
দূরে প্রসারিত ; তবু মিলিত চেষ্টায়
তারা অন্ধকারে যেন বেঁধে দিতে চায়
সেই পথ, যা আমাকে পাঞ্জল দিবসে নিতে পারে।

অথচ প্রাঞ্জল সেই দিনকে তাড়িয়ে
আমার আঁধার আমি রক্ষা করব, এই এক প্রতিজ্ঞা আমার।
আমার শব্দেরা যেন লাজুক চক্ষুর মতো, তারা
আলোয় মীলিত হয় দুর্বোধ আঁধার ভালোবাসে।
আমার শব্দেরা যেন দারুণ আক্ষেপে
বিরোধী সীমায় নিয়ে ভেঙে দেয় শৃঙ্খলার পথ।
কেন্দ্রকে এড়িয়ে তারা বৃহত্তর বাইরে ঘুরে মরে।

এই অন্ধকার থেকে আলোকের কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে নিতে গিয়ে
যখন পরাস্ত আমি, তখনই প্রকট হয় অশক্তি আমার।

অথচ পালাতে গেলে পথের কঠিন
বলয় সহসা তোলে বাধা।
এ-মুখে আলোর রশ্মি পড়ুক, অথবা
আমার নিজের দৃষ্টি থেকে পালিয়ে ফিরুক,—
কেন্দ্র ও পরিধি, দু-ই অশক্তির প্রতীক আমার।

এ কী যুগ পরিচয় প্রতিজ্ঞার, অশক্তির! এ কী
দারুণ তরঙ্গে আজ আমার শব্দেরা মাথা কাটে।
ঘূর্ণিত আঁধারে একী দারুণ উন্মত্ত পলায়ন!
এ কোন্ ভীষণ আলো খুঁজে ফেরে মুখশ্রী আমার।
এ কোন্ ভীষণ রাত্রি আতঙ্কে আমাকে ঢেকে রাখে!
অথচ প্রতিজ্ঞা জ্বলে; সমস্ত আতঙ্ক দুর্বলতার পিছনে
জ্বলে সুবিশাল সূর্য, সিলুয়েট চিত্রের মতন।

ওই সূর্য, অন্ধকার থেকে যে নির্মান
করে দিন, আমি তাকে গ্রহণ করার জন্য ক্রমেই প্রস্তুত
হয়ে চলি। যেন অন্ধকার
থেকে আলো ছোটে, আর আলোর ভিতর থেকে ভীষণ আঁধার
ছুটে যায় কালোয় শাদায় গড়া সামগ্রিক শূন্যতার দিকে।
আমার জীবন এই বিশ্ব যেন একসূত্রে মনে বেঁধে নেয়
আঁধার একটু আলো। মিলন ঘটিয়ে তবু বিশ্লেষ করে সে
পঙ্কিল দিনের থেকে আঁধারের সত্তা আমার।

সুইডেন

স্বপ্ন লার্স গুস্টাফসোন

অনুবাদ—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্বপ্ন দেখলাম আমি বাগান থেকে বাগানে সাইকেল চালাচ্ছি
আর তারা গতিরূপময়—শহরতলির ছাউনি
স্বপ্ন যেন নিজেই শৈশব, কিন্তু অনিঃশেষ

অবিকল বসন্তের মতো, খুব অনিঃশেষ
দৃঢ়তর চৈতালির প্রতিশ্রুতি রাখে যা অলীক
আলোর শিহর শুধু, সবুজ পাহাড়, আরো সবুজ সময়.

কে যেন আমাকে বলল ঐ তো সকল এসে গেছে
শিশুদের কলধ্বনি বেড়ার কিনারে বেজে ওঠে।
এসে গেছে এত কাছে তবু কী অলীক অসম্ভব !

আইসল্যাণ্ড

অনুভূতিমালা [অজ্ঞাত কবি]

অনুবাদ—শান্তনু দাস

…দীর্ঘপথ পাড়ি দেয় যে মানুষ, বুকে নিয়ে অনুভূতিমালা
স্মৃতিময় যা কিছু অতীত গৃহ কোণে'
মুর্খ সে, উপহাসাস্পদ—যার এক মানে
যখন সে এসে বসে পথপ্রান্তে একা ॥

কখনো মানুষ তার প্রকার আলোকে হয় দাম্ভিক প্রবর—
বড় সচেতন হয়, অনুভূতি নিয়ে, স্বয়ং কুটিরে রাখে পা,
কারণ তা নিয়ে সে বিচক্ষণ, আবরণে ঢাকা—
দুর্ভাগ্য শিখর থেকে নেমে ॥

মানুষ কখনো ঃ
বিবেকের খনি থেকে যা পায় এবং পেতে পারে
তাই নেয় দেহের আধারে ;
সেই পাওয়া ঢের রমনীয়,
কারণ মানুষ খুঁজে পায়না কখনো
বিশ্বস্ততর কোনো জন……

ফিনল্যাণ্ড

সম্রাট   পাভো হাভিক্কো

অনুবাদ—শিশির ভট্টাচার্য

নাম করতেই, এই তো
দেখা দেবেন সম্রাট তোমায়
সম্রাট—পূর্ণ মর্য্যাদায়

এখন শীতকাল কিনা—
সম্রাটকে একাকীই দেখতে পাবে
আমার কথা মতো

যেমনি আঁধার নামে
সম্রাটের ভাব মূর্তি
স্পষ্টতর হয় ক্রমশঃই

সম্রাটের ভাবমূর্তি
সন্ধ্যা নামছে……

ঈগলের চোখের তারার মতো
প্রান্তরের ঢালু বেয়ে ঘন ঝোপ
গভীর শুস্কতা শাখাগুলির

এবং সম্রাট
একাকী—
স্পষ্টতর

তাঁর শিকার গৃহে
শীতের শৈত্যাবাসে

অন্ধকার স্পষ্টতম
একমাত্র তিনিই

ভাবনাটুকু, পাখিটা, পেঁচাটা
তোমার অন্ধভাবনাটাও দেখতে পায় তাঁকে
এই মুহূর্তেও
অন্ধকারে
সম্রাট—

ভুল বাৎলেছি তোমায় আমি
পর্বতের সানুদেশে দাঁড়িয়ে তুমি
এই শীতের তাল পাতার ফাঁক দিয়ে
কোন এক সম্রাটকে দেখতে চেষ্টা করছো।
অস্তিত্বই যার নেই

তবুও চোখ বুঁজেবে তুমি যেই
আবার দেখবে তাঁকে
ভাবমূর্তি তাঁর স্পষ্টতর আরো

ভুল বলেছি তোমায় আমি
চোখ খোল এবার
আমার কথা শুনোনা

সাম্রাজ্য তোমার হৃদয়েই
সেখানেই তার শক্তি

সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে আবার ধ্বংসও হয়।
চোখের ইশারাতেই কেবল

আর মৃত্যু হয় তার
চোখ খুলবামাত্রই

আলবানিয়া

কলঙ্কগাথা   মিগ্‌জেনি

অনুবাদ—শিশির ভট্টাচার্য

কোন এক পাণ্ডুর সন্ন্যাসিনী, আরও অনেকের পাপের সঙ্গে
আমার পাপগুলিও যে তার শ্রান্ত কাঁধে বয়ে নিয়ে যায়,
মোমের মতো কাঁধে তার, কোন এক দেবতার চুম্বন নিয়ে
আমার সম্মুখ দিয়ে পলায়ন পরা দেবদূতীর মতোই চলে গেল !

পাণ্ডুর এক সন্ন্যাসিনী, সমাধি প্রস্তরের মতোই যে শীতল,
ভস্মীভূত আকাঙ্খার মতো ধূসর চোখে
রক্তাভ পাতলা ওষ্ঠাধরে—যেন একজোড়া ফিতে দিয়ে তার কান্নাকে
বেঁধেছিল,
আমার স্মৃতিতে তার ভৌতিক ছাপ ফেলে চলে গেল।

প্রার্থনা থেকে (ব্যঙ্গ নয়) সে উঠে আসে এবং প্রার্থনাতেই সে ফিরে যায়
তার চোখে, তার ঠোঁটে, আঙুলে, ঘুমন্ত প্রার্থনাগুলি—
তারই প্রার্থনা ছাড়া কে জানে কেমন হয়ে যেতো পৃথিবীটা,
কিন্তু তবুও, প্রার্থনা তার পৃথিবীকে বাঁচাতে পারেনি।

পাণ্ডুর সন্ন্যাসিনী ! সাধুদের প্রেমে শিখার মতোই বেদীর ওপরে
তাদের সম্মুখে আনন্দে নিজেকে দহন করো, উন্মোচিত করো,
ঈর্ষা করি আমি সেই সব সাধুদের······
আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো না তুমি, নরকের ভেতর দিয়েই আমি
সাঁতরে যেতে চাই।

আমি এবং তুমি হে সন্ন্যাসিনী, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের
আকর্ষণের মাঝামাঝি একই দড়ির দুটি প্রান্ত,
দ্বন্দ্ব কঠিন, কে জানে কে জেতে,
টান পড়েছে দড়িতে এবং মানুষের ভেতরে সংঘাত চলেছে

তুরস্ক

তুমি আমার দেশ   নাজিম হিক্‌মৎ

অনুবাদ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তুমি মাঠ
        আমি ট্রাক্টর
তুমি কাগজ
        আমি টাইপ রাইটার
বধু আমার
        আমার সন্তানের জননী
তুমি গান
        আমি গীটার।

*   *   *

আমি সিক্ত প্রায়
        উষ্ণ
        ঝড়ো হাওয়ার সন্ধ্যায়
বন্দরে ভ্রাম্যমান তুমি নারী
বাতি জ্বলা—ওপারে তোমার দৃষ্টি

*   *   *

আমি জল
        অঞ্জলি ভরে তুমিইতা পান করো।
আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই
জানালা খুলে তুমি-ই আমাকে ডাকো

*   *   *

তুমি চীন

আমি মাও-সে-তুঙের বাহিনী।

তুমি ফিলিপাইনের চতুর্দশী বালিকা

এক মার্কিনী খালাসীর কবল থেকে

আমি তোমাকে রক্ষা করেছি।

*   *   *

এক পাহাড়ের চূড়োয় তুমি আনাতোলিয়ার

একটি গ্রাম

তুমি আমার সবচেয়ে রূপবতী

মহিমান্বিত নগরী

তুমি আর্ত-চিৎকার,

আমার দেশ।

*   *   *

যে পদচিহ্ন তোমাকে খুঁজছে

সে তো আমার-ই।

পর্তুগাল

ঠাণ্ডা মুখগুলো ওনোর্সমো সিলভিয়েরা

অনুবাদ—তরুণ সেন

আমাদের নিষ্ফল আপার বালুঘড়িগুলো
অবিশ্বাস জমে
বন্ধ হয়ে গেছে—
রক্তাক্ত যন্ত্রণার স্মৃতিগুলো
প্রখর উজ্জ্বল—প্রতিবাদে—
আমরা দুহাত তুলেছি—

যারা মরতে চায় নি
তাদের অশ্রুময় আর্তনাদ—
সময়ের সুগভীর কূপে
প্রতিধ্বনি তুলছে এখন

যে সব রমনী
মিথুন ক্রীড়ার লগ্নে হঠাৎ বিছানা ছেড়ে
উঠে পড়েছিল
তারা গর্ভে বীজ নেবে বলে
এখন উন্মুখ
কামাতুর কুকুরীরা দূরের সঙ্গীর চীৎকারে
কেঁপে উঠছে—

দিগন্তের মায়াবী সীমার পর পারে
সকালের স্বপ্ন মাখানো ক্যানভাসে
যবের শীষের মত
ফুটে উঠছে শিশুরা

শামুকের খোলসের মত
আমাদের মুখগুলোয়
গর্জন ছুড়ে দিচ্ছে সমুদ্র—
শান্তলার তারে বেজে উঠ্ছে—
মৃত্যুর কৃত্রিম স্বরূপকে ধিক্কার—
ঠোঁট গুলো এখনও ধৃষ্টতা ভোলেনি

বকেয়া সময়ের বোঝায় ভারী পিঠে
ছোরা বিঁধছে আগুন

রক্তাক্ত নৈঃশব্দের ওপর
নকসা আঁকছে চীৎকার
যা আমাদের যাওয়ার সময়
এতকাল পিছিয়ে দিচ্ছিল
তাকে ভেঙে ফেল্ছে

আমরা সবাই দণ্ডিত—
জীবনের রাস্তাটা
এবার আমাদের পেরুতেই হবে।

ব্রিটেন

দণ্ডিত যৌবনের স্তব উইল্‌ফ্রেড্ ওয়েন

অনুবাদ—সুব্রত চট্টোপাধ্যায়

এই যে যারা গরুছাগলের মতো মরছে
তাদের স্বস্তিবচন কোথায় ?
শুধু বন্দুকদানবের লাল চোখ
আর তোতলা রাইফেলের অবিরল অভ্যর্থনাই আছে এদের জন্য।

এদের জন্যে কোন প্রার্থনা নেই মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি নেই,
গায়কদলেরও কোন শোকগাথা নেই,
সুতীব্র শেলের পাগল করা গান এবং
সন্তপ্ত গ্রামগুলি থেকে পূরবীর সুর বাজছে।

এদের স্বাগত জানাতে পারে এমন পবিত্র মোমের আলো কোথায় ?
সে আলো তো কিশোরদের হাতে নেই,
ওদের নিজেদের চোখই বিদায়ের পবিত্র বিভায়
ঝকমক করবে, আর
প্রেমিকাদের বিবর্ণমুখের বিষণ্ণ ভ্রূলতার বিতানের ওপর
ভালবাসার নির্জন ফুলগুলি ছড়ান থাকবে
এবং প্রত্যেক সন্নত সন্ধ্যা ওদের বুকের গভীরে রেখে দেবে।

ইতালি

রহস্য বিরক্তি জুস্নুপ্পে উনগারেত্তি

অনুবাদ—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্তব্ধতা যখন অভঙ্গ জাগে
সতেজ শরীরের প্রতি আমার যাত্রা
আমার দিকে তার বাড়ানো হাত রক্তাক্ত
আমার সামান্য অগ্রসর সেই হাত পিছিয়ে যায়।

সুতরাং এখানে এই ব্যর্থ অনুসন্ধানে আমি পরাভূত।
সকাল যখন তরঙ্গময় সে এগিয়ে আসে
সে হেসে ওঠে আমার চোখের সামনে অন্তর্হিত হয়ে যায়,
স্বকৃত উন্মত্ততা, বিরক্তি
প্রভূত নভ, কখনও প্রভূত মত্ত এবং মিষ্টি নও তুমি
স্মৃতি কেন তোমার সংগে সমান হাঁটেনা ?

তোমার দান কি একখণ্ড মেঘ ?

এ শুধু ফিস ফিস এই স্মৃতির বসতি
ভরাব বৃক্ষের শাখা দূরান্ত সঙ্গীতে

স্মৃতি, সঞ্চর মান ছবি
বিষণ্ণ বিদ্রুপময়
রক্তের আঁধার
ছায়াচ্ছন্ন লাজুক ঝর্ণার মত

অলিভ কুঞ্জের প্রাচীন ছায়া
তুমি ফিরে আসো আমায় ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে
তবুও গোপনে প্রত্যুষে
গোপনে কি আমি তোমার ওষ্ঠাধর প্রত্যাশা করতে পারি……

আর কোনো দিন আমি জানাবো না !

ফ্রান্স

খুশির খেমটা নাচ ১৯৬৮ জুন বিদ্রোহের অজ্ঞাতনামা কবি

অনুবাদক—লোকনাথ ভট্টাচার্য

একটি রেলিঙ
পথের একটি পাথর
একটি ছিদ্র
হাওয়ার
সাঁতার কাটতে
হাসিটাকে ছড়িয়ে দিতে
দখল করতে
ঘাসের বাগান জমি
হাড়ে ঠাণ্ডা অনুভব
উ—হু
ও—হো
আগুন জ্বালাতে
ফুঁ—দাও, ফুঁ দাও
কত মোহ
কত পেঙ্গুইন, পুঁচকে পুঁচকে ফুল।
পাগলামির
হুল্লোড়
জাঁকালো—পিয়ানোয়
মজা

কী মজা

তোমার আমার জিভ দিয়ে চেটে বেড়ানোয়

যতক্ষণ না সময়

পাহাড় আর উপত্যকা শেষ হয়

আঃ ঈশ্বর ! পৃথিবীটা কী সুন্দর !

আজারবাইজান

একটি কথা　　গুল হুসেল হুসেইনগলু

অনুবাদ—প্রণতি মুখোপাধ্যায়

আমি সব চেয়ে ভালবাসবো, তোমার দুটি চোখ। চোখ দুটি। জিজ্ঞাসা ক'রোনা—কেন। দোহাই তোমার, জানতে চেয়োনা। দোহাই তোমার।

একটা কথা বলার ছিল। তোমাকে। তোমাকেই শুধু। কবে থেকে বলি বলি ক'রছি। পারিনি বলতে। স্থির করতে পারিনি মনকে। একদিন তোমার কাছে এগিয়ে গেলাম। নিজেই জানিনা কি করে গিয়েছিলাম।

"একটা কথা বলার ছিল।"...

"একটা কথা শুধু"

তোমার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠলো। হায়! কি ভাবে কুঁচকে উঠলো তোমার দুটো ভুরু!

—"কি কথা?"

আমি বলে ফেলেছিলাম। সেই একটি কথা বলে ফেলেছিলাম। আমি সেই কথাটি বলে ফেলেছিলাম, সে কথা, আমাদের প্রথম দেখার সময় থেকে আমার অন্তরে উথাল পাথাল। সে কথা ডানা হ'য়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে সুদূর আকাশে। আবার আছড়ে ফেলছে পাথরের উপর। আমি সে কথাটি প্রকাশ করলাম। আমার নিদ্রাহীন রাতের সান্ত্বনা আমার আশা ও

আকাঙ্খা। সে কথাটি বলার সাথে সাথে মনে হলো, ছ'কাঁধ থেকে নেমে গেল পৃথিবী প্রমাণ ভার। আমি রুদ্ধশ্বাস। অপেক্ষা করছিলাম উত্তর, আমার একটি মাত্র কথার। মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়। একটি মুহূর্ত! সেই মুহূর্ত যেন একটি বছর। যেন শতবর্ষ, একটি মুহূর্ত। সেই একটি কথা কি আনবে? আনন্দ না বেদনা। মুহূর্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়! তুমি মাথা তুললে—আমার হৃদয় শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। তুমি চলে গেলে একবার তাকিয়ে। কথাটি মাত্র না বলে চলে গেলে। একটিও কথা না বলে।

একটি কথা রয়েছে। তোমার একটি কথা, আমাকে। কেবল মাত্র তুমি, শুধু মাত্র আমাকে। কিন্তু বলনি সে কথা। ব'লবে কি আর আমার একটি কথার তোমার একটি উত্তর তোমারি ছুটো চোখ ডাগর কালো চোখ। দরদী কোমল ছু'টো চোখ উত্তর দিল "হ্যাঁ" কিন্তু, মুখে তোমার কথাটি নেই।

আমি সব চেয়ে ভালবাসবো, তোমার ছুটি চোখ। চোখ ছুটি। জিজ্ঞেসা ক'রোনা—কেন। দোহাই তোমার জানতে চেয়োনা। দোহাই তোমার।

ইতালি

দেয়াল — মেরিগিয়ারে পিলিভো এ্যসারতো

অনুবাদ—শ্যামশ্রী দেবী

ঘাসে ভরা ছায়াটার কাছে
ধ্বসে পড়া দেয়ালটা আছে,
তারি মাঝে সাপেদের সর্পিল যাওয়া,
কোকিলের ডানাঝাড়া আর গান গাওয়া।

ফাটলের ধারে ধারে ঘন ঘাসবনে
পিঁপড়ের সেনাদল কী করে কে জান—
লাল-পল্টন সারি ওঠে আর নামে
উপরের টিলাটায় ড্রিল নাহি থামে।

যতবার পাতাগুলি দুলে কেঁপে ওঠে'
মনে পড়ে সাগরের ওঠা নানা মৃদু,
টাকমাথা পাহাড়ের ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো
ডেকে যায় একটানা, শুনি তাই শুধু।

ছায়া ছেড়ে উঠে চলি, বিহ্বল প্রাণে,
রৌদ্রের ঝলসানি চোখে লাগে ধাঁধা—
জীবনটা কেটে গেল শুধু বৃথা কাজে,
মানুষের জীবনটা যাত্রাই শুধু—
যাত্রার পথপাশে দেয়ালের বাধা,
দেয়ালের মাথাটায় গুঁড়ো কাঁচ, সাদা

বুলগারিয়া

সংগ্রামের একটি অধ্যায়   টিটোস পত্রিকিওস

অনুবাদ—শ্যামসুন্দর দে

আমি আমার শত্রুর সঙ্গে
মুখোমুখি
যুদ্ধের পরিখা অথবা সমাধি ফলকের মতো
কেবল একটি টেবিলে আমরা বিচ্ছিন্ন
আমাদের অভিজাত মুখোসের আড়ালে
দূরাগত, প্রগাঢ়, উদীপ্ত আর আমাদের দগ্ধ করেছে
ঘৃণায়।
আমার জীবন যখন বিপদের মধ্যে
আর ঠিক সেই মুহূর্তেই
সেও আমার মুখে খুঁজে পেল যে
সে আমায় ভালবাসতে পারে।
আমি আমার শত্রুর মুখোমুখি
ঘৃণা
বিবর্ণ করেছে আমাদের বিনয়ের মুখোস

নিকারাগুয়া

সন্ধ্যা ছটা ত্রিশ — আর্নেস্টো কার্ডেনাল মানাগুয়া

অনুবাদ—মোহিত চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলা
নিয়নের আলো ভারি মিষ্টি
কারখানা থেকে ছিটকে আসা ধাতব আলোও কম সুন্দর নয়
তাছাড়া বেতারের মাস্তুলে সেই লাল তারাটি
মানাগুয়ার সন্ধ্যার আকাশ
যেন সুন্দরী ভেনাস
দূরে চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে "এসো"-র বিজ্ঞাপন
গাড়ির রহস্যময় আলোগুলো কে কোথায় যাচ্ছে
(এ-সময়টায় মনে হবে, আত্মা যেন গাড়ির পিছে চুমু খেয়ে খেয়ে
অস্থির লুকানো মেয়েটার মতো ভরপুর।)
বিজ্ঞাপন :
এইখানে চশমা নিন-রুমালে বাঁধুন হারানো নয়ন
কে-এল-এম গান গেয়ে যদি উড়ে যেতে চান, এখানে আসুন
হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের ফুল বাগান
এ-সবই কেবল বিজ্ঞাপন ?
অথবা ঈশ্বরের প্রসঙ্গে কিছু আলোকিত কথা ?
(ঈশ্বরের বিজ্ঞাপনের ঠিক নিচে আমাকে চুমু খাবে ?)
কোডাক ট্রপিকাল রেডিও : এফ্ অ্যাণ্ড সি, রেইস্ কম্পানি
নানান আলোয় জ্বলছে

কিংবা ঈশ্বরের নামের বানান শেখাচ্ছে
অন্য কি মানে হয় আমি জানিনা
এসব আলোর যাবতীয় নিষ্ঠুরতার স্বপক্ষেও কিছু বলতে চাইনা
কেবল আমার দিনকালের সাক্ষী হয়ে বলছি
আলোগুলি নিষ্ঠুর এবং আদিম
তাহলেও
কবিতা
ভীষণ কবিতা।

নিকারাগুয়া

বুলেট গ্যালোমন দেলা সিলভা

অনুবাদ—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যে বুলেট আমাকে হত্যা করবে
সেই বুলেটের ও প্রাণ থাকবে
এই বুলেটে আত্মা হবে একটি গোলাপের মতো
যদি ফুল গান গাইতে পারে ;
অথবা সে হবে হলদে মুক্তার সৌরভ
যদি রক্তেরও সৌরভ থাকে
অথবা সে হবে সঙ্গীতের শরীরের ত্বক
যদি আমাদের হাত দিয়ে
নগ্ন সঙ্গীতকে স্পর্শ করা সম্ভব হতো
যদি সেই বুলেটটি এসে আমার মাথায় আঘাত করে
তবে সে বলবে, "আমি দেখছিলাম তোমার ভাবনা কতো গভীর"।
যদি সে ঢুকে যায় আমার হৃদপিণ্ডে
তবে সে বলবে, "আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চাই,
আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি।" .

আর্জেন্টিনা

দেওয়াল কনরাদো নেল রক্সলো

অনুবাদ—দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আমি সাদা শীতল দেওয়ালে আমার হাত রেখে
রাত্রিবেলা অনুভব করি
আর একটি হাত দেওয়ালের অন্ধকার পরপারে
চাপ দিচ্ছে।
এখানে এখন নিরাপত্তাহীন স্তব্ধতা
যেন সকলেই এই স্থান ত্যাগ করে গেছে
এবং দেওয়ালে পেরেকবিদ্ধ আমার হলুদ হাতের সংগে
ভেতরের পাখিটিও বিদ্ধ রয়েছে
মাটি ও চুন আমাদের আলাদা রেখেছে
এই কুৎসিত পৃথিবী ও ঠাণ্ডা সময়
জানি জীবন যতক্ষণ না শেষ হয়ে আসে
বাইরে স্তব্ধ রাত্রি অপেক্ষা করবে।

দেওয়ালের ওপারে আমি আমার হাত ঢুকিয়ে দিতে পারি
যেমন নরম মোম ভেদ করে পৌঁছানো যায়
কিন্তু এই পরিত্যক্ত বাড়ীটিতে এমন ভয় জন্ম নিয়েছে
যাতে আমারই ভেতর আর্ত আমাকে
কেবল লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে।

ইকুয়াডর

বাড়ী

এ্যাঞ্জেলা কিগুয়েরা এমিরিক

অনুবাদ—জীবন সরকার

আমার ছিল না কিছু মন্দ বাসনা
মনে সামান্য আশা ছিল
তৈরী করবো এক সুন্দর বাসা
যা হবে সুগন্ধি চেরী, ওক ও পাইন গাছের তক্তায়।
আমার দেশের মাটিতে গ্রথিত হবে
বাড়ীর ভিত্তি।
নীচে থাকবে হাড়
আর পূর্ব-পুরুষের রক্ত।
আমার ছোট্ট বাড়টি আধুনিক কায়দায়
চার দেওয়ালে ঘেরা হবে।
দেওয়ালের রঙ হবে
তুষারের মত শুভ্র
অথবা
মায়ের বক্ষ নিসৃত দুধের মত।
বাড়ীটার মাথায় থাকবে
একটা, লাল—টালির ছাদ
তার মধ্যে খুপরি থাকবে
যেখানে সোয়ালো পাখীরা বাসা বাঁধবে।
সেই বাড়ীতে সারাদিনের পরিশ্রমের পর

অথবা
নিদ্রাহীন রাত্রি জাগরণের পর
আমি বিশ্রাম নেব বাড়ীর অন্দরে
সুখ স্বপ্ন ঘেরা দিনগুলি
নিভৃতে ঘরে আনন্দে কাটবে
আমি আমার প্রিয়ার সংগে
সুখ-শান্তিতে বসবাস করবো
এবং
নবজাতকের কথা ভাববো
সেই সময়—
আমার অগনিত সন্তানের দল
কুকুরের মত চীৎকার করে
সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবে।
আকাশ পরিষ্কার হয়ে এলে
বাস্তব জগতে ফিরে আসবো
এবং
আমি যে সুন্দর বাড়ী করবার
পরিকল্পনা করেছিলাম…
অচিরেই তা ধূলিসাত হয়ে যাবে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

আমাদের গ্রামের মধ্যে জীবন মাতেই মার্কওয়েই ঘানা

অনুবাদ—দুর্গাদাস সরকার

আমাদের ছোট গ্রামটিতে
বড়রা রয়েছেন আশে-পাশে
ছেলেরা তখন তাকায় না কোন মেয়ের দিকে
আর মেয়েরাও তাকায় না কোনো ছেলের দিকে
কারণ বড়রা বলে
তা নয়ক ভালো।

এমন কি আসে যখন রাত্রি নেমে
খেলবেই সেই ছেলেরা আলাদা মাঠে,
আর মেয়েরাও খেলবে আলাদা মাঠে,
কিন্তু মানুষ দুর্বল
তাই ছেলেরা মেয়েরা মিলবে তারপর।

ছেলেগুলি খেলে লুকোচুরি খেলা
আর মেয়েরাও খেলে লুকোচুরি খেলা।
ছেলেরাই জানে মেয়েরা লুকোয় কোথায়
মেয়েরাও জানে ছেলেরা লুকোয় কোথায়—
তাইতো তাদের লুকোচুরি খেলাতেই,
ছেলেগুলি খোঁজে মেয়েদের,
মেয়েগুলি খোঁজে ছেলেদের,
এবং তারাই গায় যে পরস্পর
তখন প্রেমের গান।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

কুয়াশায় মেষ   সিল্‌ভিয়া প্লাথ

অনুবাদ—প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

পাহাড়গুলো হঠাৎ শাদা কুয়াশার দিকে পা বাড়ায়—
মানুষ অথবা নক্ষত্ররাজি
সবাই আমার দিকে বিষণ্ণভাবে তাকায়—
আমি তাদের নিরাশ করেছি।

একটি নিঃশ্বাসের রেখায় ট্রেন ছাড়লো—
হে শ্লথপ্রায় অশ্ব,
তোমার রং এখন মরচের মতো খয়েরি

তোমার ক্ষুরধ্বনিতে শুধু বিষণ্ণ নূপুর,
সমস্ত সকাল ছাখো সমস্ত সকাল
কীরকম গাঢ় অন্ধকার।

ওরা আমায় শাসায়
এক স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্তে
যা তারা-হারা, পিতৃহীন—এক আঁধার জলধি॥

পুয়ার্তারিকা

'পুয়ের্ত্তোরিকার হার্লেমের সিঁড়িতে বসে লেখা'   গ্রেগরী কর্সো

অনুবাদ—শংকরলাল ভট্টাচার্য

মানুষ সত্যয় সীমিত
তার এতটুকু প্রগতিতে সত্যই কাঁটা······
মর্ত্ত্য নিত্য নতুন হচ্ছে
এবং এ আবর্তন তার জ্ঞানের অতীত নয় !
আজকের দুনিয়ার বেদনার ভার অনেক
বৃদ্ধের চোখে তাই নিয়তি প্রকট
কিন্তু অর্বাচীন চিনতে পারে না তার সে পরিণাম
এটাই সত্য
কিন্তু এটাও সম্পূর্ন সত্য নয় ॥

জীবনের একটা অর্থ আছে
এবং সে অর্থ আমি বুঝিনা
যখন কিনা জীবনকে বেশ অনর্থক বোধ করেছি
তখনও আশায়, প্রার্থনার ভাষায় কোন একটা মানে খুঁজে ফিরেছি
তার সমস্তটাই কাব্যের উচ্ছ্বাস ছিলনা বৈকি—
কিছু পাওনাও মেটাবার ছিল
মৃত্যু ও ঈশ্বরের সাক্ষাতে।
এঁদেয় কায়দা করব এই ছিল বর্বর চ্যালেঞ্জ
অথচ জীবন না থাকায় মরণের অর্থও বিপর্য্যস্ত হ'ল !

অবশ্যই জগৎ পালটাচ্ছে
কিন্তু চিরাচরিত মৃত্যু
মানুষকে হরণ করেছে জীবন থেকে
কারণ একটি মীমাংসাতেই তার বুৎপত্তি জবরদস্ত
এবং প্রায়শই মৃত্যুর এ কেচ্ছাটি করুণ ॥
আমি নিষ্পাপ ছিলাম, আমার গূঢ়তা ছিল
কাঁচা দর্শনের হাত থেকে রেহাই দেবার মত একটা রসজ্ঞানও ছিল
আর তাছাড়া আমিই আমার বিশ্বাসে সংশয় সৃষ্টিতে পটু আছি
হ্যাঁ পারি, আমি সক্ষম
কারণ আমি জানতে চাই সমস্ত অস্তিত্বের অর্থ
এবং বসে বসেই থাকি ভাঙ্গাচোরা হয়ে
হায়! হায়! ফিরে ভাবি
কি ভার দিয়েছি তোমায় গ্রেগরী—
মৃত্যু আর ঈশ্বর—
বেশ কঠিন মনে হচ্ছে, কঠিন বৈকি!

জেনেছি জীবন কোন স্বপ্ন নয়
জেনেছি সত্য বিভ্রান্ত করে
আর মানুষ দেবতা নয়
জীবনটা একটা শতাব্দী
মৃত্যু সামান্য, চকিত ॥

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

কু ক্লুকস　　ল্যাংস্টন হিউজ

অনুবাদ—গণেশ বসু

ওরা　　নিয়ে গেল সেদিন আমায়
নির্জন　　এক গোপন স্থানে
বলল　　হ্যাঁরে জানিস কি তুই
মহান　　শ্বেত জাতির মানে?

তবে　　বললাম হুজুর আমায়
যদি　　সত্যিই দেন আশ্বাস
বলব　　সব, মানতে রাজি
কেবল　　খুলুন হিংস্র ফাঁস।

শ্বেত　　লোকটি বলল এখন
হ্যাঁরে　　ছোকরা, সত্যি বল
অমন　　ভাবে দাঁড়িয়ে কেন
কোতল　　করবে এই কি ছল?

ওদের　　ডাণ্ডা মাথায় পড়ল
এবং　　ফেলল হিঁচড়ে টেনে
বেদম　　কষে মারল লাথি,
ওই　　মাটি কি এ জান চেনে?

দলের শরিক বলল, নিগার
এবার তাকা মুখের পানে
বলল তুই জানিস ছোকরা
মহান শ্বেত জাতির মানে ?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটনে জুলাই রবার্ট লোয়েল

অনুবাদ—বেলাল চৌধুরী

এই চক্রের কঠিন শলাকাগুলি
স্পর্শ করেছে মৃত্তিকার ক্ষতচিহ্ন সমূহে।

পোটোম্যাকে, হংস-শুভ্র
শক্তিচালিত যানগুলি গন্ধক-দ্রাবিত উর্মিতরঙ্গ ঠেলতে থাকে বুকে অবিরত।

ভোদরেরা গড়িয়ে, ডুব দিয়ে নিকেশ করে তাদের কেশের
ছোট ছোট খাড়িতে নিজেদেরই মাংস ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয় র‍্যাকুনেরা।

বৃত্তের ওপরে, দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তি সেনানীর মতো
সবুজ মূর্তিগুলো সমাসীন হয় নবদ্মোত্থিত উদ্ভিদের ওপর—

কিছু নিরক্ষীয় পশ্চাদভূমির কাঁটা ও বল্লম
হবে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী।

নির্বাচন প্রার্থী, নির্বাচিত···এখানে তারা আসে কড়ির মতোই চকচকে,

এবং মরে করুণ ও উস্কো-খুস্কো চুলে !

আমরা তাদের নাম করতে পারবো না, সংখ্যা কিংবা দিন তারিখ
কিছুই না।
বৃত্তের ওপর বৃত্ত, যেন বৃক্ষের ওপর অঙ্গুরীয়—

আমরা ভেবেছিলুম নদীর আছে অন্য তীর,
এবং আরো খানিকটা মনোরম পাহাড়ের সারি,

নারীর আঁখি পল্লবের মতো দূর পাহাড়ের নীলাঞ্জন।
আর মনে হতো খুব ছোট্ট ধাক্কাও আমাদের পৌঁছে দেবে সেখানে,

কেবলমাত্র আমাদের শরীরের অতি অল্প অনিচ্ছাও
আমরা আর আটকাতে পারি না, যা আমাদের টেনে ফিরিয়ে নিয়ে
যেতে পারতো।

কানাডা

কোন উপকথা যেন — এফ্ আর স্কট্

অনুবাদ—সমীর দাশগুপ্ত

দিল্লির রাস্তার শব্দ, ঘূর্ণি
বর্ণের আর জাতির, অহর্নিশ এলোমেলো,
অথচ তার মন স্থির, পথপাশে ব'সে আছে
কৌশল দিয়ে আঁকা তার ছোট বৃত্তের ভিতরে।

তর্জনীর উপরে বসা একটি সবুজ পাখি।

সে একটি শস্যের দানা শূন্যে ছুঁড়ে দেয়, ক্ষিপ্র ডানা দুটি
শোঁ করে ওঠে, তারপর ঠোঁট দিয়ে ধ'রে ফেলে তার তুচ্ছ পুরস্কার

তারপর মুহূর্তকাল মাথার উপর মুক্তিসুখে ওড়ে
ভারতের সুপ্রাচীন কোন উপকথা যেন।
তারপর ডানা বুজে টুপ ক'রে নেমে পড়ে
প্রতীক্ষিত হাতের উপর।

পাখিটা আবার নিশ্চিন্ত। ছোট্ট সবুজ পাখি।

আমিও একদিন এই সতেজ হাওয়ায় যা ছুড়ে দিয়েছিলাম
পুষ্টির আশায় তুমি তা ধরতে উঠেছিলে,
তারপর তা তোমাকে নিয়ে গেছে উপরে, সীমানা পেরিয়ে,
আর আমার দুই হাত মুঠো ক'রে সরিয়ে নিতেই
তোমাকে দেখলাম মিলিয়ে যেতে, মিলিয়ে যেতে আকাশে।

কলম্বিয়া

ত্রি-যাম জোসি আস্নুনকিওন সিলভা

অনুবাদ—অনিলেন্দু চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

সেই রাত
সৌরভে মর্মরে আর ডানার স্বননে পূর্ণ
সেই রাত,
সেই রাতে
সুশীতল বাসরছায়ায় জ্বলছিল
জোনাকীরা;
তুমি পাশে আলগোছে গায়ে চেপে গা নিঃশব্দ করুণ,
যেন কোন্ নিস্তল ব্যথার ছায়া
প্রতি রোমকূপ দিয়ে নামছিল তোমার গভীরে।
হাঁটছিলে তুমি
ফোটাফুল প্রান্তরের পথ ধরে;
নিঃসীম নিস্তব্ধ নীল স্বর্গ থেকে পূর্ণিমার চাঁদ
ছড়িয়ে দিচ্ছিল তার কী শুভ্র কিরণ; আর
তোমার ছায়াটি ঋজু লীলায়িত
তন্বী মনোহর—
পাশেই আমার ছায়া জ্যোছনায় উদ্ভাসিত দীর্ঘায়ত
বিষন্ন বিবর্ণ বালুপথে গায়ে গায়ে জোড় খেয়ে গেছে;

এক ছায়া
শুধু এক ছায়া
এক ছায়া দীর্ঘায়ত
এক ছায়া দীর্ঘায়ত
এক ছায়া দীর্ঘায়ত
কী নিঃসঙ্গ আমার হৃদয়
মৃত্যুশোকে নিঃসীম ব্যথায় দীর্ণ,
আমাকে তোমার থেকে ছিঁড়ে রেখে গেছে
এক ছায়া এক স্থান এক কাল
সীমাহীন কৃষ্ণ যবনিকা—
যেখানে পৌঁছায় নাকো কণ্ঠস্বর
সঙ্গহীন বোবা।

॥ ২ ॥

যেতে যেতে শুনছিলাম
বিবর্ণ চাঁদকে দেখে চেঁচাচ্ছে কুকুরের পাল
ব্যাঙেদের কলরবে
হিম হয়ে আসছিল চারিদিক—
শয্যার উপর তোমার গালের আর কপালের মতো হিম
চাদরের আবরণে তোমার সুন্দর দুটি হাতের মতোই হিম-
শবাধার-সম হিম
শূন্যতা শীতল।

॥ ৩ ॥

আমার ছায়াটা
ফুটফুটে জ্যোছ্‌নায় প্রসারিত দীর্ঘ ঋজু
চলেছি একাকী আজো রমনীয় প্রান্তরের পথে,

তোমার ছায়াটি তন্বী ঋজু
আশ্চর্য সুন্দর এক ক্লান্তি লীলায়িত—
যেন সেই চিরমৃতা বসন্তী রজনী
মধুগন্ধ মর্মরমুখর আর
পাখীদের ডানায় ডানায় সঙ্গীত-স্পন্দিত।
গায়ে গায়ে মেশামেশি
গায়ে গায়ে মেশামেশি
গায়ে গায়ে মেশামেশি
আমার গায়ে গা মেশামেশি···আহা, সেই ছায়া
ভিতরে ভিতরে আলিঙ্গনে একাকার—
উর্ধ্বায়িত অন্ধকার আর
অশ্রুজলে
কীসের সন্ধান পায় আজো সেই ছায়া।

কিউবা

এই স্বাধীনতার জন্য ফেয়াত জেমিস

অনুবাদক—সুব্রত চক্রবর্ত্তী

বিষাদের বেলভূমিতে বসে
আনন্দের গান গাইতে
এই স্বাধীনতার জন্য
আমরা সব কিছু দিয়ে দিতে পারি।
হৃদয়ে যাদের ভালোবাসা,
এবং যারা মমতা শূন্য
সবার মধ্যে স্বাধীনতার গান সঞ্চারিত করতে
আমরা সব কিছু দিয়ে দিতে পারি।
স্বাধীনতার সূর্যমুখী দিনে—
উজ্জ্বল রোদ্দুরে ঝলমলিয়ে ওঠা
কারখানা, নতুন ইস্কুল,
খাতের মধ্যে কলকলিয়ে বয়ে যাওয়া জল,
আর যে শিশু আজ চোখ মেলল,
এই সবের জন্য—
আমি সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারি

স্বাধীনতাই একমাত্র শপথ
স্বাধীনতাই একমাত্র লক্ষ্য
স্বাধীনতাই একমাত্র স্বদেশ
স্বাধীনতাই একমাত্র জয়ধ্বনি
আর স্বাধীনতাই একমাত্র কবিতা।

স্বাধীনতার গান যারা স্তব্ধ করে দিতে চায়
আর ডেকে আনে অনাহুত দারিদ্রকে,
সেই সব স্বার্থপর দৈত্যের ওপর
নেমে আসবে কালো রাত্রির যবনিকা—
সে তো এই স্বাধীনতার আলোকে।
রাত্রির কোল থেকে ছিনিয়ে আনবে
ফুটন্ত রক্তিম সকাল
স্বাধীনতার দুর্দম সারথীরা।
ছন্নছাড়া
আস্তানাহীন
বেপথু যুবককে
অভিষিক্ত করবে যৌবনে স্বর্গরাজ্যে,
নিষ্প্রভ চোখে আনবে বিদ্যুতের দীপ্তি
সে তো এই স্বাধীনতা।

এই স্বাধীনতা
জীবনের মতো যা সরল এবং পবিত্র,
সব কিছু দিয়ে দিতে পারি
জীবনের প্রিয়তম রক্তও
এই স্বাধীনতার জন্য।

গিয়ানা

নির্বাসিত পিতামহ ও. আর. ডাথোরনে

অনুবাদক—অমিতাভ চক্রবর্তী

আমার জীবন সেই উদ্দেশ্য-বিহীন উধাউ পথ,
অনেকটা যেন এই উঁচু নীচু মালভূমি উপত্যকা ;
দক্ষিণ-বাতাসে নোনাগন্ধ সমুদ্র সন্ধানী
আমার জন্মদিনের চেয়েও ঢের বেশী প্রাচীন
বর্ণময়ী চিন্তাস্রোতে ;

আগন্তুক্
এখানে কোন প্রজ্ঞা নেই, স্থিতি নেই,
বাতাস বিধর্মী

বিদ্যুৎ চমক্ রাত্রি নতুন গহ্বর খোঁজে।
আমাদের পিতৃদেব কখনো স্বপ্ন দেখেনি
সুতরাং সুদূর পিতামহের প্রাঙ্গনে প্রত্যাবর্তন
সময় আগত প্রায়……।

এখানে দীর্ঘ বৃক্ষের সারি,
তরঙ্গিত ইথার-
ফিরে আসা বৃষ্টি—ধ্বংসাবশেষ—
ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি,……স্মৃতি-বিস্মৃতি……স্মৃতি…

আমার পিতামহ' ঝড়-জল-বৃষ্টি অন্ধকার অথবা
সম্মিলিত দৃষ্টি রেখায়, শৈশব-জন্মভূমি-নির্জন গ্রামান্তর।
আমার পিতামহী শায়িত, উলঙ্গ শরীর
অর্থাৎ তার কোন অতীত ছিল না, ভবিষ্যৎ নেই।
সন্ধ্যার আকাশ অবসন্ন, ক্লান্ত গৃহযাত্রায় পশুদল,
চন্দ্র সূর্য্যের মাঝে বর্গক্ষেত্র ফলাফল শূন্য ;
দীর্ঘরাত্রি, বন্দী ক্রীতদাসের করুন গাথা গান,
কালো রাত্রি, কালো মানুষ, কালো ডোরা কাটা স্মৃতি·

আমার পিতামহী একদা শিশু ছিলেন,—বালিকা'
আমার পিতামহী একদা কিশোরী ছিলেন।
উদ্ধত বুকে দুটি নরম স্ফুরিত মাংস পিণ্ড,
যা আমার পিতামহ আগ্নেয় যৌবন জিহ্বায়
আস্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। নরম নারী দেহ
আদীম শিকারীর মতন বুকে জ্যাপ্টে ধরে-ই
কয়েক শত রাত্রি।
শীতল যুবতী শরীর ভেজা মাটির সোঁদা-গন্ধ'।
পাশবিক মূহুর্তে-ই আমার পিতার জন্মদিন
পৃথিবীর পঞ্জিকায়, পিতামহ নির্দেশ করেছিলেন।
মৃত ব্যক্তিগণ, ইতিহাস স্রোতে সামুদ্রিক ঢেউ,
যেন দেবদারু শাখায় স্বর্গীয়-সৌন্দর্য ;
আসে আর ফিরে যায়, কাছে এসে ফিরে যায়।
মৃত উদ্যান পরিত্যক্ত গ্রাম আর নিজ রক্তে গড়া
সন্তানের কান্না,—শব্দ—স্বর—কান্না।

এখন আমি বহু নদী আর বহুনারীর হৃদয়
সরোবরে স্নান শেষ, নতুন যাত্রা পথ খুঁজি।

সেই শোক, সেই দুঃখ, সেই ঘৃণা, সেই আগুন,
আমাকে উন্মাদ করে, যেন এক ব্যভীচারী
ক্ষুধার্ত নেকড়ে অথবা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতন
এক টুক্‌রো মাংসের খোঁজে
অনেক রাত্রির পথ হেঁটে হেঁটে এখন,
শুধু্‌ মৃত্যুর পথ চৌ-রাস্তায় এসে খুঁজে ফিরি।

এই সেই জীবনের চৌ-রাস্তা—
যেখানে পিতামহ আদম মারা গেলেন,
যেখানে পিতামহী ইভ্‌ পর-পুরুষের শয্যায়,
নির্মম ব্যাভীচারে লিপ্ত—
হায় আদম!

এখন আমায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড,
স্মৃতির সুবর্ণ দ্বীপে দ্বীপান্তর!

আমি পৌত্র, তুমি পিতামহ,
আমি সূর্য্য, তুমি মহাকাশ,
একই শূন্যতায় আজ পরস্পরের মুখ দেখি।

মেক্সিকো

'জীবনের ঝলকানি' অক্টোভিয়ো পাজ

অনুবাদ—শুভরঞ্জন দাসগুপ্ত

(ক)

বিদ্যুৎ বা মাছ
সমুদ্রের অন্ধকারে
পাখী বা বিদ্যুৎ
অরণ্যের অন্ধকারে

হাড় গুলিতো বিদ্যুৎ
দেহের অন্ধকারে
পৃথিবী, পর্য্যাপ্ত অন্ধকার
জীবনও বিদ্যুল্লতা।

(খ)

'উৎসাহী জীবন'
বইয়ের সেলফের উপর
তাং সঙ্গীতজ্ঞ আর ওয়াক্সাকা পাত্রের মাঝখানে
শ্বেতজ্বলন্ত, জীবনমুখর,
ক্ষুদ্র চিনির করোটির
ঝলমলে রৌপ্যপত্র চোখদুটি
আমাদের আসা যাওয়ার
দৃষ্টি অনুগামী

চিলি

রাত্রি   গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

অনুবাদ—অজিত দত্ত

ঘুমোও বাছা ঘুমোও, তোমার ঘুম আসবে বলে
পশ্চিমের ঐ আকাশ থেকে মিলিয়ে গেল আলো ;
আলোর কণা নিবলো সবি, শিশির শুধু ঝলে,
আমার মুখটি সাদা কেবল, আর সকলি কালো।

ছোট্ট খোকা, তোমার চোখে স্বপ্ন নামে, তাই
পথঘাট সব এলিয়ে আছে শান্তিতে নিঃঝুম ;
নদীর জলের আওয়জ ছাড়া শব্দ কোথাও নেই,
একলা আমি রই জেগে, আর বিশ্বভরা ঘুম।
আস্তে নামে কুয়াশা—সে ডুবায় স্তব্ধ ধরা,
নীলাভ এক দীর্ঘনিশাস মিলায় তমিস্রায় ;
হালকা মৃদু হাতের আদর যেন ভরা,
শব্দবিহীন শান্তি এসে বিশ্বভুবন ছায়।
আমার গানে ঘুমিয়ে পড়ে আমার খোকনমণি,
একলা সে নয়, গানের দোলায় যেই সে ঘুমে ঢলে,
অমনি দেখি সেই দোলনে সমস্ত ধরণী
গভীর সুখের গহীন গাঙে উধাও ভেসে চলে॥

স্তব্ধতাকে ভুলিনি তো ড্যারেল গ্রে

অনুবাদ—আশিস দে

(১)

এই চোখ কেউ বন্ধ করতে পারে না
কেননা সমাপ্তির জগৎ তার আশ্চর্য শক্তিতে
প্রতি ভোরে আমাদের জাগিয়ে তোলে।
সমস্ত অজানা বনলতা সূর্যের স্পর্শে লেগে দোলে
আমরাও অন্তর্গত, আমাদের কফি ধরা হাতে।
আমরা কোনদিনই পূর্ণ হতে পারি না
নিথর রাস্তার বুক চিরে গাড়িরা চলে যায়,
আয়তনের পুরোপুরি অংশকে অপসৃত করে॥

(২)

চিন্তার রেখায়

যখনই কোন কিছুকে নিয়ে চিন্তা করি
ভাবনাকে মনে হয় স্ফটিক মেঝেতে মুখ দেখা,
পার্কে তাকাই—
গাছতলায় থাকা উচ্ছল তরুণী শরীর
তাদের মুখ স্কটিকে চমকিয়ে উঠে।
সবুজ গভীর দিনে পাখিরা উড়ে চলে যায়
ছাপানো ভুল মূল খোঁজে এবং ভবিষ্যৎও
বিশাল কাঁচের বীনা হয়ে নিদ্রিতকে ডাকে
যেমন অন্ধকারে আমার জীবন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজায়—
অথচ মাটিতে দাগ ফেলে না।

চিলি

লিয়ানা গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

অনুবাদ—উশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

রাত্রির গোপনতায়
আমার প্রার্থনা লিয়ানার মত ওপরে ওঠে
অন্ধের মত হাতড়ায়
প্যাঁচার চেয়ে বেশী দেখে।

রাতের বৃন্তে ঃ
যা তুমি ভালবাসতে যা আমি ভালবাসি
বেয়ে ওঠে আমার দীর্ণ প্রার্থনা
ছেঁড়া আর রিপু করা অনিশ্চিত আর অমোঘ

পথ ছিন্ন করে তাকে
বাতাস তাকে তুলে ধরে
দমকা হাওয়ায় উথাল পাথাল
আর আমার অজ্ঞাত কেউ
আবার তাকে পৃথিবীতে ছুড়ে দেয়।

এখন সে লিয়ানার মত উঠছে
দমকে দমকে ফুসে উঠছে

আমার প্রার্থনা, আমি নই।
তার প্রসার আমার ক্ষয়।
আমার সম্বল শুধু কঠিন শ্বাস,
যুক্তি আর পাগলামি।
আমার প্রার্থনার লতায় আমি ছড়িয়ে থাকি
রাতের বৃন্তমূলে তাকে নিবেদন করি।
জীবনের সেই এক মহিমা
সেই এক মৃত্যু
সকল সময়
তুমি আমার কথা শোন
আর আমি তোমায় দেখি।
লতা টানটান হয়ে ছিঁড়ে কুঁকড়ে যায়
বিক্ষত করে আমার দেহের মাংস।

আমার প্রার্থনা যখন তোমার কাছে পৌঁছবে
তার দুর্বল প্রান্তটি শক্ত করে ধোরো
যাতে আমি বুঝি তুমি পেয়েছ,
তাকে বাঁচিয়ে রেখ সুদীর্ঘ রাত।

মুহূর্তে রাত্রি কঠোর
ইপিকাকের মত, ইউক্যালিপ্টাসের মত কঠোর
রাত্রি এখন দীর্ঘ কালো রাস্তা
রাত্রি নদীর হিমায়িত স্তব্ধতা।
আমার লিয়ানা উঠছে
উঠছে

যতক্ষণ না আকর্ষগুলি তোমাকে ছোঁয়
লতা ছিন্ন হলে তুমি তুলে ধর
আর তোমার ছোঁয়ায় তোমায় চিনি
আমার শ্বাস তখন রুদ্ধ
কামনা প্রজ্বলিত
বার্তা বহ্নিমান।

পেরু

বাঁশি বাজিয়ে উইলস্টন ওরিল্লো

অনুবাদ—অমিতাভ দাশগুপ্ত

বাঁশি বাজিয়ে মজিয়ে বেড়াই মূর্খদের।
হাওয়ার মতো সরাই থেকে সরাই-খানায়
ঘুরে ফিরছি, জলের তোড়ে মানুষ মানুষ
ঘনিয়ে ওঠে চারপাশে। ভীড় জমাট হলেই

ধোঁয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে সূর্য-প্রতিম
হৃদয় আমার। হায়রে নিয়ম, হায়রে আইন,
সঙের মেলায় আর কতোকাল সাক্ষী-গোপাল
সাজাও, ছ্যাখো, তাঁবু গেড়েছি সবার জন্য!

মজা দেখবার জন্য কোনো দক্ষিণা নেই,
কেউ যদি এই মওকা বুঝে পয়সা লোটে
আমি কিন্তু অনন্যোপায়। কণ্ঠ আমার

শিশ্‌ দিয়ে গায় পুরোনো সব গুজব-গপ্‌পো,
লোক জমছে জলের তোড়ে সঙের মেলায়,
হায়রে আইন রই কতোকাল সাক্ষী গোপাল!

কানাডা

"রিদো"-ঝোরায় — ডেভিড ওয়েবিল

অনুবাদ—প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনেক ছোট আতাওয়া
প্রাচীন সব রাজধানীর নদীর চেয়ে।
সেখানে রোলার গাদা ঠেলে
নাইলনের সার্ট-পরা সব মাঝি
'রিদো' ঝোরায় মত্ত হয়ে আমি
একটা নৌকার চলার দমক দেখি
প্রতিটি ঠেলায় আমার পাঁজরা যেন
থেৎলে দিয়ে যায়,
তরঙ্গ কুণ্ডলী ছুটে পালায়
        রাত্রির অসীমতায়,
আমি আর ফিরব না।

আমার সময় সব শহর
        ছাড়িয়ে যায়
উষ্ণ আমার শিশুরা
ক্ষুব্ধ হয়ে জাগে আমার মগজে
আমার ব্যর্থ বীজ তাদের-ই হবে একদিন
আমার অস্থি থেকে
রগরগে সব রূপকথা তারা তুল্‌বে।

ব্রেজিল

বিপত্নীকের বেদনা   কার্লো দ্রুমন্দ্ দ্য আন্দ্রে

অনুবাদ—দেবব্রত মন্ডল্

নির্জন নিঃস্তব্ধ রাতের গহন অন্ধকারে
নিজস্ব গাঢ় বিস্বাদ
হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে এসে
অভিভূত করে আমায়।
উদাস বিমর্ষ চোখে চেয়ে দেখি ছায়া এগিয়ে আসছে,
রূপসী রমনীর ছায়া এগিয়ে আসছে,
ফুলশয্যা রাতের লজ্জা-দ্বিধা ভীরু পদক্ষেপে
আমার সাধের শয্যায়।
অনেক অপূর্ণ বাসনায় স্বাধীন আলিঙ্গনে
আমরা দুজনা গভীর অতলে ডুব দিই।

যদিও সেই কবে তুমি মৃত্যুর ডাকে ফিরে গেছো কোথায়!
তবুও আজও ফিরে আসো অনুভবে আমার
স্বপ্নময় মধুর প্রেম বেঁচে ওঠে আমার সত্তায়।

পিপাসায় নরম বুকে বুক রাখি,
সুডৌল তোমার কোমল বাহুবন্ধনে
আমি আগুনের তেজে জ্বলে উঠি,
উষ্ণ শিহরণ, চুম্বনের ছোবল·········
অশান্ত, অশান্ত······শান্ত করে আমায়।

লগ্ন ফুরিয়ে যায়,
তুমি সজল চোখে বিদায় জানাও
আমি বেদনায় হেসে উঠি।
তুমি চলে যাও,
আমি শয্যা ছেড়ে খিল বন্ধ করে ফিরে আসি নিঃসঙ্গ শয্যায়
শুনি তোমার ভীরু পদক্ষেপ সিঁড়ি বেয়ে
ক্রমশঃ ক্ষীণ, আরও ক্ষী-ন হয়ে মিলিয়ে যায়।
আবার বিষণ্ণতা
আবার গহন অন্ধকার
আবার নিঃসঙ্গ শয্যা!

ডমিনিকা

স্বর্গভ্রষ্ট   সালোম উরনাদে হেন্‌রিকে

অনুবাদ—নচিকেতা ভরদ্বাজ

মুগ্ধতার স্বপ্ন ভূমি
প্রেমের উত্থান
প্রথম স্বর্গের সুখ
সৌন্দর্য ও আনন্দে অম্লান
এখনো নিসর্গে যার রূপ ধরে আছে।
মনোরম মাঠে মাঠে যার
সহজ অস্তির আলো নন্দিত বিশ্বাসে
জীবনে জীবনে ছিল শান্তির উচ্চার।
ভারতীয় পরিবার
কিস্‌বিয়ার বহতা বংশধারা
উর্বরা ভূমিতে তার
সুখী ও সহজ অধিকার
নিরীহ নিরপরাধ তারা
সুখী ছিল স্বপ্নের গভীরে,
প্রাণের প্রবাহ তারা চেয়ে দেখত
মুগ্ধ চোখ তুলে।
আত্মার ভিতরে কোন দুঃখ নেই,
ফুল-ফোটা নদীটির তীরে
মাথা উঁচু পথ চলা।   নেয় হাই তুলে

ঘাড়ের উপরে কোনো দুঃসহ জোয়াল।
অরণ্যেরা অজস্র বিলাত
পক্ক ফল সুস্বাদ রসাল,
পাহাড়েরা ফুলের জলসায়
ভরে দিত দূর দিগন্তর।
আর নদীরা তাদের স্বচ্ছ জল!
উদার আতিথ্য ভরা এবং উর্বর
সমুদ্রের গভীর অতল
দিত মাছ হাজার হাজার
অফুরন্ত ধনী সে ভাণ্ডার॥

হাইতি

রূপান্তর   জ্যাকুইস রুউমেন

অনুবাদ—নচিকেতা ভরদ্বাজ

আশ্চর্য হবে কি তোমরা
যীশু, মেরী এবং যোশেফ
আমরা যখন দাড়ি টেনে ধরব
        মিশনারী পাদ্রী পুরুতের
ভয়াবহ উচ্চকণ্ঠে হো হো হেসে উঠব আর
সময়ের হাত ধরে আমাদের নতুন পালায়
তাদের পশ্চাতে আমরা লাথিমেরে শেখাব যখন
আমাদের পূর্বপুরুষেরা তারা
        ছিলেন না বর্বর গল,
এবং আমরা আর সেই ঈশ্বরের জন্য
        দেব-না ঘুষের খাজনা
        কিংবা অভিশাপ
        সেই ঈশ্বরের জন্য
সত্যি যদি তিনি পিতা হন,
তাহলে সুনিশ্চিত আমরা এই নোংরা নিগ্রোরা
স্বভাবতঃ আমরা তার পরিত্যক্ত
        জারজ সন্তান'
এবং এমনি আর কেঁদে কুঁকড়ে কিছু হবে না
কারো কোনো উপকার

যীশু মেরী এবং যোসেফ
অবিরাম মিথ্যার ফেনায় ফেনায়
উপচে পড়া পুরানো একটা থলের মতন।
আমরা এই একবারই আর চিরকালের মতন
তোমাদের নিশ্চিত শেখাব
কী করে আত্ম পাপ স্বীকার করাতে হয়
ভণ্ড মিথ্যাচারীদের ওঠাতে বসাতে হয়
নির্মম চাবুকের উদ্যত ডগায়
এবং চূড়ান্ত অপমানে
হতভাগ্য অবজ্ঞালাঞ্ছিত এই আমাদের
গোত্রহীন মানুষের কাছে
পা'র নীচে আত্মসমর্পণ করে
আমাদের নিগ্রোদের নিগারদের নোংরা
নিগারদের কাছে
সমর্পিত সহজ স্বেচ্ছার॥

বলিভিয়া

ফিডেলের গান   অর্নেষ্টোচে গুয়েভারা

অনুবাদ—রুদ্রেন্দু সরকার

তুমি বলেছিলে সূর্য উঠবে
চলো যাই
অপরিচিত পথ অবলম্বন করে
তোমার প্রিয় সবুজ কুমিরদের মুক্তি দিয়ে আসি।

চলো যাই আমাদের কপালের সমস্ত
অপমান মুছে দিই
ঐ কালো বিদ্রহী তারাদের আলোয়।
হয় আমরা জিতবো নইলে মৃত্যুকে টেনে নেবো।
প্রথম গুলির আওয়াজে সমস্ত অরণ্য
জেগে উঠবে নতুন বিস্ময়ে
এবং তারপর তখন হবে নির্মল মিলন
আমরা তোমাদের পাশে থাকবো।

যখন তোমরা চারদিকের বাতাস কাঁপিয়ে
জমির সমান ভাগ, ন্যায় বিচার, রুটি,
এবং স্বাধীনতার দাবী জানাবে
সেখানে আমরা তোমাদের সাথে

একই সুরে কণ্ঠ মেলাবো।
দিনের শেষ স্বেচ্ছাচারীর বিরুদ্ধে
যখন সোজা আঘাত হানা শেষ হবে
সেই চরম শেষ যুদ্ধে
আমরা তোমাদের পাশে থাকবো।

কিউবার বর্ষায় আঘাতে
যখন বন্যপশু তার ক্ষত স্থান চাঁটবে
গর্বিত হৃদয়ে তখন আমরা
তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।
কখনো ভেবোনা রং মাখা ঐ সমস্ত কীটগুলোর
উপঢৌকনে আমাদের ঐক্য বিনষ্ট হবে।
আমরা ওদের কাছে রাইফেল বুলেট ও পাথর ছাড়া
অন্যকিছু প্রত্যাশা করিনা।

আমাদের পথে যদি লৌহ কঠিন বাঁধাও
এসে দাঁড়ায় আমেরিকার ইতিহাসের অভিযানে
আমরা চাইবো কিউবানদের এক টুকরো
অশ্রুর আচ্ছাদন আমাদের গেরিলাদের
অস্থি গুলো ঢাকবার জন্যে
এর বেশী নয়……

কুঁড়ে হাড় পাবলো নেরুদা

অনুবাদ—স্বাতি চক্রবর্ত্তী

তারা বিচরণ করতে থাকবে
ইস্পাতের শিহরণ নিয়ে নক্ষত্ররাজির মধ্যে
এবং ক্লান্ত মানুষেরা ঠিক ওপরে উঠে যাবে
শান্ত চাঁদকে হত্যা করতে
সেখানে তারা খুঁজে পাবে তাদের ঔষধালয়।

এই আঙুর পাকার সময়ে
জীবনে মাদকতা আসতে শুরু করে
সমুদ্র ও পর্বতমালার মধ্য দিয়ে।

চিলিতে এখন চেরীরা নৃত্যরত
কালো রহস্যময়ী তন্বীরা গাইছে গান
সূর্য ছুঁয়ে যাচ্ছে প্রতিটি ঘরের দরজা
আর ঘুরে বেড়াচ্ছে গমের সন্ধানে।
প্রথম মদের রংটা বর্ণে গোলাপী
আর শিশুর মুখের মিষ্টতায় মধুর
দ্বিতীয় মদ বেশ শক্তিসম্পন্ন
আর তৃতীয়টি যেন পোখরাজ
আফিম আর আগুনের সংমিশ্রণে।

আমার বাড়িতে সমুদ্র এবং পৃথিবী দুই আছে
আমার স্ত্রীলোকটির আছে ডাগর চোখের মধ্যে
বুনো হেঝেল বাদামের রং
সমুদ্রে যখন নেমে আসে রাত
সাদা আর সবুজের পোষাক পরে
তখন ফেনার ঘূর্ণির মধ্যে স্বপ্নের মতো
চাঁদকে মনে হয় সমুদ্রের এক সবুজ কণ্যা।

আমার গ্রহ বদলাবার কোন ইচ্ছে নেই।

বার্বাডোজ

কৃষ্ণ ভারতী স্লোড হপকিনসন

অনুবাদ—নচিকেতা ভরদ্বাজ

আফ্রিকার রাজারা বিক্রী করে দিয়েছে তাদের
যে সব প্রজাদের,
তারা নিয়ে এল সেই সব মানুষদের
এবং ইয়োরোপ ছড়িয়ে দিল
সমুদ্র-বলয়ের চারদিকে,
ধূলো, বেত, রক্ত, চাবুক, চামড়া ;
এবং বিশ্ব নিন্দুকের মত
সূর্য যেন ছড়িয়ে দিল ঘৃণা আর অবিশ্বাস
অবজ্ঞার অসহায় উত্তাপ,
আরক্ত উজ্জ্বলতার চেয়ে খাকী অনেক বেশী শক্তিশালী,
কণ্টকবিদ্ধ মানুষের ছায়া কঙ্কাল
দূরে দিগন্তে শব্দহীন নড়ে চড়ে
যেন ক্রুশদণ্ডের মত সারা দিনমান
পিঠে বহন করে সূর্যের দুরূহ ভার ;
এবং রাত্রিতে
দুঃখের কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রার কাছে
আত্ম সমর্পণ
বুঝিবা কিছুটা উপশমের প্রত্যাশায় ॥

জ্যামাইকা

একনায়কের মৃত্যু

এডওয়ার্ড বাফ্

অনুবাদ—দেবপ্রসাদ লাহিড়ী

যখন একথা বলা হয় প্রত্যেকের কাছে
গত দিনের সুখের স্মৃতির সাথে
ইতিহাস পুরান কাহিনী—
ইতিহাসের আদিম বর্ব্বরতা
রাজকোষের সোনার অহমিকার গর্জন
আবর্ত্তন শাসকের ক্রমান্বয়ে
সমারোহের সাথে অবসর

একটি দীপ
খাকি পোষাকের আর ভারী জুতোর
সংকুচিত
অনাড়ম্বর অধিনায়কের কাছে
একটা চঞ্চল আলোয় ছাড়িয়ে যাচ্ছে সব
যবনিকার ধারে বিতর্কের প্রয়াস

এখন একটি মাত্র শেষ এবং স্মরনীয় কথা
উৎসুক কবিদের মাঙ্গলিকী।

আর্জেন্টিনা

শ্বেতপাথরের'পরে কালো প্রস্তর — সিজার ভালেখো

অনুবাদ—কুমারেশ চক্রবর্তী

প্যারিসে বাদলা দিনে আমি মরবো
একটি ক্ষণ, এখনই তা স্মৃতি শায়িত
আমি প্যারিসে মরবো—আমি এড়িয়ে যাব না—
কোন বৃহস্পতিবারে হয়তো, আজকের মতো হেমন্তে।

বৃহস্পতিবারই কারণ আজ লেখনী ধরা সময়ে
আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক বেঁধেছি
যা কোন দিন করিনি, খোলা সচ্ছ চোখে তাকিয়েছি
একেবারে সন্মুখ পথের প্রান্তে নিজেকে দেখবার জন্য।

সিজার ভালেখো এখন মৃত, পরাজিত সবার কাছে
যদিও সে ওদের আঘাত করেনি,
তথাপি দড়ি আর ডাণ্ডা মেরে ওরা
ওকে কাছে ডেকেছে। তার সাক্ষী
বৃহস্পতিবার আর ঘাড়ের ভাঙ চুর হাড়,
একাকীত্ব, বৃষ্টি, রাস্তা................।

ভেনজুয়েলা

নিগ্রো নিকোলাস গিলেন

অনুবাদ—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একটি ব্লুজ পাঠিয়ে দিল ছন্দময় আর্তনাদ
চমৎকার ভোরের দিকে।
লিলি শুভ্র দক্ষিণ তার চাবুক নিয়ে বেরিয়ে এল,
ভাঙলো তাকে,
কচি নিগ্রো ছেলে মেয়েরা ইস্কুলে যায়, সঙ্গে তাদের
ঘিরে রয়েছে শিক্ষা বন্দুক।
যখন তারা ক্লাসের মধ্যে ঢুকবে এসে
তারা দেখবে জিমে ক্রো স্বয়ং তাদের শিক্ষক।
লিঞ্জ নামে সেই জজ সাহেবের ছেলে মেয়েরাই অন্য ছাত্র,
প্রত্যেকটি নিগ্রো শিশুর দেরাজে থাকবে
কালির বদলে তাজা রক্ত
পেন্সিল নয় জ্বলন্ত কাঠ।
এই তো দক্ষিণ, এখানে কখনো চাবুকের শিস থেমে থাকে না।
সেই অত্যাচারিত জগতে
সেই কর্কশ, গ্যা, গ্রিন হওয়া অসহ্য আকাশের নীচে
নিগ্রো শিশুরা
সাদা শিশুদের পশে বসে লেখাপড়া করতে পারবে না,
তারা তো শান্তভাবে বাড়িতে বসে থাকলেই পারে—
অথবা—অথবা আর কি পারে কে জানে—

তারা রাস্তা দিয়ে না হাঁটলেই পারে
অথবা তারা পারে চাবুকের তলায় আত্মসমর্পণ করতে
অথবা বেছে নিতে পারে বন্দুক অথবা থুতুর নীচে মৃত্যু,
তারা একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখে শিস দিতে পারে
অথবা ভয় পেয়ে, চোখ নিচু করে বলতে পারে, 'হ্যাঁ',
মাথা নিচু করে, 'হ্যাঁ'
এই 'স্বাধীন পৃথিবীতে' —ডালেস তার ঘোষনা করছেন
বিমান বন্দর থেকে বন্দরে, 'হ্যাঁ'.
আর এই সময় একটা সাদা বল
লঘু ছন্দময় ছোট একটা সাদা বল
প্রেসিডেন্টের গল্‌ফ খেলার বল—সেই ক্ষুদ্র গ্রহ—
গড়িয়ে যায় নিবিড় ঘাসের ওপর দিয়ে,
সবুজ, পবিত্র, নরম, মসৃন ঘাস. 'হ্যাঁ,'
তাহলে এবার,
ভদ্র মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, তরুণী যুবতীরা,
শিশু
এবং বৃদ্ধ—টাক মাথা অথবা চুলোমাথা, এবার
ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো, মুলাটো, সঙ্কর, এবার
এবার একবার ভেবে দেখুন
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হতো দক্ষিণ অঞ্চল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হতো চাবুক এবং রক্ত
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই সাদা মানুষের জন্য সাদা ইস্কুল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হতো পাথর ও খুদের দল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হতো ইয়াঙ্কি আর অত্যাচার
ভাবুন সেই মুহূর্ত একবার:
অন্তত একবার তা কল্পনা করে দেখুন

কম্বোডিয়া

পরিচিত মুখ — প্রিন্স নরোদম সিহানুক

অনুবাদ—অমিতাভ চক্রবর্তী

ওগো চির পরিচিত মুখ
এখন হৃদয় কেন উদ্বেলিত
কখন স্বপ্ন আমার প্রস্ফুটিত।

ওগো আমার ভালবাসার মুখ,
সহস্র দুঃস্বপ্নে হানো কুঠার আঘাত,
আমরা পার হব এই আঁধারিয়া রাত।

হে আমার বাল্য সহচর,
এখন পাশাপাশি এসো বাঁধি ঘর,
দক্ষিণ-সমুদ্রে এলো যৌবন-ঝড়।

হে আমার সখা, কালজয়ী দুর্বার,
রেখেছি তোমার হাতে-হাত আমার,
নয়া শপথে পথ হাঁটে লক্ষ খেমার।

নক্ষত্রের নিবিড় জয়ধ্বনি শোন ওই,
'স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্ব-সাম্য' জনতা হাঁকে হৈ।

সিংহল

একক প্রতিরোধ

জেমিনিন্ সেনারত্ন

অনুবাদ—অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

প্রত্যেকেই এখন আর যৌবন-উদ্ধত ইয়েভ্তেশেঙ্কো নয়,—
যেমনটি উনি চলেন……।

এখন যুবক হওয়া ঢের ভালো,
বিশেষতঃ যে দেশের নাগরিকগণ
আমার চেয়ে বেশী রুটি আর মাখনেয় দাবীদার।
কিংবা বুকের বোতাম খোলা শার্ট অথবা পুল-ওভার
পরিহিত হৃদয় (অথবা বার্চ-বৃক্ষের খোলসের মতন),
বারংবার দেখার মতন।

যখন দেশ ময় ভারী শিশু গড়ে উঠে
আকাশের কোণে-কোণে কুণ্ডলী কৃত কালো ধূম।
কখনো, কখনো বা
তারুন্য আমার, শক্তিমান প্রতিপক্ষের ভূমিকায়—
কিছু ষড়যন্ত্র হৃদয়ের ভিতর জমা হয়,
কিছু সচেতনতা,—বিবেক মাথা তুলে দাঁড়ায়,
কথা বলে, চিৎকার করে।

আমার জানা নেই, আমার যৌবন কতটা সবুজ,
কবি ইয়েভ্তেশেঙ্কো, আপনার

নিশ্চয়ই জানা আছে, নতুন-শিল্পী-প্রাণ জন্ম নিলেই
খ্রুশ্চেভ মহাশয়, কাগজ আর কলম হাতে
এগিয়ে যান,—দ্রুততর পদক্ষেপ।
কিংবা এখন লণ্ডন শহরের পথে
যেখানে সহস্র শ্রমিক
শ্রমের ন্যায্য মজুরী খুঁজে নেবেই।

তরুন সাজা খুবই সহজ বিশেষতঃ
সেই সব দেশে, যেখানে কবি
৪৭ বসন্ত শেষে আকাশ দেখেছিল।
এখন যারা ৪০ এর সিঁড়িতে অপেক্ষমান,
তারা জেনে যাক্, জন্মের সূতিকাগারেই
সমস্ত পবিত্রতা প্রস্ফুটিত।
ইদানীং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ
সোচ্চার কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করে ;—
"পথ-ই একমাত্র বাঁচার পথ···"।

বর্মা

স্বগত বিলাপ উ পোক নী

অনুবাদ—তুলসী মুখোপাধ্যায়

আমার এ সংশয়ে
ভয় আর অস্থিরতা পেয়ে বসেছে আমায় ;
আমার কপালে
সোনালী দুঃখের বর্ণমালা উৎকীর্ণ বলেই
গনগনে সূর্যের মতো
দহনে দহনে আমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাই।
হায়, কী ভীষণ এক নিয়তি
নৈরাশ্যের করাল হাতে তুলে দিয়েছে আমাকে
ঠেলে দিয়েছে দুঃখ ও নিভৃত কান্নায়।
চারপাশে একতিল আশ্রয় দেখি না ঃ
একা, দুঃসহ যন্ত্রণায় আমি ভয়ানক একা—
হায়! উত্তরাধিকারে পাওয়া মর্মান্তিক নষ্ট এই জের
সালুইনের জল এ তো বহেও নেবে না
সালুইনের জল একে ধুয়েও দেবে না।

৯

ইরান

এ বর্ষের হেমন্ত কাল — আবদুল হোসাইন জার্‌রিন্‌কুব্‌

অনুবাদ—আতাকরিম বার্ক

এবার হেমন্ত কালে ফুল বাগিচার ওপর দিয়ে নিদারুণ ঝড় প্রবাহিত হওয়ার পরে বাগানের শোচনীয় দুরবস্থা দেখে মনে হয় যে এখানে বসন্তকাল কখনো আসেনি।

অবস্থা এমনই হয়ে পড়েছে যে বাগানের কাকলী সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ দেখে মনে হয় এটি কোনো ভগ্ন দেবালয় অথবা ধ্বসে পড়া পীরের দরগা।

শীতল বায়ুর প্রচণ্ড আঘাতে চামেলি ফুলের শুভ্রতা বিবর্ণ হয়েছে, ভালবাসায় উন্মত্ত হওয়া ব্যতীত তার আর কোনো ক্রটিই ছিল না।

অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, বুলবুলের প্রাণ যাওয়ার শোকে অফুরন্ত কুঁড়িগুলি অকালে শুকিয়ে গেল।

বানাফ্‌শা ফুল নিজের জর্জরিত শরীরে আজ নীল শোকবস্ত্র পড়েছে; লালা ফুলের মতোই তার অন্তরেও কালো ক্ষত ছিল।

হেমন্তের প্রচণ্ড ঝড়ের ফলে বাগানের আসন্ন প্রস্ফুটিত গোলাপ কুঁড়িগুলিও অকালে ঝরে পড়েছে— একটিও নেই।

এবারের ফুলের ও প্রেমের হেমন্তকাল এমনি আশ্চর্য ছিল যে, হৃদয় ও মনকে দুঃখে পরিপূর্ণ করে চলে গেল।

আরব

নেতা আলী মাহ্‌মুদ তাহা

অনুবাদ—মোহাম্মদ রাহাতুল্লাহ্‌

জাতীয় নেতা বলে আজকে যারা দাবীদার
তাদের উক্তি কি সবই সত্যি ?
এমন সময় গেছে, যখন
গণ-নেতাদের নীতি, মানে,
ভূমিকম্পের কালে অটল পর্বত।
ভয় ভীতি প্রলোভন প্রতিকূলতা
কিছুই পারতো না তাঁদের বশ করতে—
তাঁরা ছিলেন অদম্য।
অত্যাচারীদের পেষণ সীমা অতিক্রম করেছে, বন্ধুগণ,
জেহাদ ঘোষণা করতে হবে এবার
একান্তই অপরিহার্য এখন আত্মদান আত্মবলি—
কিন্তু তা কোথায় !

ইন্দোনেশিয়া

শুধু তোমাকে আমীর হামজা

অনুবাদ—আশিস সান্যাল

পাপানুবোধ থেকে মুক্তির পর
জল প্রবাহের মতো আমার সমস্ত ভালোবাসা
ভেসে যেতে থাকলো।
আবার আগের মতো
আমি তোমার কাছে ফিরে এলাম।
তুমি এক কম্পমান দীপশিখা
অন্ধকার রাত্রে আলোর জানালার মতো।
আমাকে ফিরিয়ে নেবার সংকেত করে
তুমি বিশ্বস্ত অবস্থানে দিন অতিবাহিত করছিলে।
হে অমূর্ত প্রেম
আমিও একজন মানুষ।
আমি অনুভব করতে চাই
দেখতে চাই
তোমার অবস্থিতি।
কিন্তু তবুও তোমাকে দেখা হলো না।
কেবল একটা ব্যর্থ আওয়াজ
বলে চলেছে ঃ
'হৃদয় সংযত কর।'
তুমি ঈর্ষাপরায়ণ,

তুমি হিংস্র
তোমার তীক্ষ্ণ নখরের আমি শিকার।
অথচ বদ্ধদশা থেকে যেই মুক্ত হই,
তুমিই আবার আমাকে উন্মত্ত করে তোল।
তোমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে আমার প্রেম।
তুমিই আমার হৃদয় আকর্ষণকারীরথ।
আমি নিঃসঙ্গ,
অপেক্ষা করছি সেই মুহূর্তের জন্য।
সময় ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে।
কিন্তু এখনও আমার নয়—
দিন অতিক্রান্ত হলো—এই দিনও আমার বন্ধু নয়।

ভিয়েতনাম

আমাদের কবিতা   হো চি মিন

অনুবাদ—অমিয়কুমার হাটি

এমন সময় ছিল একদিন যখন আমরা নিশ্চিন্তেই গেয়েছি গান
কবিতায় ছিল রূপময় নদী, 'সোনার ধান ঃ
চন্দ্রমল্লি ভালবাসা আর
সাদাচুল যেন শুভ্র তুষার !

কিন্তু এখন দিনকাল গেছে গুলিয়ে, আজ তাই রেওয়াজ
কবিতায় করে ইস্পাত ঝনঝন আওয়াজ
তাই আমাদের মত কবিতায় আঁকা আছে এক স্বপ্ন
মুক্তি ললিত লগ্ন।

জাপান

হাইকু   য়াকামোছি ওটোমো

অনুবাদ—কানাই সামন্ত

তুমি বলেছিলে—ঘনাবে না সাঁঝ
স্তব্ধ দুপুর রাতে!
শেষ ঝিকিমিকি অস্ত-সাক্ষী
উইলোর পাতে-পাতে।
ঝিল্লির রবে শিহরি শিহরি
বিনিদ্র রাত কাটে।
তুমি বলেছিলে—'চারি চোখে-চোখে
উজোর হবে এ নিশি'।
হাস্নুহানার সুবাস দীর্ঘ
নিশ্বাস গেছে মিশি।
জাগে শুকতারা, উর্ম্মি ছলকে
ঝল'কে নদীর ঘাটে।

(খ)

গোধুলিতে খুলে রাখব ঘরের দ্বার।
স্বপনে আসবে বলেছে সে বারেবার—
ভুলিবে না কভু সে প্রতিশ্রুতি তার।

ইস্রাইল

এ কক্ষের তিন কিংবা চারজনের মাঝে

ইয়েহুদা এমিচাই
অনুবাদ—শুচিস্মিতা মিত্র

এ কক্ষের মাঝে ওরা তিন-চারজন।
একজন শুধু—
মুক্ত বাতায়ন-পথে চেয়ে সারাক্ষণ।
সুতীব্র যন্ত্রণা-নীল চোখে,
সে দেখে—
জীবনের কাঁটা-ঝোপে কী দুঃসহ অবিচার!
কী আগুন জ্বলে ওঠে পাহাড়-চূড়ায়!

নিশ্চিন্তে ঘরে ফেরে মানুষের দল,
দিবাশেষে কর্ম-অবসানে—
বিকীর্ণ একরাশ রেজগীর মতো।

শুধু সেই একজন—
কক্ষের তিন কিংবা চারজনের মাঝে,
সদাই দাঁড়িয়ে থাকে বাতায়ন পাশে।
অসংখ্য চিন্তা তার,
মাথা-ভরা কালো চুলে ঢাকা।
অগণ্য কথা ভাসে সামনে-পেছনে,
বস্তুভারহীন ফাঁকা বুদ্বুদের মতো।

হৃদয়েতে স্থান নেই আর ;
ভবিষ্যৎ-বানীতে নেই প্রাণ।
চিন্তাগুলো যেন—
ঠিকানা-বিহীন এক পত্রবদ্ধ খাম,
পড়ে আছে পাষাণের ভার নিয়ে বুকে

কোরিয়া

মৌসুমী ফুল ই-কোয়াঙ্-সু

অনুবাদ—সুগত মিত্র

আকাশ অব্দি ছড়িয়ে পড়া
সোনালী সবুজ যবক্ষেতের পাশে
ভাঙ্গা একটা কুঁড়ে ; নাকি সমাধি ?
বোঝা যায়না ঠিক,
একদা গৃহস্থ কোন চাষার স্মৃতি যার
আনাচে-কানাচে, এখনো লুকিয়ে।

তারই একধারে—
বাতাসেতে ঝুঁকে পড়া বুনো ফুল আজো
স্বপ্নে রঙীন।

সবুজ সোনালী সেই মাঠ
নুয়ে পড়া সেই ফলন্ত যবক্ষেত
আজো বেঁচে আছে,
চাষীর অনেক অনেক মায়াকাড়া আদর
গায়ে চোখে মুখে মেখে।

এ সবুজ বসন্তেও
যবেরা আবার সবুজ,
ফুটন্ত মৌসুমী ফুল

আবারো সপ্রাণ,
সুপুষ্ট সজীরা এবারো উজ্জ্বল
সবুজ শিশুদের ধুলোমাখা হাতে—
শান দেওয়া ছুরির চক্‌চকে ফলার মত।

গাঁয়ের কোলে ফেলে আসা হায়,
সেই চিরবসন্ত আমার!
হায়রে আমার সেই
বহমান অনন্ত জীবন।

প্যালেস্টাইন

আগুন   মাহ্‌মুদ দারউইস

অনুবাদ—শুভ বসু

আমার হৃদকমলের পাঁপড়ি —
শুকিয়ে একদম কালো
দু ঠোঁটের মধ্য দিয়ে উঠে আসছে হল্কা
কোন জঙ্গলের থেকে কোন নরকের থেকে
উঠে আসছো ক্ষুধার শয়তান ?

আমি বেদনার কাছে বশ্যতা মেনেছি
হাত মিলিয়েছি নির্বাসন আর ক্ষুধার সঙ্গে
আমার দুহাতে ক্রোধ, মুখে ক্রোধ,
শিরার ভিতরে রক্ত যেন সেই ক্রোধের নির্যাস
অতএব এ আশা অলীক
আমি হব ফিসফাস মধুর লিরিক
কেননা জঙ্গলে থাকলে, ফুলকেও
নিতে হয় মারমুখী বন্যরূপ তার

আমার সে ক্রমান্বিত বেদনাগুলিতে
ক্লান্ত শব্দপুঞ্জকে দিও বিশ্রাম
এ এক অসহ্য যন্ত্রণা ঃ
অন্ধ আবেগে আঘাত খুঁড়ছি বালুতে
আবার পর মুহূর্তে মেঘে

আমার এ ক্রোধ এই যথেষ্ট আজকে
কিন্তু কালকে অবশ্য বিপ্লব।

ইরাক

লায়লার প্রতি ইব্রাহিম আবিদ

অনুবাদ—অমিতাভ চক্রবর্তী

লায়লা আমার জীবনটা শুধু ঐ আগুনে জ্বলে,
একশটা লড়াই শেষ শান্তি ফিরিয়ে আনে তোমারই জন্য !
চেয়ে দেখ, কেউ ত এখানে নেই, তবে কেন ভীরুতা,
কোন অজ্ঞাত কবি প্রিয়ার মতন ব্যর্থ বিমূকতা।

রাত্রি খাঁচায় বন্দী অন্ধকারের ক্রীতদাস,
যৌবন যাদুকর সমস্ত স্বপ্নকেই মুক্তি দিতে পারে.
কোথায় খোঁজ তার, মরীচিকা ধূ-ধূ বালুদেশের ওপারে।

সেই আমোদ প্রিয় কৌতুক গীতিকার জানেন,
হৃদয় পেয়ালায় এক আকাশ জীবনটা ধরা,—
দু-চোখে সঞ্চিত অশ্রুর ইতিহাস আছে কার জানা ?

লায়লা, আমার জীবনটা দুরন্ত টাইগ্রীসের জলে,
আমি বেঁচে আছি ঈদের বাঁকা চাঁদের মতন,
মৃত মরুদ্যানের ঘাসে. খেজুর বনের পাদদেশে—
লায়লা, আমি জেগে আছি তোমার-ই বুক ঘেঁষে !.

আফগানিস্তান

প্রিয়তমাকে খুশাল খান

অনুবাদ—কুমারেশ চক্রবর্তী

এই যে তরঙ্গের মতো ঘন কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, এরা যে তোমার
হে আমার প্রিয়তমা, তুমি এত সুন্দর দীপ্ত মধুর।
তোমার ওই মুগ্ধ চোখ দুটি যেন কালো ভ্রমর নার্শিসাসের কুঁড়ি
হে আমার প্রিয়তমা, সুন্দর সৌম্য উজ্জ্বল তুমি যে আমার
আমি হয়ে যাই বেহিসেবী মত্ত মাতাল
উল্লসিত আনন্দে বিভোর
যখন, যখন তোমার ঠোঁট আমার ঠোঁটকে করে স্পর্শ :
আরক্ত মদের মত তোমার নিখাঁচ দুটি অধরোষ্ঠ
হে আমার প্রিয়তমা, তুমি এত সুন্দর মধুর মনোহর।
ঠিক এই মুহূর্তে আমি আমার তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ দিয়ে তাকিয়ে
আছি তোমার ঐ রূপময়ী নির্জন কপোলের দিকে
মনে হয় দুটি নম্র টিউলিপ, এখন এ বিশ্বকে
মনে হয় মুক্ত স্বর্গ—তোমাকে পেয়েছি, তুমি যে আমার
হে প্রিয়তমা, তুমি এত সুন্দর মুগ্ধ মনোহর।
তোমার খেয়াল' নির্যাতন' নির্মমতা নিয়ে
ঐ যারা প্রতিবাদী. পরস্পর উত্তপ্ত ভাষণে মুখর—
তারা সব অবিশ্বাসী অস্থিরমতি ; অনৈক্যে হারিয়ে গেছে তারা।
হে আমার প্রিয়তমা! তুমি এত অপরূপ সুন্দর সুমধুর।
তোমার সংগ ছেড়ে তোমার বিরহ বুকে করে

কী করে কে দুঃখ মুক্ত হবে ? কি করে কে শান্তির গভীরে শায়িত
নিদ্রা যাবে সুখে—তোমার ঐ আনন্দ অর্চিত
অপরূপ অন্ধকার ছাড়া, বলো, কী করে কী করে ?
হে আমার প্রিয়তমা, তুমি এত অপরূপা এত অনিন্দিতা !

তোমার চুম্বন শুধু সেই পাবে—সেই ভাগ্যবান
তোমার করুণাধারা বর্ষিত হয়েছে যার পরে
যদিও তোমার প্রেমে সম্মোহিত বহুজন, তোমাকে দিয়েছে
মনপ্রাণ।
হে আমার প্রিয়তমা, তুমি এত অনিন্দিতা
প্রাচুর্যে ও প্রদীপ্ত মনোহর।
দুর্বলতম তুমি অবিচার আমার উপরে, বল তুমি
"আমি তো করিনি কিছু—এ সবের কিছুই করিনি।"
তা হলে এ কার কাজ ?—কে করেছে, তুমি যদি নাই হও তবে ?
হে প্রিয়তমা আমার প্রিয়তমা, তুমি এত লাবণ্যময়ী মধুর মৌসুমী,
তবুও তোমার কাছে আমি কত ঋণী।
'খুশালে'র কানে কানে তবু তুমি বার বার বলেছ নীরবে,
"আমার চেয়েও আরো বহু বহু সুন্দরীতমা অনেক রয়েছে।"
কিন্তু সত্যি কেউ কি তোমার চেয়েও মনোরমা
আছে এ বিশ্ব-ভুবনে ? তুমি যে অনন্যা, তুমি নিরুপমা।

বাংলা দেশ

দুঃখ বিশেষ দ্রষ্টব্য   মেজবাহ খান

দুঃখ আমার আস্তিন টানে, দুঃখ আমার সার্টের কলার
চেপে ধরে, দুঃখ আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথ করে
দেয়না, দুঃখটাকে জীবনের সর্বস্তরে প্রচলনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে
হয়তোবা একদিন মুর্শিদাবাদের ব্যক্তিগত গন্তব্যে যাবার কথা ভুলেই
যাবো।

নাকি সরল বিশ্বাসে তৃতীয় শ্রেণীর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মতোন
কোনো যুক্তি ছাড়াই ধর্মের চেয়ে বিশ্বস্ত দর্শন মহিলার প্রেমে
দিওয়ানা হয়ে
সবকাজে ভুল করাটাই আমার কাছে একটা সঙ্গত বিষয় হয়ে যাবে !

দুঃখটা দারুন প্রেমিকার মতো বেসরকারী খামে আসা সস্তা ভাষণ,
বিকেলের রোদ রোদ গড়িয়ে আন্ধকার বৈ কিছু তো নয় ! দুঃখটা
নেহায়েত
একটা দৈনিক পত্রিকার সহ-সম্পাদককে কবিতা লেখায় বাধা করাতে
পারে,
দুঃখটাকে বলা যায় আমার মানসী হাসির মতোন হাসতে পারে,
কাঁদতে পারে,
সামান্যতেই উল্‌টে যেতে পারে। মেয়েটা রূপবতী অথচ বোঝেনা
প্রেম,
মেয়েটার কবিতা বোঝার নেই তো হৃদয়।

হায়, দুঃখটা তাই ছড়িয়ে আছে বৃহত্তর বিপদের সাইরেনের চোঙায়
ডেকে যাচ্ছে সেই কবে থেকে যুদ্ধের পাশবিক পতাকা ওড়ানোর মতো।
প্রেমের অসুস্থতায় কোথাও যেতে পারিনে, মৃত্যুরা কাঁদে, জীবনেরা
গোঙায়
দুঃখ তবু আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথ করে দেয় না তো।

আহা, দুঃখটাকে শুধুই বলা যায়, হাসির খোঁপায় মুখটা গুঁজে
চুলের গন্ধে
কেমন যেনো দীর্ঘশ্বাসে যেতে যেতে থেমে যেতে দাঁড়িয়ে থেকে
অথবা ওর হাতের ওপর হাতটা রেখে আল্‌তো চাপে বুঝিয়ে দেয়া
এসবের মানেই ভালোবাসা এবং দু'জনের বুকের ভেতর কেঁপে ওঠা
সুড়সুড়িকে বলতে পারো ভালোবাসা, বলতে পারো দুঃখ।

লাওস

তিনটি চিঠি আর্‌মান্দ মন্‌জু

অনুবাদ—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

হৃদয়ের সহোদরা থি লান্ আমার,
উত্তরদেশের স্বপ্নে ওগো শুকতারা,
আমার এ-ভালবাসা দীর্ঘজীবী হোক
হাজার বছর হোক এর পরমায়ু।
গ্রামখানি আমাদের, ভস্মস্তূপ তার
ওদের কবল থেকে এতদিনে নিয়েছি ছিনিয়ে...
কেঁদ না থি লান্, আমরা গ্রামকে গ্রাম গড়ে তুলব ফের,
গড়ব শতেক গুণ সেরা ও সুন্দর জনপদ !
সে-গাঁয়ে দেখবে না কেউ কোনোদিন আর—
এখন যেমন চোখে পড়ছে সবার—
কাঁটাতার-বেড়া সারে সার।
হৃদয়ের সহোদরা আমার থি লান্,
এইসঙ্গে পাঠাই তোমাকে
মার্কিনী প্লেনের ডানা ভেঙে তৈরি
আমার নিজের হাতে তৈরি পাশচিরুনি।
চিরুনিতে এরিমধ্যে পাই যেন ঘ্রাণ
তোমার চুলের মন-মাতানো সুঘ্রাণ।

॥ ২ ॥

উত্তর আর দক্ষিণ দেশে আলোকের সমদৃষ্টিতে চায় যে
দূর আকাশের সেই তারাটির সঙ্গে,
মৃদু বাতাসের ঝোড়ো বাতাসের পাখির ঝাঁকের সঙ্গে,
আমার ওষ্ঠাধরের বার্তাবহের সঙ্গে সঙ্গে—
হৃদয়ের এই লিপিখানি আমি পাঠাই তোমায়, কিম !
কাল ভোরে, খুব ভোরে আমাদের আক্রমণের দিন,
তোমার কথাই ভেবে আজ রাত কাটাই, আমার কিম !
পাপের ভরা কি পূর্ণ হয়নি ওদের,
তোমাকে আমাকে ভিন্ন করল তাই ?
একটি বৃন্তে দুটি ফুল যেন আমরা ছিলুম, তাই ?
লুটে নিল ওরা আমাদের বুক থেকে
জীবনে যা ছিল সেরা সম্পদ সবই……
আমার কিম !
কাল ভোরে, খুব ভোরে আমাদের আক্রমণের দিন।
উত্তর আর দক্ষিণ দেশে
আলোকের সমদৃষ্টিতে চায় যে—
সেই তারা রাখে উজ্জ্বল রাখে পথ।
আমাদের কালে সমুদ্রে গায় বিজয়ের রলরোল,
একই তরঙ্গে ছুঁয়ে যায় সে-যে আমাদের দুই তীর।
কাল ভোরে, খুব ভোরে দেখবেই ওরা—
প্রেমের তীব্র তীক্ষ্ণ আলোর আতস,
উত্তর আর দক্ষিণ দুই দেশের প্রবল প্রেম।

লেবানন

শান্তি খলিল জিব্রান

অনুবাদ—বরুন রায়

ফসলের মাঠের বুকে গাছের ডালগুলিকে শুইয়ে দিয়ে ঝড় শান্ত হলো। তারাগুলি মনে হয় যেন বিদ্যুতের টুকরো টুকরো অবশেষ, কিন্তু এখন চারদিক শান্ত, যেন প্রকৃতির যুদ্ধ কখনই লড়া হয়নি।

এমন সময় এক তরুণী তার ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে হাটু ভেঙে বসল। সে কাঁদছিল। তার হৃদয় জ্বলছিল যন্ত্রণায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠোট দুটো খুলে সে কেবল বলতে পারল, "হে ঈশ্বর তাকে নিরাপদে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। আমার চোখের জল নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর তো আমার দেবার নেই, ওগো প্রেম ও দয়ার ঈশ্বর! আমার ধৈর্যও শেষ, বিপদাশঙ্কায় আমার অন্তর ভরে উঠছে। যুদ্ধের লৌহ-থাবা থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখো; মুক্তি দাও নির্দয় মৃত্যু থেকে। কারণ সে দুর্বল, সবলের দ্বারা শাসিত।

হে ঈশ্বর, আমার প্রিয়তমকে রক্ষা কর। সে তো তোমারই সন্তান। তার শত্রু তো তোমারই শত্রু। মৃত্যুর দ্বারদেশে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই পথ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখো। তাকে আমার কাছে আনো, না হয় এসো আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও"…

(অংশ)

মঙ্গোলিয়া

যুদ্ধশেষে ফ্যাঙ্-চেই

অনুবাদ—জগদীশ বসাক

যুদ্ধশেষে সৈনিকেরা শেষবার মৃতদের সেলাম জানাল,
এবার একে একে ঘরে ফেরার পালা ;
বরফ গলতে শুরু করেছে, দক্ষিণের বাতাস,
ফুলগুলি ফুট্‌ফুটে মুখ ফিক্ ফিক্ হাসে।

সবুজ ক্ষেতটা আজ কেন ফ্যাকাশে হলুদ,
তবে কি এখনো কৃষকের নতুন বধূটি
উনুনে আগুন ধরায়নি' রাতের রুটি তৈরী হবে কখন ?

ক্ষুধার্ত মেঠো ইঁদুরেরা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে,
শূন্য ক্ষেতে এক ঝাঁক শকুন, দুর্ভিক্ষের সংগীত বাজে ;
ঠিক এমন সময় যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে তারা ছুটে এলো,-
খোলা তলোয়ার, শয়তান অশ্বারোহীর আস্ফালন,
গুনে গুনে দিতেই হবে আজ জনে-জনে মহাজনের সুদ,
ঘরে ক্ষুদও নেই, তবে যে কুড়ি বছরের কুমারীরাই সুদাসল।

ফ্রান্স

হৃদয়ের ঋতু   রেনে গি কাছ

অনুবাদ : বাণিক রায়

আমি জানি না এ আমার আনন্দ কিনা
এ আমার দুঃখ কিনা
যদি রবিবার আরম্ভ হয় অথবা সপ্তাহ শেষ হয়
এ ভীষণ দেরি হয়ে যায়
সকলে প্রেমের কথা বলে
এবং সর্বদাই অজানা
শব্দ নিজেকে ঢেকে ফেলে
শব্দের মধ্যে স্রোতকে চুম্বন করে
হাতের ওপরে চোখের জলে
বসন্তের একটি বিরাট আকাশ পরের দিন পর্যন্ত
একটি বিরাট সূর্য
আমার হৃদয় রাত্রিকে জোরে আঘাত করছে
এবং আমাকে জাগিয়ে তুলছে
বাতাসের চলার ওপর পাখির ডানা
সমস্ত সকাল পরিত্যক্ত
এই ঘৃণা আবার জাগছে
এবং এই সব কখনোই আমাকে জানতে চাইবে না।

আয়ারল্যাণ্ড

আয়ারল্যাণ্ডের কথাত্রয় থেকে টমাস কিনসেলা

অনুবাদ ঃ সৈয়দ কওসর জামাল

তিনটি গুন সমাদ্রিত আয়ারল্যাণ্ডে ঃ চাতুর্যময় কাব্যছন্দ
বীণার সংগীত, দাড়িকামানোর কলা।
তিনটি জিনিষ লালন করে প্রাণশক্তি ঃ আত্মসম্মান,
পানাসক্তি, পাণিগ্রহণ।
তিনটি জিনিষ—যা সর্বদাই প্রস্তুত রাখে রুচিশীল গৃহ ঃ
বিয়ার, স্নানের ঘর এবং আগুন।
তিনটি জিনিষ—যা দেখা যায় রুচিহীন গৃহে ঃ
কলহ, অসন্তোষ, বদমেজাজী কুকুর।
তিন অন্ধকার—যেখানে যাওয়া নিরাপদ ভাবে না রমনী ঃ
কুয়াশা, রাত্রি, বৃক্ষাচ্ছন্ন ভূমি।
তিন বধিরতা পৃথিবীতে আছে ঃ দণ্ডপ্রাপ্তকে সতর্কীকরণ
ভিক্ষুকের প্রতি দাক্ষিণ্য, এবং
কাম-জালে বাধাপ্রাপ্ত একগুঁয়ে নারী।
তিন অশিষ্টতা ঃ যৌবন যখন ব্যঙ্গ করে বয়সকে,
সুস্থতার ব্যঙ্গোক্তি অসুস্থের প্রতি, এবং
জ্ঞানী লোকের হাসি মূর্খের দিকে চেয়ে।
তিনটি মানুষ—ছিঁড়ে ফ্যালে স্বাধীনতা ঃ
গৃহস্থ বিক্রয় করে স্বোপার্জিত জমি,

অধীনস্থ পুরুষের পাণি গ্রহীতা নারী, এবং
কবির সন্তান পরিত্যাগ করে শিল্পের জগৎ।

তিনটি সংকীর্ণতা—যখন দুধের ফোয়ারা ছোটে ক্ষুদ্র পাত্রের দিকে
মাটির ভিতরে শস্যের সবুজ তীক্ষ্নতা, মহিলার মুষ্টির ভিতর
বুননের কাঁটা

তিনটি বিষয়ে স্বল্পতা কাম্য প্রাচুর্যের চেয়েঃ স্থূল কল্পনা,
ক্ষুদ্র পরিসর গৃহে পশুপালন, এবং মদের বোতল ঘিরে বন্ধুর দল।

জার্মানী

একটি কবিতা   রাইনের মারিয়া রিলকে

অনুবাদ—বুদ্ধদেব বসু

নিবিয়ে দাও চোখ-আমার তবু তুমি দৃশ্য ;
বন্ধ করো কান, শুনতে পাই তবু তোমাকে ;
পা যদি না-ও থাকে, তোমার দিকে আমি চলমান ;
জিহ্বাহীনভাবে তোমাকে অবিরাম ডাকছি।
দাও না ভেঙে বাহু ঃ হৃদয় দেবো আমি বাড়িয়ে,
হাতের মতো তা-ই তোমাকে মোর কাছে টানবে ;
হৃদয় থেমে যাক, জাগবে চিন্তায় স্পন্দন ;
এবং দাও যদি দগ্ধ করে মস্তিষ্ক,
আমার শোনিতেই তোমাকে বয়ে নেবো চিরকাল।

নরওয়ে

সত্যের শক্তি   হেনরিক ওয়ার্গল্যাণ্ড

অনুবাদক—বিশ্বনাথ ঘোষ

পাটকেলে রক্তাক্ত স্টিফেন্ ভুলেও কখনো
সত্য ছাড়েনি কোনো জটিল অবস্থায়,
কিংবা বলা যায় বিবিক্ত সত্য তার কাছে ঋণী,
যেমন অবিনশ্বর আত্মার কাছে ঋণী সব কলুষতা
মালিন্যও বীর্যহীন হয়ে পড়ে ;
তেম্নি ছাখো, জয়ীস্টিফেনের আহত রক্তাক্ত মাথার চারপাশে
আলোকময় গৌরব দীপ্তি খেলা করে অনাবিল।
কতটুকু পরমায়ু আছে বলো মিথ্যার ছলে :
কিন্তু বেঁচে থাকে সত্য, সত্যের প্রতিটি শব্দ
প্রতিটি কণায়
যেমন একটি রুমালের ছোঁয়ায় অপসৃত করা যায়
কঠিন তুষারও
তেম্নি মাত্র একটি সত্যই নাড়া দিতে পারে
বেপথুমান পৃথিবীর চুল ধরে ধরে
তবে আর শুধুমাত্র চুপি চুপি কান্না নয় ঃ
আর ইচ্ছার দাসত্ব নয়, সরব হতেই হবে তাদের
যারা সত্যের বন্ধু এখনো বিজয়ার শিল্প হবে সেটা
যদি তুই নিজেকে ডোবাস্ অংশতঃ এবং পূর্ণতঃ
ভেবে ছাখ,
সন্ন্যাসী স্টিফেনের মতো, সর্বত্র একাকী
তোকেও হতে হবে সম্মুখীন বাধা ও বিপত্তির।

ডেনমার্ক

এক জনের প্রতি

গুস্তাফ্ মুনচ পিটারসন্

অনুবাদ—দীপঙ্কর গুহ

তোমাকে ভালবাসতে
সাহস পাই না আমি—
গভীর আলিঙ্গন বদ্ধ ভালবাসা
ভাসমান তেলের মত বিস্তীর্ণ যার পরিধি ;
আমার অশান্ত যৌবন সমুদ্রে জুড়ে
শায়িত নেশা যখন ভীষণভাবে মত্ত করে
তোমার আন্দোলিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভেতর
ডুবে থাকা শরীরী কোষ ঃ
আমার বুভুক্ষু প্রতীকী তীর নিরুদ্দেশ
আমি হাতড়ে মরি শূন্য তুনী
এবং তুমি ম্লান হাসো।
হয়ত ভালবাসা
ভালো বিলীন শব্দের দ্বীপ
শুধু তোমার জন্য—
আমি এমন প্রত্যহিক সূর্য দেখতে চাই
সমুদ্রের ভাঙা ঢেউ-এ
সারাদিন ছুটোপাটি যার—
আমার ধনুর জ্যা-এর কর্কশ সঙ্গীত মুহূর্তেও
আমি জীবন-সন্ধানে ফেরারী হবো না

মালাগাছি সাধারণতন্ত্র

প্রেমের গান   ফ্ল্যাভিয়েন রানাইভো

অনুবাদ—পরেশ সাহা

না বন্ধু, না,
তোমার ছায়ার মতো ভালবেসোনা,
ছায়া তো মরবে বিকেলেই।
কিন্তু আমি ?
আমি তোমাকে রাখবো সারা রাতের মতো,
যতক্ষণ না ভোরের
মুর্গী ডেকে ওঠে।

না বন্ধু, না,
আমায় তুমি ঝাল্ ঝাল্
গোলমরিচের মতো ভালবেসোনা।
ও আমার সয়না, সয়না।
যখন আমি ক্ষুধার্ত্ত,
তখন ঐ ঝালঝাল গোলমরিচ
খেতে পারিনে, পারিনে।

না বন্ধু, না,
আমায় তুমি বালিশের
মতো ভালবেসোনা।

বালিশ তো রাতের সঙ্গী ;
তা'হলে তোমার আমার দেখা
শুধু ঘুম-ঘুম রাতেই ;
দিনে দু'জনের মাঝে
কী নিদারুন ব্যবধান !

ভালবাসো,
আমায় তুমি ভালবাসো,
একটি মিষ্টি স্বপ্নের মতো।
কারণ,
স্বপ্নগুলো রাতের বেলা
তোমার কাছে জীবন হ'য়ে ওঠে।
আর দিনে ?
দিনে স্বপ্নেরা আমার মনে
আশার ফুল ফুটিয়ে তোলে।

নিউজিল্যাণ্ড

সৌন্দর্য্যমুক্তি

হাবার্ট উইথফোর্ড

অনুবাদ—জয়ন্ত লাহিড়ী

যে পুরুষ সৌন্দর্য মুক্তিতে খুঁজে পেল আপন প্রিয়াকে
চলা তার শেষ করে, যখন জাহাজের পাটাতনগুলো
ভেঙে পড়ে আলোর বন্যায়। সে শান্ত হয়,
যখন সমুদ্র তার নিঃশ্বাস নেবার শক্তিটুকু
একেবারে নিঃশেষ করে দেয়।

সমুদ্রের শ্রান্ত লোনাজল তার দৃষ্টিতে ঝড়
তোলো না। শীতের মৃত প্রভাতে পর্বত
ভাঙা স্রোতস্বিনী তাকে বারেকের জন্যেও
খোঁজে না। অথবা মৃত্যুর বিদ্যুৎ বাহ্নি
উপত্যকার আঁধারে তার জন্যে একটু খানি
আলোও দেয় না।

আসলে সে সমুদ্র দগ্ধ হয়েও সময়ের পারে
চির সবুজ। সে বুঝতে পেরেছে, এই
সমুদ্র পরাজিত তার জীবনের অস্তিত্বে
বেদনার দ্বীপান্তরে।

অবশেষে সব বেদনা হারানোর নির্বাসনে
সেই উন্মত্ততায় সে নিজেকে খুঁজে পেল না।

যে উন্মত্ততায় জীবনের আধিক্যকে, বা অবিন্যাসকে অতি অনায়াসেই জয় করা যায়। তার ব্যর্থতার বিপুলতায় সমস্ত মরা ঝোপগুলো হেসে উঠল, সে হাসি বিস্মরনকে বিবশ করে দেয়, আর স্মরনকে করে আয়ুষ্মান।

নিউ-গিনি

বশীকরণ মন্ত্র   তোলাই ইন্দ্রজাল কবিতা   (কবি অজ্ঞাত)

অনুবাদ—পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

চার চোখ জড়ো হ'লে যুদ্ধ দেহি পেশি
ফুঁসে ওঠে সারা অঙ্গে।   কন্যা, তার বেশি
কী পারিস বল।   যাই তবে খুঁজে আনি
বপু এক, বাহু যার রুষ্ট কালাপনি
বাত্যাবর্তে।   প্রেম, নে বিদায়।   যে মুহূর্তে
জড়ি নড়ে ওঝার ঝুলিতে—ঘুরতে ঘুরতে
মাথা তোর পড়ে ঠিক বালিশে লুটিয়ে
রে কণ্যা কাঁদিস তাই ইনিয়ে বিনিয়ে ॥

কঙ্গো

স্থিরচিত্র   চিসয়া য়ু তাম সাই

অনুবাদ—শিবশম্ভু পাল

ঠাকুর্দা যখন
আমার মরা বোনটিকে
একটা অতিকার মাছের মতন
আমাদের সদরের সামনের গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন
আমি তখন খেলছিলাম।

আমাদের ভালো লাগতো আলুর ক্ষেত
গোগ্রাশে খেতাম ছোট ছোট শশা
কিন্তু আমায় উপোস করতে হয়েছিল

খিদের তাড়নায় আমি কেঁদেই ফেলেছিলাম
যদি বলি
আমার বাবা আমার মেয়ের নাম জানতেন না
সময়ের সাক্ষী আমি
প্রায়ই দেখি
গলিত শবদেহের অস্তিত্ব বাতাসের ভেতর
যেখানে আমার রক্ত জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যায়।

লিবিয়া

কমলার খোসা   আবু দার

অনুবাদ—বিজন সেন

শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদল মুখোমুখি দাঁড়ায়ে সমরে
যুদ্ধজয় একমাত্র নেশা ;
তুর্কীরা এধারে ওধারে ইথোপিও
যুদ্ধক্ষেত্র যেন এক কমলার খোসা।
সৈন্যদল যুদ্ধেলিপ্ত যবে—
দেখিনি কখনও সেই সুমধুর ছবি
কৃষ্ণকায় ধাবমান ঐ
স্বার্ণাভ দামালের পিছে
পরাজয় তাদের ভালে
যেন লেখে নাই কবি।

পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ তুর্কীর দল
গর্জে উঠল সব সম্মুখ সমরে
যুদ্ধজয় নেশা বাজাল দামামা
দিন যায় রাত আসে যুদ্ধ যুদ্ধ বলে।
যুদ্ধের দর্শক যারা
চোখে জলে ভরে আসে এইত নিয়ম
কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল এখানে
চারদিকে শুধু আনন্দ অশ্রুধারা।

আল্‌জিরিয়া

আমার শাণিত তরবারী　　কবি অজ্ঞাত

অনুবাদ—অসীম চট্টোপাধ্যায়

আমার শাণিত তরবারী আমি কাঁপিয়েছি
যতক্ষণ পর্যন্ত না
কোন সর্পিনী নদীর মত ভীষণ ভাবে ঝলমলিয়ে উঠেছিল
তথাপি পুনরায় আমি তাকে ধারালো করেছি···
আমি দেখেছি তার প্রজ্জ্বলিত উত্তাপ
যেন আগুনের দীপ্ত শিখা, যদিও
একসময় স্বহস্তে নিভিয়েছি তাকে,
তথাপি মৃত সে হয়নি কখনও।
আমি উচ্চকণ্ঠে বলেছি, আমার এ তরবারী
অনন্তকাল জ্বলতে থাকবে কিংবা
আপন অস্তিত্বে আবর্তিত হোতে থাকবে
এ আমার নিজস্ব তরবারী···

জাম্বিবার

দরিদ্র মানুষের গাথা অজ্ঞাত কবি

অনুবাদ—তাপস মুখোপাধ্যায়

দাও হে, একটা কুর্সী তোমাদের মাঝখানে বসার—
দারিদ্র্য আর অভাবের গুণগাণ করার জন্যে।

পাকস্থলীর সুপ্ত ক্ষুধা
দরিদ্র মানুষের মুখের চামড়াকে কুঁচকে দেয়—
ক্ষুধা আর তৃষ্ণাতে।

গরীব মানুষটি বড়লোকের সংগে কি করে খেতে হয়—
(আহা, সে জানেই না !)
যখন সেই ব্যক্তিটি মাছে মনোনিবেশ করেন—
সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটি আগে মাছের মাথা খেয়ে বসে।

যাও হে, দরিদ্র ব্যক্তিটিকে আমন্ত্রণ জানাও
(যার রুটি খাবার সংগতি নেই)—
সে আসুক, আর রুটির ছোট ছোট টুকরো খেতে খেতে
বারকোশে ফেলুক (যেমন বড়লোকেরা করে !)

দরিদ্র ব্যক্তি একেবারে নিঃসঙ্গ কারণ তার কাছে কিছুই নেই ;
যদিও জন্মানোর কোন ভেজাল ছিল না-
তবু সৌভাগ্য তার মুখে রুপোর চামচে ধরেনি।

দরিদ্র মানুষের স্বভাব সাপের মত
তার ভায়েরা তাকে এড়িয়ে চলে—
কারণ দারিদ্র্যও ক্ষুধার্তকে বাঁচাবার স্পৃহা
তারা একদম বোধ করে না— !

কিন্তু দুঃখী মানুষটি যখন পীড়িত হয়—
তার সাথীরা তাঁকে সহানুভূতি জানায়—
বড়লোক অসুস্থ হলে তার ঘরে দীপ জ্বালাতে
একটি চাকরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় !

নাইজেরিয়া

আমি যা চাই বাবাতুন্ডে মুস্তাফা

অনুবাদ—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়

থাক্ তোমার বদান্যতা—
ওসবে নেই আর প্রয়োজন
এই-এই আমার এখানেই আছে সব
যা আমি চাইছি এখন।

আর্জেন্টিনার প্রান্ত হতে গম!
যে শস্যের শ্যামলিমা ভরা কানো ক্ষেত
সে আরও স্বাদময়, অনেক পরম।

বিটলীয় সঙ্গীতের করো অবসান।
আমার এ হৃদয়ের পিয়াসা মেটায়
জ্যোৎস্নাস্নাত স্নিগ্ধরাতে ঝিঁঝিঁদের গান।

তোমার তো সব কিছু হয়ে গেছে দেয়া।
জানি, গৌরবের উৎসমুখে ভাসে পুরুষের খেয়া
বন্ধুর পথ বয়ি শত ক্লেশ সয়ি।
মুকুলিত দন্তের যন্ত্রনাময়ী,
নাইজেরিয়া—তাই, তোমাকেই চাই।

জার্মাণী

ক্ষণিক   গুণ্টের কুনার্ট

অনুবাদ—অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

যখন আমরা উষর মাটিতে বালি চাপা পরে
পচতে থাকবো নিঃশব্দে
তখন কি অবশিষ্ট থাকবে আমাদের।

আমি দেয়ালে দিয়েছি রঙ
চেয়ারগুলো দিয়েছি পেতে
শব্দের পর শব্দ জুড়েছি আমি
শব্দেরও বেশি কিছু অর্থ প্রকাশ করতে
সে অর্থঃ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করা যায়।

যারা এখনো নিপীড়িত তাদের স্বপ্নে
এবং যারা বিদ্রোহে উদ্যত তাদের চিন্তায়
আর যারা বিদ্রোহের আগুন জ্বেলেছে
তাদের কাজেখুঁজে পাবে তুমি
আমাদের অবশিষ্টাংশ।

ত্রিনিদাদ

আদিনা　　হ্যারল্ড মিলটন টেলিমাক

অনুবাদ—বেলা দত্তগুপ্ত

বহু-রূপী পৃথিবীটা ওরা তন্ন তন্ন করছে
　　ক্যামেরায় ;
ওদের গাইডরাও জানেনা কী সম্পদ
　　আমাদের এ উপত্যকায়।

আদিনার মখমল তনু
　　রয়ে গেল তাই অগোচরে,
নিবারণ ফেনিল সন্তরণে যে তনু
　　অরূপ মাধুরী ধরে।

আরও থাকে অগোচরে
　　বেনুবীথি কী সূক্ষ্ম কৌশলে,
আলো ঠিকরায় আদিনার
　　সুচারু গুল্‌ফমূলে।

ওরা কি দেখছে কেউ নৃত্যপরা আদিনার
　　সৌন্দর্য্য মঞ্জুল ?
ক্যারিবিয়নের সমুদ্রে সমুদ্রে
　　উন্মুখর উছল !

দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যন্ত্রে ওদের
প্রাসাদে, হর্ম্মে অন্বেষণ
স্কাই-স্ক্রেপারের অস্বচ্ছ উচ্চতা ঘিরে
দৃষ্টি ওদের করে বিচরণ।

হায়! দেখেনি ওরা,
সবুজ পাতার বুকে রূপালী রৌদ্রের
উৎসব,
দেখেনি, ফুলন্ত, ফলন্ত আদিনার
অমেয় বৈভব।
পাখীর নন্দিত কণ্ঠ, বৈতালিক,
হিন্দোলিত তাল তরু, খুশীর প্রতীক
আদিনার ছন্দিল বাহু কী সংহত!
সেখানে প্রভঞ্জনও প্রতিহত।

ওরা কি দেখেছে কেউ আদিনাকে
হাওয়ার আবেগে আবেগে উড়ন্ত?
ক্যারিবিয়নের সমুদ্রে সমুদ্রে
প্রোজ্জ্বল প্রাণবন্ত॥

মরক্কো

একটি নক্ষত্রের জন্য মামুদ আবুল

অনুবাদ—অমিতাভ চক্রবর্তী

সন্ধ্যাকাশে রাত্রি প্রদীপ নক্ষত্র
দু-চোখে জ্বলে ওঠে
হে মৌন মন, সৈনিকক্ষত্র,
সন্ধ্যাতারা কখন ফোটে ?

এক টুকরো হীরের মতন হয়ত
অন্ধকারে জ্বল্‌জ্বল্‌,
কেউ যদি থাকত নিশ্চই জানত,
আমি আজ কত উজ্জ্বল।

প্রত্যেক নক্ষত্রের আছে সঙ্গী
প্রতিবিম্ব স্পর্শ দর্পন,—
শুধু আমার বাকী হৃদয় রঙ্গী
সে খোঁজেনীল নির্জন।

আমার উদ্যম যৌবন ভালবাসা,
তোমার হৃদয় স্পর্শ কাতর ;
আজ আমার স্বর্গের পথে শেষ আশা,
সে আলোকে তুমি মৃন্ময়ী পাথর !

আমি যে করেই হোক পাল্টে দেব,
স্বর্গটা এই মুক্ত পৃথিবী ;
দু-হাতে কোন নক্ষত্রের রঙ্ নেব
আমার চোখে তোমারই প্রতিচ্ছবি

হায়, আর আমি কবে কোনদিন,
নির্জন রাত্রির করুনা পাব ;
তবু আমি গান গাইব চিরদিন,
তোমার কাছে যাবই যাব।

চীন

আমার স্বীকারোক্তি — চেন জান

অনুবাদ—প্রেমেন্দ্র মিত্র

পায়ে আমার ভারী শিকলের ঝঞ্ঝনা,
উন্মাদের মত তোমরা চালাচ্ছ চাবুক ;
কিন্তু কিছুই পারবেনা আমায় স্বীকার করাতে,
রক্ত মাখা বেয়নট যদিও বুকের ওপর ওঁচানো।

কারণ সাচ্চা মানুষ কেউ মাথা নোয়াবেনা,
কাপুরুষ ছাড়া চাইবেনা কেউ তোমাদের আজাদি।
যতই মারো আর দাও যন্ত্রণা,
মৃত্যুরও সাধ্য নেই আমার মুখ খোলাবার।

মৃত্যুর মুখে চেয়ে আমি হাসি,
শয়তানদের প্রাসাদ কেঁপে ওঠে সে হাসিতে ;
সাম্যবাদীর এই স্বীকারোক্তি
মরণের ঘণ্টা বাজায় তোমাদের পাপের রাজত্বের।

হাঙ্গেরী

বার্দ্ধক্য মিলান ফ্যস্ত

অনুবাদ—স্বরাজ মজুমদার

দৃষ্টি, যে তুমি শান্ত তৃপ্ত ছিলে খুঁজে পেয়ে
আমার সুখমধুর আশ্রয়
কোথা নিরুদ্দেশ
কোথা নিরুদ্দেশ হে দর্পণ আমার !
অথবা কোথায়রে দারুণশ্রবণপটু তীক্ষ্ণধার কান
গাধার মত সজাগ সটান
তিক্ত অতিক্ত হাসিতে
এবং কোথায় পরপর রাখা দামাল দুপাটি দাঁত
বুক ফেঁড়ে স্রবেরিরক্তই শুধু নয়
যা লক্ষগুণ তীব্র গভীর অথচ কোমল
নারীর ওষ্ঠ লাল হ্রদ ছেনে
বিন্দু বিন্দু রক্ত শুষে ন্যায়,
অথবা উধাও কোথাও পাঁজরে পাঁজরে মন্ত্রিত
ভয় বিহ্বল সেই গান ॥
কোথায় দুঃখ যা চূর্ণ করে মন, আনন্দ সুখের ইন্ধন
বৃথাই এখন মাথা কুটে মরা
শুধু বাঁকালো ছড়িতে ঈষৎ ঘোরাফেরা
আর শশব্যস্ত উন্মাদ ক্ষিপ্তধনুছিলা ক্ষিপ্র হরিণীর
পিছু ধাওয়া করে বৃথাই বলা

নির্জন প্রান্তরে দেখতে এলাম পূর্ণশশীকলা
অথচ দুঃখের বিষয়, হেঁয়ালী ব্যাপারগুলি এমনই, যার জট
ছাড়াতে ছাড়াতে ছাড়াতে একসময়
নির্বাক থেমে যেতে হয়।
কোথারে মাতাল যৌবনাগরদোলায়
ভস্মমাখা শপথের
তিক্ত কটু স্বাদ
কোথায় বিরাট তিমির হাঁ-য়
উচ্চাকিত হাসির
নায়েগ্রারাপাত
হা ঈশ্বর কোথারে হা-হা-হা অট্টহাসি
কান্নায় সরল ভেঙ্গে পড়া
শোণিত সৈকতে দুর্বার স্রোতে
দিনরাত্রির নির্মম ভাঙ্গাগড়া
এবং অঙ্গার অন্ধকারে প্রার্থনার ভঙ্গীতে আমি নতজানু।
(অংশ)

কঙ্গো

সূর্যোদয়, আফ্রিকার বুকের গভীরে

প্যাট্রিস এম্যারি লুমুম্বা

অনুবাদ—অজয় সেন

তুমি, আফ্রিকাবাসী, বন্যজন্তুর মতো কষ্ট করেছো হাজার বছর ধরে,
তোমাদের ভস্মচূর্ণ আকাশে বাতাসে বিকীর্ণ, যা মরুভূমিতেও
ভ্রাম্যমান
তোমাদের আত্মাও ক্লেশ দুর করার জন্য তোমাদের স্বেচ্ছাচারী রাজা
তৈরী করেছেন উজ্জ্বল যাদু-মন্দির।
তোমাদের আদিম অধিকার আঘাত, একজন শ্বেতকায়ের কাউকে
চাবুক মারা—
তোমারও মৃত্যুকে বরণ করার অধিকার আছে, এমনকি কাঁদতে
পারো।
তোমাদের আরাধ্যদেবতার ওপর তারা সীমাহীন আঘাত ও রুদ্ধতা
এনেছে, এমনকি
ভয়ংকর নিষ্ঠুর, কাষ্টাধারের মধ্যে মৃতও লক্ষ্য করেছিলো—কি
ভাবে সাপের
ধূর্ত্ততায় হেঁটে যাচ্ছে নিঃশব্দে শাখাপ্রশাখায়, গর্ত্ত থেকে এবং বিশাল
বৃক্ষের মাথা থেকে আলিঙ্গন করছে তোমাদের দেহ ও তোমাদের
পিড়ীত আত্মাকে তারা
তারপর তারা একটি অবিশ্বাসী ও বিষধরকে তোমাদের বুকে
চাপিয়ে দেবে

একই ভাবে তোমাদের হাঁটুর পরে তারা চেপে ধরবে গরম জলও
আগুনের মিলিত যৌথ আক্রমণ—তারা
সন্তামুক্তোর ঔজ্জ্বলের জন্যে নিয়ে যাবে তোমার সুন্দরী মিষ্টি স্ত্রীকে
তোমাদের অবিশ্বাসী সম্পদ যা কেউই আন্দাজ করতে পারবে না।
সেই সব অত্যাচারীতা বালিকাদের সম্বন্ধে—বেগবান—কৃষ্ণনদী
রক্ত ও অশ্রুধারা
যুগপৎ ক্রুদ্ধ খেদোক্তী বহন করে ;—তোমাদের কুঁড়ের থেকে জুড়ি
গাড়ীর
শব্দ সম্মিলিত ভেসে আসে এই কালো রাত্রির অন্ধকারে ;
সেই সব পোত সম্বন্দে—যা ভেসে গেছে সেই দেশে—যেখানে
একজন
ছোট্ট মানুষ ভুলুণ্ঠিত বাল্মীকে এবং যেখানে ডলারই সব, সেখানে
ঐ ভ্রষ্টা ভূমি, যাকে তারা জন্মভূমি বলে।
ঐখানে তোমাদের শিশুরা, তোমাদের পরিবারেরা দিবারাত্রি
মাঠে ;—নিষ্ঠুর,
মমতাহীন এক জাঁতাকল তোমাদের পিষে মারছে এক অস্থির,
অসহ্য যন্ত্রণায়।
তুমিও একজন মানুষ, অন্য মানুষেরই মত,—তারা তোমাকে বিশ্বাসী
হতে
ধর্মোপদেশ দেবে, এইভাবে,—শেষপর্যন্ত সুন্দর শ্বেত দেবতাই সমস্ত
মানুষকে একদিন পূর্ণমিলিত করবেন।
একজন গৃহহীন ভিক্ষুকের বিলাপের গান-তুমি প্রজ্বলিত ও ব্যথিত
হয়ে গাইবে
যা একজন বিদেশীর দরজা সিক্ত করবে ; এবং যখন এক ধরণের
উন্মত্ততা
পেয়ে বসেছিলো এবং তোমার রক্ত বাষ্পীভূত হয়েছে এই রাত্রিতে—

সেসময়ই তুমি নেচেছিলে—খেদোক্তী করেছিলে সম্পূর্ণ তোমার
জনকেরই ভাবাবেগে, আবিষ্টতায়।
ঝড়ের ভয়ংকরতার মত গীতছন্দ, পুরুষকারের স্বর,
দুঃখের হাজার বছর থেকে এক শক্তিং বিস্ফোরিত তোমারই থেকে—
জাহের ইস্পাত দৃঢ় স্বর, অনাবৃত আর্তনাদে—যা মেঘগর্জনের মত
বিশাল ফেনিল তরঙ্গের ন্যায় আছড়ে পড়ছে অন্য মহাদেশের মধ্যে।
সমস্ত পৃথিবী চমকে উঠেছে, জেগে উঠেছে আতংকে—রঙের ও
জাজের মিলিত হিংস্র ছন্দে—
এই নতুন উজ্জিবিত গানে বির্বন হচ্ছে শ্বেতকায় মানুষ—যার
সচ্ছন্দ বিস্তৃতী বেগুনে রংয়ের মশালের মত এই অন্ধকার রাত্রির
মধ্যে।
এইখানে আজ প্রভাত, হে আমার সহোদর, এই প্রত্যুষ, আমাদের
মুখের দিকে তাকাও ;
এক নতুন সূর্য, নতুন একদিম ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের
প্রাচীন আফ্রিকায়।
এইভূমি, জলধারা, এই কোবান নদীসকল আবার আমাদের
একাকীত্ব বহন করবে।
দুঃখী আফ্রিকাবাসী হাজার বছর ধরে আত্মসমর্পণ করে যাচ্ছে ;
আফ্রিকাবাসী আবার মুছে নেবে তাদের চোখের জল এবং হেসে
উঠবে তোমার মুখের ওপর—সেই মুহূর্তে
যখন তুমি ছিঁড়ে ফেলবে সমস্ত শিকল, ভারী শৃঙ্খল,
নিষ্ঠুর সময় ও শয়তান চলে যাবে আর কোনদিনও পিছনে
তাকাবে না।
এক মুক্ত এবং সুশ্রী কঙ্গো হেসে উঠবে কালো মৃত্তিকার নিচের থেকে,
এক মুক্ত এবং সাহসী কঙ্গো নতুন কালো পাপড়ি মেলবে
পুরুষ্টুকালো বীজ থেকে॥

সোমালিয়া

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভৎর্সনা — আবদিল্লাহী মূসি

অনুবাদক—মুকুলকুমার ভৌমিক

ঝর্ণার দু হাত তোলা সর্বগ্রাসী নৃত্য তোমার মনের ছোঁয়া পায় না
পাষান,
কিন্তু জলের মৃদু স্পর্শে উর্বর মাঠে সবুজের মিছিল।
ওই পাহাড়ের বাণীরূপ?
নির্বোধ-মানস-সিংহদ্বারে নষ্টকীর্ত্তির হুংকার।
মানুষের প্রচেষ্টায় নির্বোধ-মানসেও জাগে সৃষ্টির স্পন্দন।
—কিন্তু! হায়! (ঈশ্বর তোমার পরিবর্ত্তন করুন)
তোমায় সব উপদেশ, ব্যর্থতার আলিঙ্গন।
মূর্খও জ্ঞানী হয়, তোমার আলোকে ওরা আলোকিত।
কিন্তু কোন ব্যাঞ্জনা-ই তোমার বাসর সাজায় না।
সাধারণ তুচ্ছতার শিখরে ওড়ে আমার রক্তের অহংকার-নিশান।
তোমার ঔদাসীন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার অসন্তোষ,
তার ব্যাপ্তীকে প্রসারিত ক'রে নিয়ে চলে,
আমাদের সেই অভিসার-কাহিনী-দোলায়।
লগনও সে বিরাট-সম্ভাবনার-শক্তির বিনিময়ে
শোনে ব্যর্থ সৃষ্টির বুকফাটা কান্না॥
কারণ? আমি আমার ভালবাসার প্রতিদান কিছুই পাই নি।
আমি তোমাকে দিয়েছি সম্ভ্রম, তুমি প্রতিদানে দিলে যন্ত্রণা
শুধু যন্ত্রণা।
জানি সম্ভ্রমে তোমার প্রশাসন নেই, উপেক্ষা, উৎপীড়ন অথবা বিচ্ছেদ,
এ-তিনের একটায় তোমার পরিচয়, তোমার সার্থকথা॥

ডাহোমি

মৃতের সম্মানে গান   পাউলিন যোয়াচিম

অনুবাদ—রণজিৎ দাস

আমি জানি মৃত্যুর ওপারে কোনো গাম নেই
ক্রীড়াভূমি নেই
তাই বলি, তোমাদের বলি—যে থাবা ও জিভে খুব
চেটেপুটে খাও প্রিয় জীবনের মাংস ও কলিজা
তা যায়, তোমারই সঙ্গে ধুলো হয়ে যায়।
তাই বলি তোমাদের বলি
যে শীতকাতুরে ওই তোমাদের সুন্দরী স্ত্রী-রা
গভীর বিছানা জুড়ে তাদের শাসন, অনুরাগ
তাদের সান্ধ্যভাষা—তা-ও যায়, একই সঙ্গে ছাই হয়ে যায়
তাই বলি, তোমাদের বলি
যে মদ্যপানের ফলে প্রতিরাতে গান করে
তোমাদের অন্তর্গত পাখি
তা-যায়, একই সঙ্গে ছাই হয়ে যায়
তাই বলি, তোমাদের বলি
যে সিগ্রেট থেকে তোমরা শুষে নাও নীল ধোঁয়া
ধোঁয়ার আড়ালে গড়ে তোলো এক নিস্তব্ধ মঞ্জিল
তা-ও যায়, একই সঙ্গে ছাই হয়ে যায়
অতএব, এসো
ফোয়ারার মতো আজ অঝোরে ছড়িয়ে দিয়ে
জীবনের বিপুল বর্ণালী
সেই বর্ণস্নাত সুরে গান ধরি
সম্ভোগপ্রবণ এক মৃতের সম্মানে।

চীন

হাওয়াই জাহাজ থেকে   মাও ৎসে তুং

অনুবাদ—বিষ্ণু দে

উত্তরে সারাটা দেশ
বরফের হাজার যোজনে ঘেরাও
আর অযুত যোজন জুড়ে তুষারের ঘূর্ণিঝড়
বড়ো পাচিলের এপারে আর ও-পারে
শুধু এক বিরাট বিশৃখলার রাজত্ব।
হল্‌দি নদীর পাড় থেকে কি উপরে কি নিচে
এখন আর জলের স্রোত দেখা যায়না,
পর্বতমালা যেন নুপালি সাপের দলের পাক
জ্বলজ্বলে হাতির মতো পাহাড় গুলি উঠছে সমতল থেকে
এবং আমাদের মাথা আকাশের উঁচু মাথায়।
পরিস্কার দিনে
পৃথিবী সুন্দর
সাদা পোষাকে গোলাপী গাল মেয়ের মতো
এমনই তার নদ-নদী পাহাড় পর্বতের বাহার
যে অগনন বীর তার খোঁজে প্রয়াসী।
সম্রাট চি হুয়াং আর উ তির শিক্ষা-দীক্ষা ছিল নাম-মাত্র,
সম্রাট তাইচুং আর চাই-চুর সুকুমার বৃত্তির ছিলো অভাব,
জেঙ্গিস খান শুধু জানতেন ঈগলের দিকে ধনুক বাঁকাতে।
এ সব অতীতের-আজকেই এই প্রথম মাটির উপরে
দাঁড়ায় সহৃদয় মানুষেরা।

ভারত

একটি মোরগের কাহিনী — সুকান্ত ভট্টাচার্য

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোনে,
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল-না।
সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবু সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত

তারপর শুরু হল তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল
ফেলে দেওয়া ভাত রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার
তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকরা পরা দু'তিনটি মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।

খাবার !   খাবার !   খানিকটা খাবার ।
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড ।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে
'প্রাসাদের ভিতর রাশি রাশি রাশি খাবার' ।
তারপর সত্যি-ই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপ্ধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে :
অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে ॥

লাইবেরিয়া

আফ্রিকার ফরিয়াদ — রোলাণ্ড টোমবেকাই ডেম্পস্টার

অনুবাদ—রজতশঙ্কর দত্ত

আমি তুমি না
তুমি কিন্তু
একটা সুযোগ দাও না আমাকে
আমাকে হতে দাও না 'আমি'।
"আমি যদি তুমি হতাম"—
তুমি শিশু জান
আমি তুমি না
তুমি তবুও ত
আমাকে হতে দাও না 'আমি'।
তুমি গোলাও, নাক গলাও
আমার প্রত্যেকটি ব্যাপারে
ওগুলি যেন সব তোমার
আর তুমি যেন আমি।
তুমি বেইনসাফ বে আক্কেল।
নির্বোধের মত ভাবা
আমি যেন তুমি হব
কথায়, কর্মে
আর চিন্তায়ও তোমার মত।
ঈশ্বর আমাকে গড়েছেন 'আমি'।
তোমাকে গড়েছেন 'তুমি'।
হা ঈশ্বর
আমাকে হতে দাও 'আমি'।

ইথিয়োপিয়া

পাতলুন হু হু বাতাসের　　কবি অজ্ঞাত

অনুবাদ—কবিতা সিংহ

পাতলুন হু হু বাতাসের
বোতাম বসানো ঝঞ্ঝার—
মস্ত মাটি ঢেলাসে !
'গোণ্ডারে' নেই কিছু তার
মাংস লোভে সে হায়না
বাঁধা চামড়ার সরু ফালিতে,
আগুনের পাশে গেলাসে
রাখা বলে ফেলে দিই বালিতে,
আগুনে লাফিয়ে সেই জল
ফোঁসে কুয়াশার কালো অশ্ব
শোফায় উদেলি তুলাতে,—
জলা উনুনের বুকে ভস্ম !
বরবাদ পুরো বরবাদ
গেছে বাতিলের দলে লোকটা
তবুও তাকে যে মন চায়
কেন জলে ভরে আসে চোখটা ?

সৈনিক স্বামীর প্রতি   কবি অজ্ঞাত

অনুবাদ—ময়ূখ বসু

যুদ্ধমাঠে তোমার অবিরাম হেঁটে চলা
প্রতিটি মাপা পদক্ষেপ
আমার হৃদয়ে অজানা কাঁপা
আমাদের ভবিষ্যৎ ও বিচ্ছেদকে
ইশারায় জানিয়ে দিচ্ছে
গড়ে উঠবে হাজার মাইল ব্যবধান।

পথটা বড় চড়াই এবং ঘোরা
চলার শেষ নেই—রাস্তা অসীম।
কে জানে কবে কখন
আমরা মুখোমুখী বসব।

ধূসর রঙা বুনো ঘোড়া হয়ে
ছুটে চলা, যুদ্ধ-যুদ্ধ! আর
আমি অর্জুন ডালে হলুদ পাখি
শুধু ঘরের কথা বলি।
সকালের কচি আলো দিয়ে রাঙা
ভাঙা-ভাঙা মেঘের সমুখে
আমি একা বসে ভাবি।
বর্ষার আর্দ্র অন্ধকার রাতে
নানা কথা ভীড় করে আসে
তুমি কত দূরে, কত দূরে?

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ক্যাডিশ

নাওমি গিনস্‌বার্গের জন্যে ১৮৯৪-১৯৯৫ এ্যালেন গিনস্‌বার্গ

অনুবাদ—শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আশ্চর্য এখন তোমাকে ভাবা, কাবুলি তার চোখ ছাড়া যাত্রা
তোমার, যখন
আমি বেড়াই উজ্জ্বল চত্বরে গ্রীনউইচ্‌ গাঁয়ের।
নিচু-নগর ম্যানহাট্টান, পরিষ্কার শীতের দুপুর, এবং আমি উপরে
গোটারাত, কথা কইছিলাম, কথা কইছিলাম, পড়ছিলাম ক্যাডিশ
চীৎকার ক'রে,
কোনো গ্রামের উপর চীৎকৃত ব্লুজ শুনছিলাম আমি।
ঐ ছন্দ, ঐ ছন্দ তার—এবং তোমার স্মৃতি আমার মাথায় তিন
বছর পরে—এবং পড়ছিলাম এ্যাডোনিসের শেষ অবাস্তব স্তবক
চীৎকার করে—কাঁদছিলাম, ভেবে ভেবে আমরা কেমন কষ্ট
করেছি—
এবং মৃত্যু কেমন প্রতিষেধক সকল গায়কের স্বপ্ন গাও
মনে করো, হিব্রু শোকসাযরেব মধ্যে যেমন ভবিষ্যৎবাণী, অথবা
বুদ্ধের উত্তর-পিঠক—এবং আমার কল্পনা ঝরাপাতার—প্রত্যুষে—
স্বপ্ন দেখতে দেখতে জীবনের মধ্যে দিয়ে পিছন পানে—তোমার
সময়—এবং আমার ধাবমান
এ্যাপোকালিপ্‌সের দিকে—
ঐ নিশ্চিন্ত মুহূর্ত—ফুল পুড়ে দিনের বেলা—আর কী?

কী আছে তারপর ?
পিছন ফিরে মন, যা ছাখে তা এক আমেরিকান নগর—
আলো হলে, এবং মহান স্বপ্ন আমার অথবা চীনের, অথবা
তোমার এবং
অপচ্ছায়া রাশিয়ার অথবা এক ভাঁজ-করা শয্যার যা কখনো
ছিলোনা—
আঁধারে একটি কবিতার মতো—যা পাঠিয়ে মরে অসীমে
আর কথা বলার নেই—কারন নেই কাঁদার, শুধু স্বপ্নের সেই
প্রাণগুলির জন্য
যে স্বপ্ন অদৃশ্য আধেক-লীন,
শ্বসে, কাতরায় অপচ্ছায়াখণ্ড কেনে, বিক্রি করে
অর্চন করে পরস্পর
অর্চন করে কোন সর্বগামী দেবতাকে—যা চায় ঐ
নিশ্চিতি !
—যখন থাকে ঐ ধ্যান-কিংবা আর কিছু ?
আমার চারদিকে লাফিয়ে ওঠে ঐ-আমি যখন বাইরে বেরোই
রাস্তাতে ঘুরি তাকাই পিছনে
কাঁধের ওপর দিয়ে, সেভেন্থ এভেন্যু, যুদ্ধ ও লড়াই
জানালাগুলির অফিস-হৌস কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে,
একটি মেঘের নিচে, আকাশের মতন লম্বা-এবং ঐ আকাশ
উপরে ও একটি পুরনো নীল জলপদ
কিংবা এভেন্যু ধরে নিচে দক্ষিণে, কিংবা ই এতে
—যখন আমি গেলাম
পূবদিকের নিচে আরো—যেখানে তুমি পঞ্চাশ বছর আগে
গিয়েছিলে ছোটো
মেয়ে—রাশিয়া থেকে, খেয়েছিলে বিষাক্ত আদি টম্যাটো

আমেরিকার-বন্দরে ভয় পেয়েছিলে—
তারপর বেঁচে উঠেছো জনতার ভিতর অরচার্ড স্ট্রীটের
এবং কোনদিকে ?
নিউইয়র্কের দিকে—
মিছরি গুদাম শতাব্দীর আদি স্বদেশি সোডা কারখানা,
হাতে ঝাঁকা আইসক্রীম পেছন ঘরে ধূসর মেঝের ওপর—
শিক্ষাবিবাহ স্নায়ুদৌবল্য ব্যবচ্ছেদ
শিক্ষায়তন এবং পাগল হবাব শিক্ষা, স্বপ্নের ভিতর—
কেমন এই জীবন তবে ?

(অংশ)

পানামা

সমুদ্র ডেমেট্রিও হেরেরা এস.

অনুবাদ—তুষার চৌধুরী

সমুদ্র—ক্ষিপ্র মুষ্টিযোদ্ধা—
একটি শ্লেষের জন্য ব্যবহার করে—গোলক
ছোট ছোট দুরন্ত নৌকো।

বাতাসের তোয়ালে দিয়ে
এমনকি মুষ্টিযোদ্ধাদের ঘর্মাক্ত শরীর
মুছিয়ে ছায়।
দালানকোঠাগুলি—
রিং-এর চারপাশের উৎসাহী লোকজন—
জনতা এই বিশাল প্রশিক্ষণ
দেখতে উদ্‌গ্রীব।

(ধোঁয়া ছাড়ছে এমন এক জাহাজের সংগে
বন্দরটি ফিসফিসিয়ে কথা বলে···)
আর উচ্ছ্রিত ফেনার করতালি
উন্মুখ ক'রে তোলে স্তম্ভকে
যার হাতঘড়ি সময়ের হিসেব রাখে।

ইতস্ততঃ ছাগলছানা,
সামুদ্রিক পাখিরা
ছাদের মধ্য দিরে চুপিসাড়ে পালিয়ে যায়।

নাইজেরিয়া

বৃষ্টির রাত   জন পেপার ক্লার্ক

অনুবাদ—শঙ্খ ঘোষ

রাত কতো হলো জানি না
কেবল জানি
মোরগের ডাক ছিল না
কিন্তু ঘুমের স্রোত থেকে আড়াআড়ি ভেসে উঠেছি
গভীর থেকে যেমন
ভেসে ওঠে মাছ।
এখানে, হয়তো সর্বত্রই,
খুব ঝমঝম করছে
একটানা নাছোড়বান্দা জল
আমাদের খড়ের চালে আর ছাউনিতে
আর ছিন্নপাতার বুক ভেঙে
উঁকি দেয় বাজ- বিদ্যুৎ, চালের কাঠামো
মাথার ওপরে কী জানি
টপটপ করে ঝরছে বড়ো বড়ো ফোঁটা
যেন বাতাসের দোলা লেগে ঝরে-পড়া ফল
কমলালেবু বা আম
নাকি আমার বলা উচিত
জপের মালায় সুতোর ওপর যেমন পুঁতি
গুণতে গুণতে ছিঁড়ে যায়
কাঠের রেকাবে বা মাটির ভাঁড়ে

আর মা
আমাদের কুঠুরি আর মেঝে থেকে
সরিয়ে ফেলছেন এটা-ওটা।
যদিও খুব অন্ধকার
তবু বেশ বুঝতে পারি মায়ের মাপা পা
থালাবাসন শিশিবোতল
সরিয়ে নিচ্ছেন জলের তোর থেকে, জল
যেমন বন থেকে একসার পিঁপড়ে বেরিয়ে এসে
দখল নিচ্ছে মেঝের।
তাহলে ভাইসব, কেঁপে উঠো না আর
কেবল ছেঁড়া মাহুরে অন্য সবার দিকে
একটু পাশ ফিরে শোও।
আজ রাত্রে আমরা মাতাল
প্যাঁচা বা বাহুড়ের চেয়ে গাঢ় কোনো মদে
উড়তে জানে না ভেজা ডানা।
স্থির হয়ে আছে ওরা, শূন্য হৃদয়
আর তাই নিস্পদ, এমনকী সকালবেলা
কেঁপে উঠবে না ওরা, না,
কেননা তখন ওদের লুকোবার তাড়া।
কাজেই আমাব চিৎ হয়ে আছি
সমস্ত দেশ জুড়ে ঝমঝম শব্দের সঙ্গে সঙ্গে
গড়িয়ে যাচ্ছি
আর সমুদ্রে মিলিয়ে-দেওয়া
তার হাতের প্রভূত সান্ত্বনার নিচে
আমাদের
নিষ্পাপ ঘুমের আয়োজন।

জাম্বিয়া

আফ্রিকাকে আবিষ্কার

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

সত্যিই কি রমণীর—
রমণীর আর নয়নাভিরাম ?
তুমি প্রশ্ন করেছিলে
পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে,
পাহাড়ি উৎড়াই চড়াই আর
কঠিন উপল উপকূলে
কাঁটা ঝোপ আর বক্র লতা গুল্মে
পায়ে পায়ে কণ্টকিত,
পরিচ্ছদে ক্লান্ত দীর্ণ
বিশীর্ণ কৃষ্ণাভ আর স্তব্ধ পরাহতঃ
(সময় তখন চৈত্রশেষ
যদি ও হয়নি পাতা ঝরা অবশেষ)
সব কিছু মিসিয়ে যেন
এক রমণীর বিকাশের
প্রথম স্তবক
গতিতে যার গমক
সুরুতে যার দীর্ঘ থমকঃ
অনেক দূরের নাম-না-জানা
কোন পল্লী থেকে
ভেসে আসে বুঝি সুরের সপ্তস্বর
হয়তো বা তা কোন গোত্রান্তর
অথবা,—স্বপ্নের সোনালি লহর !

ঘানা

সেই মানুষটি, যে ফসল ফলিয়েছিল আন্তোসিও জাসিনটো

অনুবাদ—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেই বিরাট খামারটাতে কোন বৃষ্টি হয় না
আমার কপালের ঘাম দিয়ে গাছগুলিকে তৃষ্ণা মেটাতে হয়।
সেখানে যে কফি ফলে আর চেরীগাছে যে লাল টুকটুকে
রঙের বাহার ধরে
তা আমারই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, যা জমে কঠিন হয়েছে।
কফিগুলিকে ভাজা হবে, রোদে শুকুতে হবে, আর গুঁড়ো
করতে হবে
যতক্ষণ না তাদের গায়ের রঙ হবে আফ্রিকার কুলীর গায়ের রঙে
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ!
আফ্রিকার কুলির জমাট রক্ত, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ!
যে পাখীরা গান গায়, তাদের জিজ্ঞাসা কর;
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক ছুটোছুটি ক'রছে, তাদের;
এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে যে বাতাস মর্মরিত
হচ্ছে, তাদের:
কে ভোর না হ'তেই ওঠে? কে তখন থেকেই খেটে মরে?
কে লাঙ্গল কাঁধে দীর্ঘ রাস্তা কুঁজো হ'য়ে হাঁটে আর কেইবা শস্যের
বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয়?
কে বীজ বপণ করে আর তার বিনিময়ে যা পায় তা হ'ল ঘৃণা
বাসি রুটি, পচা মাছের টুকরো,

শতচ্ছিন্ন নোংরা পোষাক, কয়েকটা নয়া পয়সা ? আর এর পরেও
কাকে পুরস্কৃত করা হয় চাবুক আর বুটের ঠোক্কর দিয়ে ?
কে সেই মানুষ ?
কে ক্ষেতগুলিতে গম আর ভুট্টা ফলায়, আরিবাঁধা কমলা
গাছগুলিতে ফুলের উৎসব আনে ?
—কে সেই মানুষ ?
কে ওপরওলা-কে গাড়ি, যন্ত্রপাতি, মেয়েমানুষ কেনার টাকা আর
মোটরের নীচে চাপাপড়ার জন্য নিগ্রোদের মুণ্ডগুলি-কে
যোগান দেয় ?
কে সাদা আদমী-কে বড়লোক তৈরী করে,
তাকে রাতারাতি ফাঁপিয়ে তোলে, পকেটের টাকা যোগায় ?
—কে সেই মানুষ ?
তাদের জিজ্ঞাসা কর ! যে পাখিরা গান গায়,
যে ঝর্ণারা নিশ্চিন্ত মনে এদিক-ওদিকে ছুটোছুটি করে,
যে বাতাস এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্রে থেকে
মর্মরিত হয় ;
তারা সকলেই উত্তর দেবে ঃ
—ঐ কালো রঙের মানুষটা, যে দিনরাত গাধার খাটুনী খাটছে !
আহা ! আমাকে অন্ততঃ ঐ তালগাছটার চূড়ায় উঠতে দাও
সেখানে বসে আমি মদ খাব, তালগাছ থেকে যে মদ চুঁইয়ে
পড়ে ;
আর মাৎলামোর মধ্যে আমি নিশ্চয় ভুলে যাব, ভুলে যাব,
ভুলে যাব ;
আমি একজন কালো রঙের মানুষ ; আমার জন্যেই এই সব ॥

অষ্ট্রেলিয়া

গ্রীষ্মের রাত : একটি সনেট   টমাস ডব্লিউ শ্যাপকট

অনুবাদ—সৈয়দ কওসর জামাল

তার হাত তখনও তার হাতের উপর—উত্তপ্ত হচ্ছিল সে।
তাদের বিছানা একত্রিত করে তাদের শরীর
শরীরে শরীর, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস অবিরাম
ক্ষমা নেই, প্রণয় আনুগত্য শুধু। প্রতিরোধ নেই গ্রীষ্মের
বিপক্ষে—
তাপদগ্ধ স্বদেশ, প্রিয় স্বদেশ রমণীর।
বৃষ্টি বুঝি ভেঙে পড়তে চায় প্রগাঢ় আদ্রতায়
যতক্ষণ বদ্ধ বাতাস ঘিরে রাখে তাকে। এখনই সে
একাকী হবে। ক্লান্ত, অন্ধকারে হেঁটে যায় বারান্দার দিকে।
সর্বত্র গ্রীষ্মের দাহ—আবদ্ধ মধ্যরাত
গাছের পাতা উড়ে যায়, গড়িয়ে পড়ে নিম্নদিকে
ভেদ ক'রে দূরবর্তী শব্দের ভার। পুনরায় দরোজা
বন্ধ করে সে। একটি ছবি—পদচারণায় ধরা পড়ে দর্পণে :
দুটি মাকড়সা মুখোমুখি হতে জড়িয়ে যায় তাদের দেহ
পুরুষ হাতের মুঠোয় আবদ্ধ সঙ্গিনী, যেন একটি হাতের মতন।

ফিন্‌ল্যাণ্ড

মানুষের জীবন — পেন্টি সারিকোস্কি

অনুবাদ—অমলেশ চক্রবর্তী

মানুষকে জীবন দেওয়া হয়েছে।
সেই সংগে বিবেচনার ভার
কখন সে মৃত্যুকে করবে বরণ।

ধূসর আকাশ ভেসে বেড়ায়
জ্বলজ্বলে তারা তাকে আলোকিত করে।

আর পৃথিবীটা যেন একটুকরো রুটির মতো
তার মুখ গহ্বরের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

পাকিস্তান

বন্দীশালায় রাত্রি পতন   ফৈয়জ আহমেদ ফৈয়জ

অনুবাদ—কুমারেশ চক্রবর্তী

সিড়ি ভাঙা পথে নৃত্যের ভঙ্গিতে
অজস্র নক্ষত্রে ভরা রাত নামতে থাকে
চুপিসারে ভেসে আসা কথার মতো ধীরে ধীরে
বাতাসের মতো স্নিগ্ধ মোলায়েম ;
স্বাগত জানায় বন্দীশালার গাছেরা,
স্বর্গপ্রান্তের অরণ্য ও শেষ বারের মতো হাত নাড়ে !
স্বর্গের সর্বোচ্চ চূড়ার শিখর থেকে
চান্দ্র অনুগ্রহে আলোকিত আকাশ
ধুলায় মুখ ঢাকে তারাখচিত ছায়াপথ,
সারা আকাশ যেন একটি শুভ্র অগ্নিপিণ্ড
সবুজ বৃক্ষ মনে হয় গাঢ় নীল ছায়া।
বিয়োগ বেদনায় টলমল হৃদয়
মনের মধ্যে তিক্ততার সংযোজন।

হৃদয়ে এখন একটি চিন্তার আন্দোলন
এক্ষনের এই অমৃত জীবন
যারা অত্যাচারে বিষিয়ে তোলে
আজ অথবা কাল কোন দিনই হবে না জয়ী।
যদি তারা ছুঁড়ে ফেলে, নিভিয়ে দেয় বাতি,
সব আলোই কি সিংহাসনের মনি ?
ওরা দিক না নিভিয়ে আলোই,
ভয়কি, আমরা ওদের ক্ষমতাকে জানি।

সিরিয়া

সিরিয়ার সূর্যাস্ত আল্ রুসাফি

অনুবাদ—দিনেশ দাস

একটি খেজুর গাছ জেগে থাকে প্রহরীর মত,
কত বর্ষ কত যুগ হয়েছে বিগত
পাতায়-পাতায় ব্যাকুলতা—
চুপি চুপি বলে যায় প্রাচীনকালের রূপকথা।

নৌকোর মতো সাবনীল
মেঘ চলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিগন্তের নীল ;
হে নাবিক, পাল তোল। ছলোছলো
আকাশের নীল দ্বীপে চলো।

থাইল্যাণ্ড

একটি কবিতা　　স্নুনতোরণ পু

অনুবাদ—নিখিল সেন

আখ আর মিঠে তাল চিরকাল
　　　　　　থাকেনা স্মরণে
মিঠে দুটো কথা শুধু—
　　　　　　জুড়ে থাকে কানে।
হাজার ক্ষতের দাগ
　　　　　　যাবে গো শুকিয়ে :
ভগ্ন-হৃদয় ক্ষত সারে কি কখনও ?

সুরের মাতাল নই,
　　　　　　আমি শুধু মাতাল প্রেমের
আপন হৃদয়াবেগ রোধিব কেমনে ?

মদের মৌতাত জানি
　　　　　　ছুটে যাবে একদিন সময়ের স্রোতে
উদগ্র কামনা শুধু ছেয়ে আছে—
　　　　　　দেহ মোর দিবস-শর্বরী।

ইরাক

অসম্ভব　　তৌফিক জায়েদ

অনুবাদ—খাজিমউদ্দীন আহমেদ

অনেক সহজতরএটাই তোমার পক্ষে
সূচের ছিদ্রপথে হাতিটা চালিয়ে দেওয়া
অথবা নক্ষত্রের ছায়াপথে ভাজা মাছ তোলা,
সমুদ্রে বপন সারা,
কিম্বা কুমীরের মনুষ্যত্ব দেওয়ার চেয়ে
বিনাশ বিশাল থেকে
প্রজ্জ্বলিত দগ্ধ আবেগের প্রত্যয়টি উদ্ধার।
নতুবা ক্ষান্ত থাক্ আমাদের যাত্রাপথ—
প্রতিটি পদক্ষেপ।
কোথায় দাঁড়াবো আমরা
বুকের ওপর এক প্রাচীর দাঁড়ানো
ক্ষুধার্তের মুখ চেয়ে ;
গালিচার সংগ্রাম,
প্রতিহত,
উদগীত আমাদের গান।
কোথায় দাঁড়াবো আমরা চল যাই—সমুদ্র গলধঃ ক'রি,
কোথায় দাঁড়াবো আমরা
অনর্ধস্ফুট শতাব্দীর আয়োজন আমাদের পৃথিবীর, বৃক্ষের ওপর,
কোথায় দাঁড়াবো আমরা
তবুও হব না আমরা বিচ্ছিন্ন উপত্যকা
এখানেই আমরা বক্ষের উষ্ণ রক্ত উৎসারিত করে যাবো,

এখানেই আমরা রবো,
অতীতে,
ভবিষ্যতে,
এখানেই আমরা রবো অপরাজেয়,
অতএব আঘাত আরো গভীর, গভীর আঘাত হানো
যাত্রা পথেই আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্য।
যদিও আমরা ছিলাম হাজার দানবে বেষ্টিত
সর্বত্র ছড়িয়ে
লিডায়,
রমলাহে,
গ্যালিলীর বুকে।
দু'হাত জড়িয়ে আছে আমাদের পথ ব্যর্থতায়,
গৌরবের পরিপূর্ণ অন্ধকার কারারন্ধ্রে তোমাদের
নতুন প্রজন্মে উৎকীর্ণ উৎসার প্রতিহিংসায়,
যেমন হাজার দানবের—
নিরুদ্দিষ্ট যাযাবর আমরা
লিডায়,
রমলাহে,
গ্যালিলীর পথে পথে।

আমাদের বেদনা তোলে উত্তাল বিক্ষোভে সফেন,
এখানেই আমরা থাকবো তুষার হিম স্নায়ুতে ছড়িয়ে,
আমাদের হৃদয়ে, স্নায়ুর স্রোতে রক্তাক্ত নরক হাঁটে,
পাথর নিঙড়ে আমরা মেটাই খরতৃষ্ণা আমাদের
ক্ষুধাকে পাড়াই ঘুম ধূলায় ধূসরে।

ভিয়েতনাম

সবুজ গাছ আন থো

অনুবাদ—কমল চৌধুরী

বোরখার মতো পাতাগুলি ঝুলছে মাথার ওপর,
আর নিচে রাস্তা—সবুজ সুড়ঙগুলি—চলে গেছে।
লরীগুলি ছুটছে, তবু সে স্থির করতে পারছে না
অরণ্যের ওপরে শত্রুর বিমান।
ঘনসংবদ্ধ কলা গাছগুলি
আমাদের আড়ালে রেখেছে শত্রু আর উত্তাপ থেকে।
তাদের ছায়ায় লুকিয়ে আছে একটি শিশু উদ্যান,
হাওয়াহীন ফাঁকা জায়গায় সুরক্ষিত।
কলাগাছগুলি ধীরে কথা বলছে
হিমালয়ের বুনো লাইলাকের সঙ্গে।
সাবধান, মার্কিনী পাইলট!
ওরা প্রস্তুত করুক তোমার শবযান।
কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে নদী,
মেটায় ধানের তৃষ্ণা,
যেন কোনো বোমা ফাটেনি কখনো, যেন আর্তনাদ করে
ওঠেনি কোনো বোমার আধার।
উজ্জ্বল চোখের ফুলগুলি চিহ্নিত করছে
ফুলের শয্যা আর ধাত্রীদের গাউন।

গাছের চূড়োয় পুষ্ট ফলগুলি,
যেন যুদ্ধ ঘটে গেছে বিস্তৃত কোন অতীতে।
হঠাৎ অস্ত্রের সঙ্ঘাত ভারী পায়ের শব্দ ওঠে।
দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে কলাগাছগুলি ;
আমাদের সৈনিকেরা এগিয়ে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে।
শত্রুরা দেখে, গাছগুলিই শুধু।
সাবধান, তারা জোরে আঘাত হানবে, ঐ সবুজ গাছগুলি

সিঙ্গাপুর

আমার সিংহ শহর — এস. এন. মাসুরি

অনুবাদ—বেলা দত্তগুপ্ত

দুরূহ প্রবেশ পথের দরজার
আঘাত হেনে হেনে
চরম এক মুহূর্তে আমার জন্ম।
অশান্তির গভীরে অবগাহন করা
আত্মা আমার।
এসেছিলাম নতুন কিছু শোনাবো বলে।
কতকিছু প্রলুব্ধ করে আমাকে,
আমি নিজেও আকর্ষণ করি কতকিছু,
তবু ভিতরে ভিতরে গুমরে থাকি।
আমার শহরেই যে আমার পেরেক গাঁথা।
যতদূর আমার স্মরণের সীমানা,
মনে পড়ে,
মৃদুজ্যোতি এক নক্ষত্রের সাথে
পরিচয় হয়েছিল আমার,
মনে পড়ে,
আমার বাবা ক্রমান্বয়ে প্রার্থনা করেছেন
আশা বিশ্বাসের আশায়।
বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণার মুহূর্ত শুনি
আমার আত্মার অভয় বাণী,

ওঠো, উঠে দাঁড়াও,
এই ভগ্নস্তূপ আর যন্ত্রণার চিতা থেকে।
আমার শহরেই মানিয়ে নিই নিজেকে।

জীবনে কখনও
বিসর্জন দিইনি আত্মমর্যাদা,
স্বপ্নের মৌতাতে মেতে
পালাইনি একদিনও
নিজের কাছ থেকে।
কারণ, আমার জীবন,
আমার স্বপ্ন, অভিন্ন,
আমার জীবনই আমার স্বপ্ন হয়,
হয় আমার পৃথিবীর
শোণিত রুধির।
আমি জানি,
হিমীভূত তরল পদার্থের মত
(যা কোনদিই গলবে না)
আমার সমস্ত মমতা, প্রেম
সেই শহরের প্রতিটি ধূলিকণার জন্য
যাকে আমি ভালবেসেছি,
গ্রহণ করেছি আমার আলিঙ্গনে।

নেপাল

সংশয় রমেশ শ্রেষ্ঠ

অনুবাদ—সুবিমল বসাক

এই নির্বাক অক্ষরের চেস-বোর্ডে
আমার হাতি, ঘোড়া, মন্ত্রী, সেপাই সব শত্রু-সৈন্যের মুখে এগিয়ে দিয়ে
সম্রাট আমি, পালিয়ে যাচ্ছি পেছনে
আমি রাজা-চেজ দেয়ার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছি জায়গা
পা'য়ে পা'য়ে ঘরের মধ্যে ক্রমশঃ ছোট হয়ে চলেছি
অর্থহীন যুদ্ধ করছি
অনর্থক এই দুর্ভোগ
পরাজিত সম্রাট আমি নৃপমল্ল পালিয়ে যাচ্ছি
এবং
আমার সাম্রাজ্যের সমগ্র হাতি, ঘোড়া মন্ত্রী সৈন্য সংশয়গ্রস্ত
আমাকেই অনুসরণ করছে।

মালয়েশিয়া

কতদিন আর আমি ওয়াং ফুই নাম্

অনুবাদ—শংকর চট্টোপাধ্যায়

বলো কতদিন আর আমি এমনি ভাবে নুয়ে থাকবো
থাকবো সংশয়ে
আমি তো ফুলের মতই
সংশয়ী আলোয় দাঁড়িয়েছি বারবার।
বলো কতদিন আর আমার এই শ্রমের জীবন
প্রতিটি কুঁড়ির জন্য এই কর্মসাধনা
যারা আমার শূন্যতার ভেতর খুলে যাবে একদিন
বৃষ্টির প্রতিটি বিন্দুর কাছে মেলে ধরবে নিজেদের।

আমার এই সকল বিশিষ্টতা নিয়ে
তাহলে কী এগিয়ে যেতে হবে
মানুষের পরিপূর্ণ ফুটে ওঠার দিকে
ভাষায় ভরে নিতে হবে
সেই বিদেশী হৃদয়ের রোমাঞ্চ
বিষাদ আর হাসির ঝর্ণাকে।

কবিতা এখন

আল মাহমুদ

কবিতা তো কৈশোরের স্মৃতি। সে তো ভেসে ওঠা ম্লান
আমার মায়ের মুখ; নিমডালে বসে থাকা হলুদ পাখিটি
পাতার আগুন ঘিরে রাতজাগা ছোট ভাই বোন
আব্বার ফিরে আসা, সাইকেলের ঘণ্টা ধ্বনি—রাবেয়া—রাবেয়া—
আমার মায়ের নামে খুলে যাওয়া দক্ষিণের ভেজানো কপাট।

কবিতা তো ফিরে যাওয়া পার হয়ে হাঁটুজল নদী
কুয়াশায় ঢাকা পথ, ভোরের আজান কিম্বা নাতার দহন
পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিনের সৌরভ
মাছের আঁসটে গন্ধ, উঠোনের ছড়ানো জাল আর
বাঁশঝাড়ে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর।

কবিতা তো ছে-চল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর
ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, নিশান
চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে
নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।

কবিতা চরের পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম গন্ধ ভরা ঘাস
ম্লান মুখ বউটির দড়িছেঁড়া হারানো বাছুর
গোপন চিঠির প্যাডে নীল খামে সাজানো অক্ষর
কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুল খোলা আয়েশা ডাক্তার।

দুটি কবিতা

ভাই বীর সিং

অনুবাদ—অমিয় চক্রবর্তী

(১)

দুঃখ দেখে দুঃখ আসে
পৃথিবীর যন্ত্রণায় বিবর্ত চিত্রে
হৃদয় আমার দুঃখী।
অন্তর যার গলে
পারি না রুধতে চোখের জল।
জানি পৃথিবীর বেদনা কমবে না আমার বেদনায়,
এমনকি আমার তীব্র ত্যাগের উৎসবে।
তবু পাথর তো নই আমি,
পাথরও ভাঙে তোমার দুঃখে, হে পৃথিবী।

(২)

দাস, না, প্রভু
ঘুরছিল মেলায় একটি মানুষ,
গলায় তার ঝোলানো তবক,
লেখা তাতে
'আমি কৃতদাস কেনো আমায়।'
কিনতে গিয়ে বলল একজন আমার কানে
'ও চায় না কোনো প্রভুকে—
ছদ্মবেশে ও ধরতে চায় আরো অধম দাসকে
যে ওকে কেনার দ্বারাই প্রমাণ করবে আপন দাসত্ব,
তার তুলনায় কৃতদাসই হবেন প্রভু।'

ফিলিপাইন

প্যাসিগ নদীর তীরে   রাইজাল

অনুবাদ—গীতশ্রী চৌধুরী

মানসী আমার, প্যাসিগ নদীর তীরে আসবে কি ?
দূর-দিগন্তে প্রায়-বিলীয়মান দিনের আলো
ব্যগ্র অপেক্ষায়—রই নদীর পারে,
এসো আমার পাশে।
শান্ত নদীর ধারে, কচি বাঁশ পাতার ছায়ায়
বসে আছি ব্যাকুল প্রতীক্ষায়।

এসো এই প্যাসিগের তীরে,
দেখ, দেখ চেয়ে
গোল রূপালী চাঁদের ছায়া পড়েছে প্লাসিয়ালেকের জলে।
এসো এসো ওগো আমার প্রিয়া,
যাব দুজনায় মিলে এ্যান্টিপোলোর দিকে
যেখানে তোমার কালো চোখের ভাষা
পড়বে ধরা আমার চোখের চাহনিতে।

ওগো, নন্দন কন্যা,
ডাক দিই তোমার এই নদীর তীরে।
আমার সুমধুর বাসনা
গান হয়ে বাজুক তোমার মনে।
কলকল্লোলিনী প্যাসিগের কিনারায় বসে
সাজাব তোমার সুন্দর ললাট
সাম্পাগুইটাস দিয়ে।

রুমানিয়া

নট নটী

মারিন সোরেস্কু
অনুবাদ—অমিতা রায়

সবচেয়ে সহজ আর স্বাভাবিক দেখি এই অভিনেতাদের
আস্তিন গুটিয়ে হাতে
কেমন সহজে তারা আমাদের সতত জাগায়।
নাটকের তিন অংকের শেষে মন দেওয়া নেওয়া যবে
ঠিক শুরু হয়
তখন যেমন করে নট নটী ঠোঁটে ঠোঁট রাখে
তার মত নিখুঁত চুম্বন
এ বাস্তবে দেখিনি কখনো।
রং মেখে, টুপি পরে, সব কিছু কাজ করে যায়।
মুখে মুখে জোগায় উত্তর—
সুতীক্ষ্ণ সংলাপগুলো পায়ের তলায়
শান্তশিষ্ট পাপোশের মত পড়ে থাকে।
ষ্টেজের ওপরে তারা মরে কত স্বাভারিক ভাবে—
সত্যিকার মৃত যার একবারই জন্মের মতন
বিয়োগান্ত মেক-আপ নিয়েছে
নটেদের নিখুঁত মরণে
তারাও শিউরে ওঠে কফিনের কোলে।
হায়রে আমরা
একখানি জীবনের ক্রুশে বিদ্ধ জীব।
একটি তো জীবন সম্বল—
তাকেও তো ভাল করে শিখি নি বাঁধতে।

এলোমেলো কথা বলি, আবার কখনো
নিঃশব্দে পেরিয়ে যায় বৎসরের সারি।
আজেবাজে দিন কাটে নান্দনিক চেতনা-রহিত।
জানিও না কোথায় দাঁড়াই
বুঝিও না কি যে করি হতভাগা হাত দুটো নিয়ে

মেক্সিকো

কখনো সখনো আলফন্‌সোত্ত রিত্রস

অনুবাদ—বাঁধন সেনগুপ্ত

কখনো বা শূন্যতার গর্ভ থেকে উৎসারিত উন্মুখ
মাটি থেকে হঠাৎ ফিরে আসা
যেন সিজারের একান্ত গোপন দীর্ঘশ্বাস।

আমরা যেমন থাকি—
গোপন কথার কোনো ক্ষীণ পরিণতি,
আমাদের স্বপ্নে
উৎসারিত হবার আগে যেন আত্মার আত্ম সমর্পণ।
বেচারা যুক্তি যখন যাযাবর হয়
তোমার স্মৃতি থেকে সূর্যালোক
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আমার ওপর।

বাংলাদেশ

স্বাধীনতা তুমি

শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকরা চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ সৃষ্টি সুখের উল্লাস কাঁপা।
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর উজ্জ্বল সভা।
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা শোভিত স্লোগান মুখর ঝাঁঝালো মিছিল
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তি সেনার চোখের ঝিলিক
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথায় ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ

স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন
স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিনীর ঘন খোলা কালো চুল
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙীন কোর্তা
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা

সাইপ্রাস

নিহতেরা — ফারনাডো গরডিলো সারভেনটিস্

অনুবাদ—শংকর দাশগুপ্ত

(এক)

নিহতেরা
শক্ত করবে বিপ্লবীদের সংগঠনকে
সাধারণের বেঁচে থাকার দাবী দাওয়ার
আওয়াজ বাজবে প্রবল ভাষায়
নতুন চাষে পথ দেখাবে দেশবাসীকে
নিহতেরা
কে যায় বাঁধতে নিহতদের হাতগুলিকে !

(দুই)

এখন তোমরা জানো তারা মারা গেছে
এবং তোমরা জানো ভাইদের কবর কোথায়
এবং তোমরা জানো শবযাত্রা অনুষ্ঠান হয়নি তাদের

তোমরা জানো তা
কারণ হৃদয় হবে তোমাদের
ঢেকে রাখবার মৃত একমাত্র মাটি
তোমাদের দিনগুলি পুষ্পিত হবে
নবীন ফুলের হাসি, কবরের কালো মাটি ঘিরে।

জাপান

—প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকা

বহুদিন আগে দু-দেশের সম্পর্কের
বাঁধন ছিঁড়ে গিয়েছিল
এখন সুসময়,
আবার তা বাঁধতে হবে।

এখন শরৎকাল।
প্রতিবেশীরা আমাদের স্বাগত জানালেন
তাদের চোখে উষ্ণ আলোর ঝলকানি।

পিকিং-এর আকাশ এখন মেঘমুক্ত
শরৎকালের বাতাস ভুবন জোড়া।

(আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত)